...কর

বা

বৈদ্যকুল বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

বৈদ্য কুল-পঞ্জিকা, মনুসংহিতা, স্কন্দ পুরাণাদি ও চন্দ্রপ্রভা
প্রভৃতি নানাগ্রন্থের মতানুসারে বাঙ্গলা
ভাষায় পয়ারছন্দে লিখিত।

শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক কর্ত্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

শ্রীকেদারেশ্বর সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

নোয়াখালী

নোয়াখালি-যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সন।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

আদিবংশ বিবরণ মানব মাত্রেই জানিতে বাসনা হইতে পারে মনে করিয়া এই সূচীপত্রের লিখিত বিষয় সকল বহু অনুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গেল সূচী পত্র পাঠে যদি ডাকৈর অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ভিঃ পিঃ ডাকে পাটান যাইবে মুল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক সাং বিদগ্রাম, হাল সাকিন নোয়াখালী ৺ গোলোকচন্দ্র সেন দেওয়াজি মহাশয়ের বাসায় প্রাপ্তব্য অথবা কলিকাতা কুমারটুলি শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রত্ন সেন কবিরত্ন মহাশয়ের বাসায় পাওয়া যাইবে। ইতি ১৩০৭ সন।

মঙ্গলাচরণ।

যেই দিব্যকুলনদী, পূণ্যস্রোতেনিরবধি
বহিয়ে আগত তব পুরে।
পুন কত দূর যাবে অথবা কি লুকাইবে
সদাপ্লুত কুললক্ষ্মী করে।
সে কুল দায়িনী পায় প্রণমি স মনকায়
সতত বাসনা এই প্রাণে।
গত বৈদ্য বংশধর, সুখে দুখে নিরন্তর
পূজে কুললক্ষ্মী শ্রীচরণে
জননীরথাকেতোষ, পাপেনাহিহয়রোষ
যথা লক্ষ্য সদা এই রয়।
বৈদ্যবংশসন্নিধানে, আত্মঅধিকারজ্ঞানে
বৈদ্য কুলাচার্য্য এইকয়।
রচিতে বাঞ্ছিতমন, বৈদ্যকুল বিবরণ
পুরাও মা বাসনা আমার।
সে সমৃদ্ধি তুমি দিলে, সদাতব পদবলে
রক্ষাকর সত শুদ্ধাচার।
নাহিকিছুভাষাজ্ঞান, সবিশেষ প্রণিধান
নিবেদন সুধীগণ স্থানে।
বৃদ্ধ আমিভাষা বৃদ্ধ নাহিজ্ঞানশুদ্ধাশুদ্ধ
ক্ষমিবেন সুজন স্বগুণে।
প্রাচীনপদ্ধতিক্রমে, নাগনিয়েলিপিভ্রমে
সৃষ্টিহতে ভাব বিবরণ।
লিখিলাম যথাযথ. ইতিহাস শাস্ত্রমত
শুধৃতত্ত্ব করুন গ্রহণ।
কোথা পূর্ব্ব পরিবার, পিয়ভ্রাগনতার
কোথা কর্ল জনক জননী।
তনয় তনয়া নিয়ে সুখে দুখে দিন বয়ে
কাটাতেন দিবস রজনী।

শুনহে কুল তনয়, তিলেক কি মনে হয়
আজিতব সমৃদ্ধির দিনে।
যাহাদের স্নেহধার, ধরে তব পরিবার
স্নেহ ডোর আছে কিহে মনে।
যেইতরুঅন্যশাখা, কোথায়রয়েছেঢাকা
খুলেদিয়ে বিস্মৃতি আঁধার।
একতরু শাখা ফল, ভ্রাতাভগিনীর দল
দেখিতে কি বাসনা তোমার।
যাঁরা বসে পরপূরে, তবশুভ বাঞ্ছাকরে
পুত্র জ্ঞানে করে নিরীক্ষণ।
কিভাবেরয়েছেতারা.শান্তিতেকিশান্তিহারা
ভাবনা কি আসে হে কখন।
জেনেতাঁহাদেরনাম. সদাহয়েমোক্ষকাম
শোধিতে অশোধ্য ঋণ যার।
যোগে যুক্ত করতল, বিনাসয়ে বিন্দুজল
দিতে সাধ নাহে কি তোমার।
দেখিবে কি ক্রমে২ নানাপূণ্য পিতৃভূমে
তব প্রিয় জনয়িতৃগণ।
কোনপথে কানহাটে কোনতটিনীরতটে
করিতেন সদা বিচরণ।
কোথা কত রম্যস্থলে, কতদিব্যতরুমূলে
প্রেমহাট কত সম্মিলন।
এখনোযেখানেগেলে, তবপরিচয়পেলে
প্রেমাশ্রুতে করে আলিঙ্গন।
জানিতেতাদেরনাম, কোথাছিলবাসধাম
কোথাহতে কোথা চলে যায়।
হৃদয়ে বাসনা যদি, এস সঙ্গে হতেআদি
প্রিয় কুল দেখাব তোমায়।

বীজী পুরুষ নির্ণয়।

জ্ঞানী জনের নামমতে বীজি ধার্য্য রহে
এক পঞ্চাশতবীজি চন্দ্র প্রভা কহে ॥
বংশ মধ্যে কৃতি-ব্যক্তি বীজী নিরূপণ।
বীজী পুত্র বহু কৃতী হবে যতজন ॥
কৃতী ব্যক্তিগণ বীজী কেহ কেহ কয়
আনন্দ ঘটক কিন্তু তাতে ঐক্য নয় ॥
আনন্দ ঘটক হয় তাহাতে বিবোধি।
গোত্র ধার্য্য ব্যক্তিগণ বীজী নিরবধি ॥
আখ্যা বৈদ্য শোলজন পুর্ব্বের কথিত।
গোত্রোদ্ভব বংশধর বীজি নির্কপিত ॥
বঙ্গেতে ছিসাট্টীজন বীজী মাত্র পাই
অতিরিক্ত বীজী মাত্র বঙ্গে কিন্তু নাই ॥
গোত্র ধার্য্য যাহা হৈতে জগতে রটনা।
তাহাকেই বীজী বলি ঘটক ধারণা ॥
গোত্রধার্য্য পুরুষেরা বীজী মধ্যে গণ্য।
গোত্রধার্য্য আদি বংশ সর্ব্ব দেশে মান্য
বীজীভ্রাতা বীজী হবে বীজী পুত্র নয়।
বীজী পুত্রে বিজিবলা অনুচিত হয় ॥
এক বংশে বহু বিজি কখন না হয়
গোত্র ধার্য্য বীজী ভ্রাতা ভিন্ন বীজী ন

বৈদ্য গ্রন্থকার নাম।

ব্যাকরণে পঞ্জিকৃত ত্রিলোচন দাস।
শুকসেন কৃতটীকা ভুবনে প্রকাশ ॥
শ্রীপতি দাওবকৃত পরিশিষ্ট হয়।
দান সাগর গ্রন্থকৃত বল্লাল মহাশয়।
নিদান মাধব কর কৃত প্রতিষ্ঠিত।
চক্রপাণি দত্তকৃত নিজ নামাঙ্কিত।
বিজয় রক্ষিত কৃত নিদানের ব্যাখ্যা ॥
যশোধর কৃত কিছু নিজ নামে আখ্যা
বাঢস্থ দুর্জ্জয়দাস কুলপঞ্জি কৃত।
ভরৎ মল্লিককৃত বিভিন্ন বা কত ॥
লক্ষণ কুলপঞ্জিকৃত চণ্ডিবর।
কার্ণবংশে নরহরি খ্যাতি শুংধর ॥
বৈদ্য কুলগ্রন্থ তিনি করেন প্রচার।
জগতে রয়েছে তার কির্ত্তি প্রশংসার ॥

ডাকের।

বৈদ্যকুল বিবরণ।

ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টির প্রকরণ।

নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
কভু তার চক্ষু নাই দৃষ্টি চিরন্তন॥
কভু তার কর্ণ নাই শ্রুতি অতিশয়।
হস্ত পদ কিছু নাই সর্ব্ব কার্য্যাশ্রয়॥
অনাদি অনন্ত তিনি সত্য পরাৎপর।
সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী দীপ্ত কলেবর॥
চরাচরে কিছু তাঁর নাহি অগোচর।
দয়া দণ্ডপানী তিনি সৃষ্টির আকর॥
সদানন্দ চিদানন্দ সর্ব্বজ্ঞ মুকুন্দ।
নিরানন্দ কভু নহে কহিছে আনন্দ॥
ঈশ্বর তাঁহার সংজ্ঞা জ্ঞানী জন বলে।
এমত অদ্ভুত কিছু নাহি ভূমণ্ডলে॥
আদিতে তিনিই ব্রহ্ম নিরাকারময়।
ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভিন্ন আর নাহি কিছু রয়॥
ছিল না ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ছিল না সংসার।
শুদ্ধ ব্রহ্মজ্যোতিঃ ছিল তাও নিরাকার॥
সাকার হইতে ব্রহ্ম করিয়া মনন।
আরম্ভিলা ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সৃজন॥
তিনপুরী সৃজিলেন জগত ঈশ্বর।
বৈকুণ্ঠ পাতাল মর্ত্ত্য অতি মনোহর॥
হেনকালে মনে চিন্তি ব্রহ্ম নিরাকার।
সুন্দর আকৃতি ধরি হলেন সাকার॥
স্বেচ্ছাময় পরাৎপর জগত আধার।
করেন সাকার রূপ জগতে প্রচার॥
সর্ব্বদিক্ শূন্য দেখি ব্রহ্ম সনাতন।
ভাবনা করেন তিনি সৃষ্টির কারণ॥
হরি, ব্রহ্ম এক কথা ভাবেন তখন।
অন্ধকারময় দেখি এতিন ভুবন॥
দশ দিক্ অন্ধকার নাহি রাত্রি দিন।
অগ্নি জল বায়ু আদি সকল বিহীন॥
জীব জন্তু কিছু নাই নাহিক অমর।
তৃণ লতা সব শূন্য নাহি তরুবর॥
আকাশ পাতাল নাই চন্দ্র দিবাকর।
আছেন কেবল মাত্র ব্রহ্ম পরাৎপর॥
সব শূন্যময় হরি করি দরশন।
স্বেচ্ছায় সৃজিতে সৃষ্টি করেন মনন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জন্ম ব্রহ্ম হৈতে হয়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় জন্য নির্দ্ধারিত রয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইতে দেব দেবীগণ।
কত যে সৃজন হৈল সংখ্যা অগণন॥
বিধাতা ভাবেন তবে সৃষ্টির কারণ।
সাবিত্রী সতীরে বিভা করেন তখন॥
চারি বেদ জীব জন্তু শাস্ত্র ব্যাকরণ।
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী দোঁহে করেন সৃজন॥
মুনি ঋষি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বহু বিধ জন।
হীরা মুক্তা চুণী আদি নাহি নিরূপণ॥
কত যে করেন সৃষ্টি অসাধ্য বর্ণন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিগণ।
নানারূপ সৃষ্টি জন্তু পৃথ্বী সুশোভন।
সৃষ্টি তত্ত্ব জ্ঞাত জন আছে কি ভুবন॥
হিন্দু যবন খৃষ্টাদি নানা ধর্ম্ম শ্রুতে।
ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ উক্তি সকলের মতে॥
সাকার বা নিরাকার যাহা মনে লয়।
ঈশ চিন্তা সব ভাল নাহিক সংশয়॥
ফুল জল দিয়া পুজা হিন্দু মতে বিধি।
ফুল জল ভিন্ন কেহ করে নিরবধি॥
বিবিধ নিয়মে পুজা নাহি কিছু দোষ।
মনে যাহা ভাল লয় তাহাতে সন্তোষ॥
ঈশ্বর অনন্ত লীলা কে বুঝিতে পারে।
অসম্ভব কার্য্য কিন্তু ঈশ যাহা করে॥
বেদ মন্ত্র প্রভাবেতে জীবের সঞ্চার।
বেদ মন্ত্র যাগ হীনে বুঝিবে কি সার॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য করিতেছে বিধি।
তাঁর কার্য্য বুঝিবে কি অজ্ঞান পরাধি॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় অসম্ভব কার্য্য।
অসম্ভব নাহি তাঁর ইহাই আশ্চর্য্য॥

বেদের মহিমা তত্ত্ব প্রকাশ কারণ।
মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অন্য জন॥
বেদ মন্ত্রে মুনিগণ করে প্রাণ দান।
এমত বেদের তত্ত্ব বোঝে না অজ্ঞান॥
বেদ হৈতে কুশ জন্ম রাম বংশধর।
বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম ভুবন ভিতর॥
অসম্ভব কথা ইহা কলির মাহাত্ম।
অজ্ঞানী বুঝিবে কি বেদ মন্ত্র তত্ত্ব।
ঈশ্বরের কার্য্য কিছু অসম্ভব নয়।
ঈশ কার্য্য বলি তাহা বিশ্বাস যোগ্য হয়॥
সমুদ্রের সীমা স্থির নাহিক নিশ্চয়।
পৃথিবীর সীমা স্থির তথৈবচ হয়॥
যত যাও তত পাও সীমা নাহি শেষ।
কেমনে বুঝিবে তত্ত্ব হৈল অবশেষ॥
দেখিতে ধরিতে নাহি স্পর্শ বোধে পাই।
এমত কত যে আছে অন্ত কিছু নাই॥
পৃথ্বী আছে জলোপরে জল আছে কিসে।
তাহা কি বুঝিতে পারে ভুবন মানুষে॥
বেদ মন্ত্র যত কার্য্য অসম্ভব হয়।
ঈশ্বর কথিত বলি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
বেদ বিধি মতে যদি আচরণ হয়।
অবশ্য কুশার মূর্ত্তি জীব সঞ্চারয়॥
বেদ মন্ত্রে জীব সৃষ্টি নাহিক অন্যথা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম মতে আছে অসম্ভব কথা॥
বিশ্বাস ঈশ্বর কার্য্যে নাহিক সংশয়।
অসম্ভব ঈশ কার্য্য বিশ্বাস যোগ্য হয়॥
যীশু যদি ক্রুশ বিদ্ধে মৈরে প্রাণ পায়।
বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম অসম্ভব কি তায়॥

হিন্দু জাতি মধ্যে যজ্ঞ অশ্বমেধ হয়।
কাটা ঘোড়া মন্ত্র বলে বাঁচে যে নিশ্চয় ॥
কোথা হৈতে ঝড় আসে যায় চলে কোথা
বোঝে কি সামান্য জন ঈশ্বরের কথা ॥
বৃষ্টি কেন বিন্দুরূপে পড়ে হে ধরায়।
স্থির কি করিতে পারে মানব সভায় ॥
মূত্র ত্যাগ-গতি কিন্তু বেকে বেকে হয়।
তার মর্ম্ম বোঝে শক্তি ভবে কেহ নয় ॥
ভূমিকম্প জলকম্প বজ্রাঘাত কত।
অগ্নিবৃষ্টি জলস্তম্ভ অসম্ভব যত ॥
দৃষ্টিপথে পড়ে বলি সত্য বলি মানি।
নতুবা কে বলে তাহা আশ্চর্য্য কাহিনী ॥
ঈশ কৃতকার্য্য যাহা দেখা শুনা যায়।
কে তাহা অবিশ্বাস করে সামান্য কথায় ॥

বেদ সৃষ্টি।

বেদ কর্ত্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন।
স্মরণ করেন ব্রহ্মা মুনি ঋষি কন ॥
মুনি ঋষিগণ পূর্ব্ব স্মরণের বলে।
বেদের মহিমা তত্ত্ব জানে ভূমণ্ডলে ॥
যাগ হীন হয় বলি বেদ অপারক।
কলিতে আছেন বটে বহুতর ঠক ॥

সৃষ্টির নিয়ম।

মুখ বাহু উরু পদ হৈতে চারি জাতি।
জনম হইল বলি বেদে আছে খ্যাতি ॥
মুখ বাহু উরু পদে জন্মিবে সন্ততি।
কিমতে বিশ্বাস হয় বেদের ভারতী ॥
বেদ সত্য বল যদি হিন্দু জন্ম সত্য।
হিন্দু ভিন্ন বুঝিবে না বেদের মাহাত্ম্য ॥
বেদ বাক্য যুক্তি মতে নিশ্চয় করিবে।
ব্রহ্ম হৈতে সর্ব্বজাতি উৎপত্তি জানিবে ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হয় ব্রহ্মা কহে হিন্দুগণ।
চতুর্ম্মুখ তার নাম বিদিত ভুবন ॥
ছায়ার আকৃতি রূপ স্বর্গে তার ধাম।
চারিমুখ ছিল বলি চতুর্ম্মুক নাম ॥
আনন্দ মুখেতে জন্ম সনক লভিল।
নন্দন মুখেতে জন্ম শ্রোত্রিয় হইল ॥
তাম্রমুখে গ্রহ বিপ্র জন্মিল ভুবনে।
ধূম্রমুখে জন্মিল বৈদিক ব্রাহ্মণ ॥
বাহু হৈতে ক্ষত্র জন্ম উরু হৈতে বৈশ্য।
পদ হৈতে শূদ্র জন্ম ভূবনে প্রকাশ্য ॥
বেদ মন্ত্র প্রভাবেতে অসাধ্য সাধন।
বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম এই সে কারণ ॥
অসম্ভব জন্ম কথা সব সত্য বাক্য।
বেদ মিথ্যা জানে হবে সমস্ত অনৈক্য ॥

জাতিভেদ নিরূপণ।

পূর্ব্বকালে জাতিভেদ ছিল না কখন।
ব্রহ্মময় পৃথ্বী হয় এই সে কারণ ॥
যোগী ঋষিগণ ছিল যোগেতে বিব্রত।
জাতিভেদ প্রয়োজন নাহি ছিল তত ॥
জাতিভেদে মহত্ত্ব জন্মিবে নিশ্চয়।
জাতিভেদে গুরু লঘু হয় পরিচয় ॥
ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক বৃদ্ধি হইবে যখন।
জাতিভেদ প্রয়োজন হইবে তখন ॥

হিন্দু যবন খৃষ্টাদি জাতিভেদ যাবে।
প্রজাপতি এখানে অন্ত নিল গাঢ় তানে॥
জগতের সব বস্তু ব্রহ্মার সৃজন।
জাতি ভেদ হয় কিন্তু পেশায় কারণ॥
হীন চিত্ত বুদ্ধি যার হীন কার্য্য করে।
ব্যবসার নাম মতে জাতি নাম ধরে॥
যে জন যে পেশা করে তার বংশধর।
অবশ্যই হইবে সে পিতৃ অনুচর॥
জাতি ভেদ হয় কিন্তু এইত বিধানে।
হীন জন অন্ন লাভে তৃপ্তি নাহি মনে॥
হাড়ি ডোম মেথরায় দেখিবে যখন।
বিষ্ঠা পূর্ণ পাত্র মনে হইবে তখন॥
নীচ জন অন্ন ভক্ষে নীচ রীতি হবে।
আমীর অবশ্য তাহা বর্জিত হইবে॥

বৈদ্য সৃষ্টির বিবরণ।

ইন্দ্র প্রস্থে বসতি করেন যুধিষ্ঠির।
একদা আইলা মুনি মৈত্রেয় সুধীর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেন পূজা।
মুনিবর বলিলেন তুমি ধর্ম্ম রাজা॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া মিনতি।
ধন্বন্তরী জন্ম কথা কহ মহামতি॥
মৈত্র মুনি বলিলেন কথা পুরাতন।
স্কন্দ পুরাণে লিখে গালব বিবরণ॥
মহর্ষি গালব নামে তেজপুঞ্জ মুনি।
তাহার ঘটনা হয় আশ্চর্য্য কাহিনী॥
একদা গালব মুনি কাষ্ঠের কারণ।
গহন কাননে যান করিয়া ভ্রমণ॥
কাষ্ঠ অন্বেষণে মুনি হলেন কাতর।
তৃষ্ণায় আকুল মন অরণ্য ভিতর॥
বারি পূর্ণ পাত্র সহ দেখি এক কন্যা।
মুনিবর বলিলেন তুমি অতি ধন্যা॥
কিবা নাম কার কন্যা কহ পরিচয়।
কহিব মনের কথা জানিবা নিশ্চয়॥
রুচি নামে বৈশ্য রাজা ধার্ম্মিক সুধীর।
তাহার তনয়া আমি বালিকা শরীর॥
জলসহ যাব আমি পিতার ভবনে।
বৈশ্য কন্যা হই আমি জানে বিপ্রগণে॥
বীরভদ্রা নাম মোর রাখে মম পিতা।
বিধি লিপি আছে যাহা করেন বিধাতা॥
তৃষ্ণায় কাতর মুনি ক্লান্ত যে শরীর।
জলপান জন্য বড় হলেন অস্থির॥
জলদান করিলেন কলসী সহিত।
জল প্রাপ্ত মুনিবর হৈল পুলকিত॥
অর্দ্ধ জলে স্নান করা হৈল ত্বরান্বিত।
বাকি জল পানে মুনি সুস্থ কায়চিত॥
তব জল পানে হৈল মম সুস্থ মতি।
মম বরে হবে তুমি সাধু পুত্রবতী॥
কন্যা বলে মুনিবর করিলে কি কার্য্য।
বিবাহ না হয় মম কথা অনিবার্য্য॥
গালব মুনি চিন্তা করি কহিল বচন।
মুনিগণ নিকটেতে করহ গমন॥
সকল বৃত্তান্ত তব করিয়া জিজ্ঞাসা।
বেদ মন্ত্র বিধানে করিব মিমাংসা॥
মুনিগণ নিকটেতে ত্বরিত গমনে।
কহিল সকল কথা ঋষিগণ স্থানে॥

মুনি শুনিলেন ক্রন্দন কেন উচ্চারণ
কুশাতে পুত্তলী এক করিলা সৃজন ॥
বীরভদ্রার ক্রোড়ে তাহা করিয়া অর্পণ ।
প্রাণ দান দিল তাহে করিয়া যতন ॥
বেদের বিধান মতে করি আচরণ ।
বীরভদ্রার পুত্রের হৈল জীব সঞ্চারণ ॥
শিশুর হইল বর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ।
শিষ্ট শান্ত সাম্য মূর্ত্তি যেমন মহেশ ॥
বৈশ্যকন্যা ক্রোড়ে দেখি বেদজাত শিশু ।
মুনিগণ হইলেন প্রফুল্লিত আশু ॥
বেদ হইতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
পৃথিবীর প্রাণীগণ সব তার বাধ্য ॥
জননীর ক্রোড়ে সুখে পালিত হইবে ।
তজ্জন্য অম্বষ্ঠ নাম জগতে ঘোষিবে ॥
মুনিগণ বাক্যে হৈল নাম অমৃতাচার্য্য ।
ধন্বন্তরি বলি কেহ করিলেন ধার্য্য ॥
অক্ষত যোনী বীরভদ্রা পিতার ভবনে ।
লইয়া গেলেন শিশু পালন কারণে ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু হর্ষেতে তৎপর ।
পরম সুন্দর রূপ যেন শশধর ॥
মুনিগণ আজ্ঞামতে পড়ে আয়ুর্ব্বেদ ।
দেবতা সদৃশ যেন নাহি কিছু ভেদ ॥
মাতৃ স্থানে ছিল বলি হৈল বৈশ্যাচার ।
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা তার হৈল চমৎকার ॥
মুনিবরে হইলেন বৈদ্য শাস্ত্র জ্ঞানী ।
বিদ্যার প্রভাবে তিনি হইলেন মানী ॥
অম্বষ্ঠামৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি নাম ।
যাহার শরণে ব্যাধি থাকে না ব্যারাম ॥

ইতি বৈদ্যের মুনি বাক্য ।

বেদ হৈতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
তাহাকে অম্বষ্ঠ বলি জগতে প্রসিদ্ধ ॥
অম্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র কহে শঙ্খ মুনি ।
পুরাণের কথা ইহা ঋষি বাক্য শুনি ॥

ইতি শঙ্খ মুনি বাক্য ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতি সনে ।
অসবর্ণে পরিণয় শাস্ত্রের বিধানে ॥
বিবাহের রীতি ছিল কহে মুনিগণ ।
নানা শাস্ত্রে লিখে তাহা দেখি অনুক্ষণ ॥
সবর্ণেতে তিন পুত্র অসবর্ণে তিন ।
ষষ্ঠ পুত্র দ্বিজ গণ্য নহে কিছু হীন ॥
উচ্চজাতি নারী আর নিম্নজাতি নরে ।
নাহিক বিবাহ বিধি শাস্ত্র অনুসারে ॥
যদিচ কখন তাহা কার্য্যে পরিণত ।
অবশ্য পতিত তারা শাস্ত্র বিধি মত ॥
ব্রাহ্মণ বৈশ্যের কন্যা শাস্ত্র বিধি মতে ।
বিবাহে অম্বষ্ঠ জন্ম প্রকাশ জগতে ॥
অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলে কহে শঙ্খমুনি ।
বেদ জন্ম অম্বষ্ঠকে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ জানি ॥
ষষ্ঠ বিধ দ্বিজ সেবা করে শূদ্রগণ ।
শূদ্রের সম্মান বৃদ্ধি এই সে কারণ ॥
শূদ্র কন্যা বিবাহের ছিল পূর্ব্ব রীতি ।
তার পুত্র দ্বিজ নহে শাস্ত্রের ভারতী ॥
প্রণবাদি ষড়ক্ষর মন্ত্রেতে তাহার ।
অধিকারী নহে শূদ্র শাস্ত্রের বিচার ॥
কায়াতে কায়েস্থ জন্ম কেহ কেহ বলে ।
কায়েস্থেরা দ্বিজ তুল্য নাহি শাস্ত্র মূলে ॥
কায়েস্থ শূদ্রের মধ্যে না দেখি প্রভেদ ।
কেমনে করিবে তারা শাস্ত্রের বিচ্ছেদ ॥

বৈশ্য পিতা শূদ্রা মাতা এরূপ সন্তান।
করণ কায়েস্থ তারা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
শূদ্র হৈতে কায়েস্থের রাখিবার বিধি।
শাস্ত্রেতে লিখিত আছে দেখি পূর্ব্বাবধি॥

ইতি মন্বাদি ঋষি বাক্য

বৈদ্য বিস্তার বিবরণ।

বৈদ্যের আদি পুরুষ অম্বষ্ঠ ধন্বন্তরি।
তার সম ব্যক্তি নাই শাস্ত্র অধিকারী॥
স্মরণ করিলে যার ব্যাধি মুক্ত হয়।
তাহার বংশের যাহা আছে পরিচয়॥
কহিব সকল কথা শাস্ত্রের বিধানে।
যাহা আমি জানিয়াছি বেদ ও পুরাণে॥
মুনিবরে প্রাপ্ত তিনি স্বর্গ বৈদ্য কন্যা।
জগতে হইবে তারা বহু মতে মান্যা॥
স্বর্গ বৈদ্য রাজ হন অশ্বিনীকুমার।
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে ত্রিকন্যা তাহার॥
বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণে কেহ কম নয়।
তিনজনে বিদ্যা আখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়॥
সিদ্ধি বিদ্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা ভুবন বিদিতা।
দ্বিতীয়েতে সাধ্যবিদ্যা নামে প্রশংসিতা॥
তৃতীয়েতে কষ্ট বিদ্যা বহু গুণান্বিতা।
তিন কন্যা রূপে গুণে ভুবনমোহিতা॥
উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সমর্পণ জন্য।
স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই স্থান ঘুরে হন ক্ষুণ্ণ॥
মর্ত্ত্যেতে অম্বষ্ঠগণ বৈদ্য কুলমণি।
তৎসম ব্যক্তি নাই মনে ভাল জানি॥

অম্বষ্ঠ অমৃতাচার্য্য সর্ব্ব গুণান্বিত।
তার স্থানে কন্যা দান করে বিধিমত॥
সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট বিদ্যা এই তিন জন।
তিন বিদ্যা সহ সুখে থাকেন ভুবন॥
সিদ্ধি বিদ্যার সন্তান প্রধান হইবে।
সিদ্ধবৈদ্য বলি তারা সম্মান পাইবে॥
সাধ্য বিদ্যার সন্তান মধ্য ভাবে রবে।
সাধ্যবৈদ্য বলি তারা প্রতিষ্ঠিত হবে॥
কষ্ট বিদ্যার সন্তান মানি হৈতে চাবে।
কষ্টবৈদ্য বলি তারা আদর না পাবে॥
সিদ্ধি বিদ্যার তিন পুত্র সেন দাস গুপ্ত।
বিদ্যার প্রভাবে তারা হৈল বিশ্ব ব্যাপ্ত॥
সাধ্যবিদ্যার দশ পুত্র সংসার বিদিত।
দত্ত দেব ধর কর আছে পরিচিত॥
রাজ সোম নন্দি চন্দ্র কুণ্ড ও রক্ষিত।
এই দশ পুত্র হয় বিখ্যাত পণ্ডিত॥
কষ্টবিদ্যার তিন পুত্র বিখ্যাত ভুবন।
ইন্দ্রাদিত্য আর নাগ এই তিন জন॥
হইল ষোড়শ পুত্র শাস্ত্রের নির্ণয়।
বৈদ্য কুল সুতগণ জান পরিচয়॥
সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট নামে মূল ষোল জন।
তাহাদের নাম সব হইল বর্ণন॥
কুল গ্রন্থ যত আছে রাঢ় বঙ্গদেশে।
বিচার করিয়া সব দেখা যায় শেষে॥
ষোলজন অষ্টত্রিংশ গোত্র নিশ্চিত কথা।
লিখা পড়া আছে বটে কে করে অন্যথা॥
উঁহাদের প্রতিজনের নামে হবে আখ্যা।
উপাধির নাম বটে এই তার ব্যাখ্যা॥

ষোল জনের বংশধর ছিষট্টি জন হয়।
আটত্রিশ গোত্রে তারা দীক্ষিত নিশ্চয় ॥
বৈদ্যের প্রসিদ্ধ স্থান রাঢ় আর বঙ্গ।
বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কহিব প্রসঙ্গ ॥
আখ্যা বৈদ্য ষোলজন বিখ্যাত ভুবনে।
ইহা ভিন্ন বৈদ্য নাই বলে বিজ্ঞ জনে ॥
কথিত ষোড়শ বিজ্ঞের ছিষট্টি সন্তান।
তাহারাই আদি পুরুষ বঙ্গের প্রধান ॥
ছিষট্টি জনের অষ্টত্রিংশ গোত্র হয়।
বিস্তৃত বর্ণনা তার করিব নিশ্চয় ॥
পঞ্চ কোটী মহারাষ্ট্র বৈদ্য প্রতিষ্ঠিত।
শ্রীখণ্ডের নরহরি বৈদ্য কুল স্থিত ॥
তার বংশধর করে গুরুতা ব্যবসা।
রাঢ় দেশে গেলে পাবে শুনিতে প্রসংশা ॥

গোত্র ব্যাখ্যা।

গোত্র শব্দের প্রকৃতি শব্দ আদি আর বীজি।
গোত্রের নির্ণয় ভিন্ন না হয় কুলাজী ॥
বৃদ্ধগণ বলিতেছেন গোত্রার্থ গুরু।
বংশের আদি পুরুষ যাহা হৈতে সুরু ॥
প্রবর শব্দে বুঝি প্রবর্ত্তক যিনি।
গুরুর সাহায্যকারী পুরোহিত তিনি ॥
গুরু প্রবর দুই নাম জগতে আরাধ্য।
আনন্দ করিল ব্যাখ্যা যাহা আছে সাধ্য ॥

গোত্র নাম।

আদ্য শক্তি, ধন্বন্তরি আর বৈশ্বানর।
মৌদ্গল্য কৌশিক আর বশিষ্ট পরাশর ॥
শালঙ্কায়ন বাৎস্য গোত্র কৃষ্ণাত্রেয়।
আঙ্গিরস ভরদ্বাজ আর মার্কণ্ডেয় ॥
আলম্বায়ন * শাণ্ডিল্য আর জামদগ্ন্য।
আদিত্য কাশ্যপ আর গৌতম মহামান্য ॥
আত্রেয় সাবর্ণী ধ্রুব বিষ্ণু ঋষি গোত্র।
বঙ্গেতে চব্বিশ গোত্র প্রতিষ্ঠিত মাত্র ॥
আর বাকী চৌদ্দ গোত্রনাহি বঙ্গ দেশে।
মহারাষ্ট্র রাঢ় দেশে পাইবে তাদাসে ॥
বৈদ্যমধ্যে অষ্টত্রিংশ গোত্র ভিন্ন যদি হয়।
তবে তাকে গুরুত্যাগী জানিবে নিশ্চয় ॥

গুপ্ত শব্দ ব্যবহার বিধি।

বৈদ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কহে মুনিগণ।
মাতৃকুলাচার জন্য বৈদ্য গুপ্ত কন ॥
আখ্যা বৈদ্য নাম অন্তে গুপ্ত বলা হয়।
গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥

রাজা আদিশূর বিবরণ।

গণপতি পদে চাই ভক্তি অধিকার।
পুষ্পাঞ্জলি করযোড়ে করি নমস্কার ॥
পিতৃব্য মহেশচন্দ্র ঘটক বিশারদ।
কুলজ্ঞের শিরমণি সর্ব্ব সভাসদ ॥
গুরুতুল্য ভক্তি করি কহেন আনন্দ।
সর্ব্বদায় মুক্তি হয় শরণে মুকুন্দ ॥
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কুলাবলী নামে।
বৈদ্যভাব লিপি করেন বিদগ্রাম ধামে ॥

---

* আলম্যান ইতি খ্যাত।

তাহা হৈতে সার কথা বাছিয়া লইয়া ।
মম সাধ্য মতে তাহা কহি প্রকাশিয়া ॥
বিক্রমপুরে ছিলেন বিক্রম আদিত্য ।
পঞ্চভট্ট সভা ছিল জানি তার তত্ত্ব ॥
তর্কস্মৃতি কাব্য সর্ব্ব শাস্ত্রের পণ্ডিত ।
কত গুণযত্ন জ্ঞানে ছিলেন মণ্ডিত ॥
মৌৎগল্য গোত্রজ হয় রাজা আদিশূর ।
বিপুল বিক্রম বলি সম্ভ্রম প্রচুর ॥
পুত্রপ্রাপ্তি জন্য রাজা করে মনস্কাম ।
বিপ্র জন্য পাঠাইল কান্য কুব্জ ধাম ॥
বিধি মতে যজ্ঞ পূর্ণে হবে সুসন্তান ।
ব্রাহ্মণ আনেন তিনি ব্যাসের সমান ॥
পঞ্চ বিপ্র সহ আসে শূদ্র পঞ্চ জন ।
অমর মাল্য সহ গেল রাজার সদন ॥
বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধেয় শুনি আদিশূর ।
স্তব স্তুতি মনে ছিল সব হৈল দূর ॥
বিপ্রগণ রাজ মনে অবজ্ঞা জানিয়া ।
দ্বিজগণ মাল্য সহ ফিরে ক্ষুব্ধ হৈয়া ॥
রামপালে ছিল এক আদিশূর পুরী ।
পুরীর দক্ষিণে ছিল মৃত যে গজারি ॥
অমর মাল্য রাখি দিল তাহার উপর ।
ভাগ্য দোষে আদিশূর হৈল না অমর ॥
বর মাল্য প্রাপ্ত হৈল জীবিত গজারি ।
রাজা ভাবে বিপ্র পদ কেন তুচ্ছ করি ॥
মৃতবৃক্ষ বাঁচি উঠে দেখিয়া রাজন ।
রাজাভাবে বিপ্রগণ নহে সাধারণ ॥
যজ্ঞ জন্য স্তুতি করে বিপ্র পদ ধরি ।
রাজাবলে ক্ষমা কর আমি আজ্ঞাকারী ॥
বিধিমতে যজ্ঞ পূর্ণ করে দ্বিজগণ ।
রাজার সন্তান হৈল অতি সুশোভন ॥
যজ্ঞ ফল দেখি রাজা মনে পুলকিত ।
বিপ্রগণে স্থান দিল অতি মনোনীত ॥
হেনমতে পঞ্চবিপ্র রাখেন রাজন ।
দ্বিপ্রগণ সঙ্গে আসে আর পঞ্চজন ॥
রাজা বলে বিপ্রগণ কর অবধান ।
তব সঙ্গি নাম গুণ করহ বাখান ॥
ভট্টনারায়ণ কহে শুনহ রাজন ।
মম সঙ্গিগণ নাম করিব বর্ণন ॥
মম সহ আসিয়াছে মকরন্দ ঘোষ ।
দক্ষ বিপ্র সহ আসে দশরথ বোষ ॥
ছান্দর ঠাকুর আনে কালীদাস মিত্র ।
কায়েস্থ বংশে ইহারা অতীব পবিত্র ॥
সুবিজ্ঞ শ্রীহর্ষ সনে বিরাট গুহ আসে ।
গুহ নাম শুনি নাকি সভাজন হাসে ॥
মানভঙ্গে গুহ বঙ্গে করিল পয়ান ।
কায়েস্থ কুলাজী গ্রন্থে রয়েছে প্রমাণ ॥
বেদ গর্ভ সহ আসে পুরুষোত্তম দত্ত ।
দত্ত বলে আমি কিন্তু কারো নহে ভৃত্য ॥
পঞ্চজন বাক্য শুনি আদিশূর রাজা ।
দত্তজীকে বলিলেন তুমি হীন তেজা ॥
তজ্জন্য হইবে দত্ত অর্দ্ধ কুল মানি ।
আর বাকী চারি জন কুল শিরমণি ॥
তবু রাজা বিপ্র সহ দিল পঞ্চ গ্রাম ।
সকল থাকেন সুখে লয়ে রাজ নাম ॥

ইতি রাজা আদিশূর কাহিনী ।

রাজা বল্লাল সেনের বিবরণ।

বৈশ্বানর গোত্রোদ্ভব বৃষক সেন হয়।
প্রকাশ্য হেমন্ত নাম ইতিহাসে কয়॥
তনয় বীরসেন তার দিগ্বিজয় করে।
দিগ্বিজয়ে দেখে সবে সভয় অন্তরে॥
রূপ গুণরত্ন যেন ভাস্কর উদয়।
শৌর্য্য বীর্য্য দেখি তার দেবে করে ভয়॥
আদিশূর রাজকন্যা পদ্মিনী আকার।
বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ অতি চমৎকার॥
বিবাহের যোগ্যা দেখি রাজা মনে ভাবে।
মম কন্যা যোগ্য বর কোথায় মিলিবে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী রাজাকে দেখিয়া।
কন্যা দান ভক্তি ভাব কহে বিস্তারিয়া॥
আদিশূর রাজবাক্যে বিজয়বালা রাজী।
ঘটক কহিল গোত্র নামাদি কুলাজী॥
দিগ্বিজয়ী হেতু নাম হইল বিজয়।
বিজয় রাজে কন্যা দান করে সে সময়॥
বিজয় রাজের পুত্র জন্মিল বল্লাল।
কাঁশী ঝাঁঝী ঢাক ঢোল বাজে করতাল॥
অজীব জনমে হৈল শিশুকালে তার।
সিন্ধু বিজয়ে হল কীর্ত্তি সুবিস্তার॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বল্লাল হইলা।
অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধ বিদ্যা সকল শিখিলা॥
নানা দেশে যুদ্ধ করি দিগ্বিজয়ী হলা।
অসীম ক্ষমতা জন্য গৌরব লভিলা॥
দান সাগর নামে গ্রন্থ করেন রচনা।
জগতে রহিবে কীর্ত্তি মনের বাসনা॥

কৌলিন্য ব্যবস্থা রাজা করিয়া স্থাপন।
সর্ব্বদেশে হইলেন প্রতিষ্ঠা ভাজন॥
দিল্লীশ্বর হইলেন বল্লাল ভূপতি।
সর্ব্বত্র বিস্তৃত হল বিপুল সুখ্যাতি॥
সপ্তগ্রাম নবদ্বীপ আদি গৌড় দেশ।
পুণ্যস্থান কামরূপ কামেখ্যা প্রদেশ॥
মিথিলা কলিঙ্গ দেশে গৌরব বিশেষ।
সুবর্ণগ্রামে রাজধানী হৈল অবশেষ॥
শ্রীক্ষেত্র প্রয়াগ আর বারাণসি ধার।
রাজধানী ছিল বলি সর্ব্ব দেশে মান্য॥
দ্বাদশ স্থানের মধ্যে ছিল রাজধানী।
রামপাল তুল্য নহে কোন স্থান জানি॥
বিক্রমপুর মধ্যে অন্ন রামপাল স্থান।
অমর গজারি বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান॥
রামপালে রাজধানী অতীব সুন্দর।
বাড়ীর দক্ষিণে আছে অমর সরোবর॥
রাজ রাজেশ্বর ছিলেন বল্লাল নৃপতি।
রামপাল করিলেন চমৎকার অতি॥
অট্টালিকা দীর্ঘী পুরী সৃজিলেন কত।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ রাখেন অবিরত॥
এক আইল বিস্তৃত বল্লালের দীঘী।
এইরূপ জলাশয় কোথাও না দেখি॥
দীঘীর উত্তর পারে বল্লালের বাড়ী।
বাড়ীর দক্ষিণে আছে জীবিত গজারি॥
বিপ্র কুলাচারে রাজা হীনতা দেখিয়া।
বিপ্রগণে বলিলেন বিনয় করিয়া॥
আচার বিনয় বিদ্যাযুক্ত যেই কুল।
প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনে সুনীতি বহুল॥

নিষ্ঠাবৃত্তি তপ দান করিবেন যাঁরা।
নবগুণ যুক্ত বলি কুলীন তাঁহারা॥
পঞ্চবিপ্র মধ্যে হৈল ছাপ্পান্ন তনয়।
শাস্ত্র বিধিমতে তারা করে পরিণয়॥
ছাপ্পান্ন জনের ছিল ছাপ্পান্নটী গ্রাম।
সুখেতে বাস্তব্য করে লয়ে রাজনাম॥
গ্রাম নাম মতে হল ব্রাহ্মণের গাঁই।
দ্বিজজাতি ভিন্ন অন্যে গাঁই কিন্তু নাই॥
নবগুণ যুত দেখি বিপ্রগণ বলে।
আপনারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানে আর কুলে॥
অতঃপর বল্লাল সেন বিপ্র বাধ্য জন্য।
কুলীন হইল বিপ্রে সকলের মান্য॥
ব্রাহ্মণের কুল মেল বন্ধন করিয়া।
ব্রাহ্মণ রাখেন বাধ্য শ্রেষ্ঠতা ভাবিয়া॥
অন্য জাতি প্রতি দৃষ্টি হইল তখন।
ব্রাহ্মণের কৌলিন্য প্রথা করিয়া স্থাপন॥
বৈদ্য শূদ্র সর্ব্ব জাতির উঠা পড়া কুল॥
অকুলেতে কার্য্য হৈলে না হবে নির্ম্মূল।
ঘোষ বোষ গুহ মিত্র শূদ্রের প্রধান॥
দত্তজিকে করিলেন অর্দ্ধেক সম্মান।
বৈদ্য শূদ্র জাতি মধ্যে প্রধান কুলীন॥
অকুলীন কার্য্যে হবে সম্মান বিহীন।
শূদ্রজাতি মধ্যে যারা বিদ্যায় পণ্ডিত॥
কায়স্থ বলিয়া তারা হইল সংজ্ঞিত।
বল্লালের পুত্র হৈল লক্ষণ মহামতি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ যশান্বিত অতি।
মেল বন্ধন সমন্বয় কুল কার্য্য যত॥
লক্ষণ করেন সব সংসারে বিদিত।
তদবধি কুল বিধি রহিয়াছে ভাবে।
সর্ব্ব দেশে কুল আছে লুপ্ত নাহি যাবে॥

পাল রাজবংশ বিবরণ।

বৈদ্যজাতি শক্তি গোত্র পালরাজা হয়।
পালরাজ বংশধর কৃতী অতিশয়॥
পালরাজ বংশ কন্যা বিবাহের জন্য।
হেমন্ত সেনকে দেয় জানি অতি মান্য॥
পালবংশ কন্যা হয় বিজয়ের মাতা।
বল্লাল সেনের হয় বিজয় রাজা পিতা॥
পাল বংশে পাল খ্যাতি মান্য জন্য হয়।
পাল শব্দে মহত্তত্ত্ব আছে অতিশয়॥
সেই হেতু পালবংশে পাল শব্দ খ্যাতি।
অসীম ক্ষমতা পালে তাহাই সুখ্যাতি॥
শূদ্র মধ্যে পাল বলি আছে কোন জন।
শূদ্রপাল, রাজপাল, ভিন্ন ভিন্ন হন॥
শূদ্রজাতি পাল বংশে তিন গোত্র কয়।
কাশ্যপ শাণ্ডিল্য আর ভরদ্বাজ হয়।
কায়স্থ কুল নির্ণয়ে লিখেছে নিশ্চিত।
গ্রন্থ কহে পাল রাজা বৈদ্য কুলস্থিত॥
সংহিতা পুরাণ আদি শাস্ত্র অনুসারে।
জাতি সৃষ্টি আদি পুন লিখিব বিস্তারে॥

সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

অব্যক্ত অনন্ত নিত্য বিশ্ব প্রস্রবণ।
অরূপাপ রূপে ব্যাপ্ত অনন্ত ভুবন॥

কারণ পয়োধি তিনি প্রলয় সাগর।
পলকে বিশ্বের রাশি পলকে অন্তর ॥
পূর্ণ সিন্ধু প্রতি বিন্দু মধ্যে পূর্ণ কায়।
যদিও বিমুগ্ধ জীব দেখিতে না পায় ॥
কোটী কোটী বিশ্ব যাঁর বিম্ব তুল্য হয়।
ভাবিতে চিত কি তাঁরে বিমোহিত নয় ॥
জনক সৃজন করে জননী উদরে।
জননী সন্তান ধরে আত্ম দেহান্তরে ॥
নিরবধি দিব্য দেহে বহে সৃষ্টি ধার।
কল্পনা রূপিনী সেই জননী আমার ॥
এমন জননী নাম নিতে লজ্জা হয়।
নিশ্চয় অদৃষ্ট ভ্রান্ত তেমন হৃদয় ॥
লিঙ্গাদি বিভেদ শূন্য শাস্ত্র যাঁরে বলে।
নহে কি পিত্রাদি নাম কল্পনার মূলে ॥
প্রকৃতি পুরুষ তিনি চিন্ময়ী চিন্ময়।
জননী জনক তিনি ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥
পর শক্তি শিব বিষ্ণু ঋষিভেদে বলে।
অনন্ত স্বরূপ যাঁর ব্যক্ত ভূমণ্ডলে ॥
সৃষ্টি বাঞ্ছিলেন পরা প্রকৃতি যখন।
আরম্ভিলা আত্মদেহ হইতে সৃজন ॥
কিছুই না ছিল একা বিশ্ব মূলাধার।
অনন্ত শয়নে ছিলা বেদেতে প্রচার ॥
বাইবেল কোরাণ করে যেমত পোষণ।
ব্যক্তা ব্যক্ত সর্ব্ব রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥
সব নিরাকার হরি করি দরশন।
সূক্ষ্ম দেহে করিলেন শক্তির যোজন ॥
বুদ্ধি হ'তে অহঙ্কার তা হ'তে সৃজন।
পঞ্চ মহা-ভূত ক্রমে করিলা স্থাপন ॥

সপ্তলোক সৃজিলেন ক্রমে যোগেশ্বর।
সহস্র সহস্র পুর অতি মনোহর ॥
পুণ্যবান মুক্তজন যান দিব্য দেশে।
পাতকী বিষম ঘোর নরকে প্রবেশে ॥
সুনির্দিষ্ট আছে ভল গ্রন্থে নিদর্শন।
দূরদৃষ্ট দেখিয়ে না হয় দরশন ॥
অখণ্ড্য যুকতি এর আছে বহুতর।
দেখিতে চাহিলে নিত্য হইবে গোচর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাপর ব্রহ্ম হ'তে হয়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় জন্য নির্দ্ধারিত রয় ॥
পরাপর ভেদে ব্রহ্ম নানা গুণা যার।
এতিন শকতি হ'তে বহে সৃষ্টি ধার ॥
এতিন শকতি হ'তে দেব দেবীগণ।
কত যে হইল সৃষ্টি সংখ্যা অগণন ॥
মানব দানব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রক্ষ গুহ্যকাদি ভূচর খেচর ॥
জল স্থল গিরি আদি তরু লতা যত।
পশু পক্ষী কীট যোনি পতঙ্গাদি কত ॥
সৃষ্টি তত্ত্ব সীমা তাঁর জ্ঞাত কোন জন।
অসংখ্য সৃজন তাঁর নিত্য সুনূতন ॥
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি সর্ব্বজ্ঞ সুন্দর।
সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী সর্ব্ব কলেবর ॥
সাকার বা নিরাকার যাহা মনে লয়।
নিত্য ধ্যান সদা শ্রেয় নাহিক সংশয় ॥
ফুল জল ফলে পূজা সেও শ্রেয় বিধি।
ফুল জল ভিন্ন কেহ জপে নিরবধি ॥
বিবিধ নিয়মে পূজা নাহি কোন দোষ।
যে কোন বিধানে বিশ্বজননী সন্তোষ ॥

ভূত, নর, দেব, পিতৃ ব্রহ্ম যজ্ঞ আর।
অত্যজ্য সর্ব্বদা শ্রেয় এই পঞ্চাচার॥
সর্ব্ব শাস্ত্র সার ধর্ম্ম এপক্ষে আশ্রয়।
কখনো অজ্ঞানে তাহা বর্জ্জনীয় নয়॥
যেতে ব্রহ্ম-যোগ শেষ সাগরের পার।
কত শুদ্ধ পথ শাস্ত্র করিল প্রচার॥
আর্য্য ধর্ম্মী করে মুখ্য ব্রহ্ম আরাধন।
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে পথ কর অন্বেষণ॥
কল্পারম্ভে সৃষ্টি ব্রহ্মা করিলা যেমন।
যথাযথ শাস্ত্র মতে আছে বিবরণ॥
ভূতাদি বৈকৃত সৃষ্টি মানস সৃজন।
অযোনিজ বহু সৃষ্টি হ'ল সম্ভাবন।
উদ্ভিদ স্বেদজ—অযোনিজ নাম ধরে।
যোনিজ সৃজন—অণ্ড জরায়ুজ পরে॥
উদ্ভিদ স্বেদজ অণ্ড জরায়ুজ ক্রমে।
বহুবিধ সৃষ্টি হ'ল ব্রহ্ম সৃষ্টি ক্রমে॥
যোনিজের পুর্ব্বে অযোনিজ না হইত।
যোনিজ সৃষ্টির মূল কোথায় রহিত॥
এরূপে বিবিধ সৃষ্টি ব্রহ্ম শক্তি যোগে।
ক্রমাগত জগতের হল নানা ভাগে॥
সপ্তর্ষি মানস সৃষ্টি প্রজাপতিগণ।
বায়বাগ্নেয়াদি সৃষ্টি হল অগণন॥
ছায়া হৈতে বৈবস্বতে মনুর সম্ভব।
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ জন্মিলা মানব॥
দেব নর পশু পক্ষী পরস্পর যোগে।
অন্তর যোনিজ কত হল যুগে যুগে॥
সিদ্ধ মন্ত্র বলে কত হইল সন্তান।
সিদ্ধি বল যোগে কত মৃত পেল প্রাণ॥

সূর্য্যের ঔরসে আর অশ্বিনী উদরে।
অশ্বিনী কুমার দুই দিব্য জন্ম ধরে॥
সূর্য্য সোম বংশধর গ্রহ সমুদ্ভব।
পুরুষ হইয়া কন্যা চন্দ্র বংশোদ্ভব॥
বেদ হতে কুশ জন্মে রাম বংশধর।
বেদ হতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর॥
মৃত্তিকা ধূলিতে জন্ম ধরিল আদম।
যীশুর জনম হৈল বিনে যোগ ক্রম॥
রূপসী উর্ব্বশী স্বর্গ নর্ত্তকী উদরে।
পুরূরবা কুলচন্দ্র বংশ জন্ম ধরে॥
শান্তনু ঔরসে গঙ্গা উদরে সুধীর।
চন্দ্রবংশ ধুরন্ধর ভীষ্ম মহাবীর॥
পিতৃ লোক কন্যাগ্রাহী সূর্য্য বংশধর।
উর্ব্বশী তনয় হৈলা বশিষ্ঠ মুনিবর॥
এখনও পৈত্রীকুল করে সদাশ্রয়।
প্রবাদ দেবতঃ জন্মে মানবী তনয়॥
এখনও আছে মন্ত্র বল পরিচয়।
সিদ্ধ মন্ত্রে কত কার্য্য সংসাধিত হয়॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় কার্য্য অলক্ষ্য
অসম্ভব নাহি তাঁর সকলি সম্ভব॥
অনন্ত জগত চক্রে মূলাধার যিনি।
তাঁর কার্য্য সীমা বুঝে কে হেন বিজ্ঞানী
ব্রহ্ম কৃত কার্য্য যাহা দেখা শুনা যায়
অদৃষ্ট হইতে কিবা ন্যূন মহিমায়॥
ব্রহ্মা শির মুখ বক্ষ আদি পদাশয়ে।
কল্পারম্ভে বহু সৃষ্টি হল ত্রিভুবনে॥
স্থাবর উদ্ভিদ আর পশু পক্ষীগণ।
দেব পিতৃ অসুরাদি বিবিধ সৃজন॥

রজোগুণাক্রান্ত আর মানব জন্মিল।
মুখ হতে অজ বক্ষে মেষ জনমিল॥
উদর হইতে জন্মে বলীবর্দ্দগণ।
পৃষ্ঠ, পদ, রোমে হল বিবিধ সৃজন॥
ব্রহ্মা হতে সম্ভাবিত বৈকৃত সৃজন।
মুখ হতে পুন জন্মে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ॥
বাহু হতে ক্ষত্র বৈশ্য উরু পরশনে।
পদ হতে শূদ্র জন্মে বিদিত ভুবনে॥
ব্রহ্মা হতে মহারুদ্র জনম লভিল।
নবীনকুমার নীল লোহিত নাম দিল॥
একাদশ রূপ অংশে ছাইল ভুবন।
মুখ্য অষ্ট তনু রুদ্র করিলা গ্রহণ॥
নভস্থল বায়ু জল অগ্নি বিভীষণ।
সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বী আর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ॥
অষ্ট দেহে অষ্ট পত্নী নিজেই হইলা।
অষ্ট সুকুমার রুদ্র তাহে জনমিলা॥
প্রত্যক্ষ কুমার, নীল-লোহিত বর্ত্তমান।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া পূজা কর মতিমান॥
কিন্তু কিরূপ ব্রহ্মা কোথা তার বাস।
শাস্ত্রেতে আছয়ে মাত্র কিঞ্চিৎ আভাস।
মুখ বাহু উরু পদ তাহার কিরূপ।
আপনি জানেন তাঁরে আপনার রূপ॥
ব্রহ্মা মুখ উরু পদ সকলি সমান।
নহে সংকুচিত ব্রহ্ম অঙ্গে ভেদ জ্ঞান॥
হরির পরম পদ জলরাশি হয়।
যাহা হতে মন্দাকিনী হইল উদয়॥
ব্রহ্মকের ব্রহ্মপদে অঙ্গুলি অপার।
যাহা হতে শতদ্বারে বহে সৃষ্টি ধার॥

অযোনিজ বহু সৃষ্টি হইতে যখন।
ব্রহ্মা না দেখিলা হতে অনন্ত বর্দ্ধন॥
পুনরায় দিব্য সৃষ্টি করিয়া মনন।
নব প্রজাপতি রূপ করিলা ধারণ॥
স্বায়ম্ভুব মনু, তনু করিলা আশ্রয়।
জগন্মোহিনী শতরূপা পরিণয়॥
মনু হতে ব্রাহ্মণাদি যোনিজ মানব।
কাল ক্রমে পুনরায় হইল সম্ভব॥
কর্ম্ম ভেদে পুন হয় শ্রেণীর গঠন।
না হয় কল্পনা ইহা শাস্ত্রের লিখন॥
সমাচারে সমশ্রেণী যোগে পরস্পর।
নীতে ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দৃঢ়তর॥
আদিতে অরণ্যচারী যথা মুনিগণ।
গৃহী তুল্য স্ত্রীধর্ম্মের ছিল না বন্ধন॥
পতির আদেশে সুখ যাচক গমন।
ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া নাহি ছিল নিবারণ॥
এক মুনি পুত্র দেখে হেন নীতিক্রম।
অভিশাপে সংস্থাপিলা ক্রুদ্ধ অন্য নিয়ম॥
পুনরায় বৈবস্বত সপ্তম মন্বন্তরে।
ছায়া হতে বৈবস্বত মনু জন্ম ধরে॥
মনু হতে পুনরায় মানব জন্মিল।
ব্রাহ্মণাদি বহু বর্ণে বিভক্ত হইল॥
দক্ষ প্রজাপতি কন্যা কশ্যপো উদরে।
গো অমৃত ব্রাহ্মণাদি জন্মে স্থানান্তরে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি আর।
উচ্চ নীচ বহু জাতি হৈল সুবিস্তার॥
জাতির নির্দ্দেশ শাস্ত্র করিয়া বিচার।
যথা দৃষ্ট নিয় ধৃত শাস্ত্র অনুসার॥

শ্রুতি স্মৃতি সংহিতাদি পুরাণ আগম।
যথাক্রমে আর্য্য ভূমে করিল নির্গম॥
বর্ণাশ্রম বর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্রাংশ বিশেষে।
বহুশাস্ত্রে আছে লিপি সংক্ষেপ বিশেষে॥
সংহিতা সংগ্রহ কালে বিবাহের বিধি।
আদি অন্ত চারি বর্ণে ছিল নিরবধি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
পূর্ব্ব তিন আর্য্য শূদ্রে অনার্য্য আখ্যাতি॥
স্বজাতি সহিত কিম্বা পরবর্ণ সহ।
সবর্ণ অন্তর্বর্ণ দ্বিবিধ বিবাহ॥
সবর্ণজ অন্তরজ বর্ণ শঙ্করাদি।
স্থলতঃ জাতির তাজ সংহিতার বিধি॥

সবর্ণজ বা স্বজাতীয় স্ত্রীজাত সন্তান।

মূল জাতি আদি চারি শ্রুতি স্মৃতি বলে।
স্বজাতিতে সবর্ণজ শূদ্র জাতি মেলে॥
যাজনাধ্যাপনা দান বিপ্র বৃত্তি ত্রয়।
আপদ্বিধি ক্ষত্র বৈশ্য বৃত্তি ভেদে হয়॥
বহুধন ব্রাহ্মণ না করিবে সঞ্চয়।
বিষয়ে সর্ব্বদা মুক্তি পথ-ভ্রান্তি হয়॥
ক্ষত্রিয়ে শাসন বৃত্তি ঠেকে বৈশ্যাচার।
কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যে ঠেকে বিধি আর॥
অনিন্দিত শূদ্র কার্য্য বৈশ্য নিতে পারে।
পুন শ্রেষ্ঠ আত্ম বৃত্তি অব্যবস্থা অন্তরে॥
দ্বিজ সেবা শূদ্র বৃত্তি শিল্প সেবা আর।
কথিত হইল চারি জাতি ব্যবহার॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে শূদ্র বৃত্তি নাহি হয়।
ক্ষুদ্র বাণিজ্যাদি কভু শূদ্রের আশ্রয়॥
যুদ্ধ মেলে অর্থ প্রায় অহিত কারণ।
কলহাভিমান আর ইন্দ্রিয় বর্দ্ধন॥
দ্বিজ পক্ষে শূদ্রা ভার্য্যা যদিও বিহিত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে তাহা নহে সমুচিত॥
সংস্কার যোগ্য শূদ্র যদিও না হয়।
অমন্ত্রক ধর্ম্মাচারে নিষিদ্ধ সে নয়॥
ধর্ম্মকামী জন সাধু ধর্ম্মের আশ্রয়।
করিলে দোষের নহে প্রশংসেয় হয়॥
যথা মন্ত্রদানে মন্ত্র চৈতন্য না হয়।
সুবীজ বপনে মরু ক্ষেত্র তুল্য হয়॥
ক্রমে তপক্ষয় হেতু স্বধর্ম্ম বর্জ্জনে।
সর্ব্বজাতি সমাগত শূদ্র সন্নিধানে॥
তথাপিও জাতি ভেদে বহুগুণান্তর।
এখনও নীতি ভেদ রয়েছে বিস্তর॥

অন্তরজ বা পরবর্ণীয় স্ত্রীজাত সন্তান।

চারি বর্ণে পর পর বর্ণ সমুদয়।
ঊর্দ্ধ স্থলে অনুলোম অন্তরাখ্য হয়॥
ত্রিবর্ণের অন্তরাজ আর জাতি ছয়।
শূদ্রা মাতৃ ভিন্ন তিন দ্বিজ ধর্ম্মী হয়॥
মূল জাতি হতে ভিন্ন জাতি নাম ধরে।
হইল সন্মান জন্ম বৃত্তি অনুসারে॥
ব্রাহ্মণের আর্য্যান্তর বর্ণ ভার্য্যোদরে।
ক্ষত্রাধিক শ্রান্ত তেজ পুত্র জন্ম ধরে॥

ক্ষত্রিয়ার্য্যান্তরা সুত বৈশ্য শ্রেষ্ঠ তর।
বৃত্তি অনুযায়ী ক্রমে হৈল স্থান ধর॥
বৈশ্যান্তরা সুত—শূদ্র উর্দ্ধে পরিচয়।
এইরূপে উপজিল জাতি কতিপয়॥
ব্রাহ্মণ উষিতা ক্ষত্র দুহিতা সম্ভব।
মূর্দ্ধাভিষিক্তের জাতি হইল সম্ভব॥
হস্তী অশ্ব সারথ্যাদি শিক্ষা বৃত্তি তার।
জন্ম বৃত্তি অনুসারে সম্মানাধিকার॥
বিপ্র পরিণিতা বৈশ্য কন্যার উদরে।
অম্বষ্ঠ নামীয় জাতি ব্রহ্ম তেজ ধরে॥
বেদ শিক্ষা হতে গেলা বেদের সীমায়।
সর্ব্বলোক পূজ্য আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়॥
ক্ষত্রিয় ঔরষে বৈশ্য কন্যা সমুদ্ভব।
মাহিষ্য নামেতে জাতি হইল সম্ভব॥
পারশব উগ্র আর করণাদি ত্রয়।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রা হতে হয়॥
করণ কায়েস্থ নামে খ্যাত জাতি ধরা।
ভারতের নানা স্থানে আছে বহুতর॥
কোথাও বা স্বজাতির সঙ্গে পরিণয়।
কোথাও সংশ্রব শূদ্র সঙ্গে সদা হয়॥
অনুলোম অন্তরজ এই জাতি-কয়।
উর্দ্ধ বর্ণ পিতা মাতা নিম্ন জাতি হয়॥
দ্বিজ বীর্য্যাচার আর্য্য যোনি নিবন্ধন।
দ্বিজ ধর্ম্মী উহাদের এই কয়জন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মূল জাতি ত্রয়।
মূর্দ্ধাম্বষ্ঠ মাহিষ্যাদি দ্বিজ জাতি ছয়॥
সর্ব্ব সংস্কার যোগ্য আর্য্য আর্য্যা জাত।
আর্য্য হইতে অনার্য্যেও আর্য্য গুণযুত॥

বৈশ্যজ করণ বৈশ্য তুল্য বলি হয়।
সংস্কার যোগ্য শূদ্রা সুতবলি নয়॥
শূদ্রাদি সংশ্রব শূন্য যথায় করণ।
অংশতঃ আর্য্যের করে সদাচার করণ॥
কায়া হৈতে অন্য শ্রেণী কায়স্থ সম্ভব।
শূদ্র হৈতে অন্য শ্রেণী হল সমুদ্ভব॥
অন্তরজ মিশ্র কূল ইহারাও হয়।
সংস্পৃষ্ট জাতির সঙ্গে সদা পরিচয়॥
বঙ্গেতে সৎশূদ্র কহে সম্বন্ধ নির্ণয়।
বিবাহ সীমায় আদি মেল পরিচয়॥

বর্ণ সঙ্কর।

প্রতিলোম বাহ্যতর অন্ত্যজ অপর।
উচ্চ নীচ ভেদে হয় বর্ণের সঙ্কর॥

প্রতিলোম বর্ণ।

উর্দ্ধ বর্ণ নারী আর নিম্ন বর্ণ নরে।
না ছিল বিবাহ বিধি শাস্ত্র অনুসারে॥
গ্রহণে এরূপ নারী যতেক সন্তান।
প্রতিলোম সঙ্করজ তাদের আখ্যান॥
অবিধি হলেও কভু বিবাহ হইত।
অবেদ্য বেদন তার সংহিতা বর্ণিত॥
পরে হল আত্মমেলে বিবাহ বন্ধন।
বিবাহ সীমায় মেল নীতি প্রদর্শন॥

বাহ্যতর বর্ণ।

সবর্ণানুলোম বর্ণ প্রতি লোম যোগে।
পরস্পর বাড়ে জাতি প্রতি যুগে যুগে॥
সঙ্করজ বাহ্যতর তাহে বহু জাতি।
অতি নীচ কেহ লভে অন্ত্যজ আখ্যাতি॥
ত্রিবর্ণের কর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্রাত্য জাতি-কয়।
বর্ণ সঙ্করত্ব পায় শাস্ত্রোল্লেখ রয়॥
ঝল্ল মল্ল করণাদি দরদ যবন।
কিরাত পারদ নট আদি জাতিগণ॥
সুপতিত জাতি ভ্রষ্ট ব্রাত্য ক্ষত্রি হতে।
সঙ্কর বহিস্থ জাতি লিখে মনুমতে॥
কিন্তু সমাজান্তর্গত দ্বিতীয় কারণ।
বৈশ্য শূদ্রা জাত লিখে অন্য মুনিগণ॥
প্রতি লোম বাহ্যতর যত জাতিগণ।
কোথা কারো ২ হয় জল আচরণ॥

প্রতি লোম ব্যবহার।

প্রতিলোম সূত মাগধাদি জাতিত্রয়।
জল চল ছিল বলি অনুমান হয়॥

বাহ্যতর ব্যবহার।

নবশাখ সঙ্করজ লিখে রত্নাকর।
সম্বন্ধ নির্ণয় জানে শূদ্র সঙ্কর॥
আভীর কৈবর্ত্ত আদি বহু উল্লিখিত।
কারো আছে জল চল কেহবা বর্জ্জিত॥
তিলি মালী তাম্বুলী গোপ নাপিত পুটুলী
বারুই কামার কুম্ভী নবশাখা বলী॥
গন্ধ শঙ্খ বণিকাদি তাঁতী কুরী আর।
পোটলা বৃত্তিক বলি পুটুলী প্রচার॥
কেশ বেশ বৃত্তি মনু মৈরিন্ধ্রকে বলে।
হইবে নাপিত, কুরী খ্যাত ময়রা বৈলে॥
গন্ধ বণিকাদি তথা সদ্গোপ অপর।
বৈশ্য বলে, ভিন্নরূপ লিখে রত্নাকর॥
এই সব জাতি নাম মনু নাহি বলে।
জ্ঞান রত্নাকর লিখে অন্য শাস্ত্র মূলে॥
সাহা শুঁড়ি সুবর্ণাদি পাটুনী কাহার।
রত্নাকরে কারো ২ আছয়ে প্রচার॥
চারু সদাশয় বংশ বণিকাদি হয়।
অমূলক বাক্যে কেহ দেয় পরিচয়॥
দোষ জন্য কারো জল হইল বর্জ্জিত।
আছে এই কিম্বদন্তী জাতি প্রকাশিত॥

অন্ত্যজ বর্ণ।

সর্ব্ব লোকাধম জাতি নষ্ট বৃত্তিচারী।
প্রতিলোম চণ্ডাল সে অন্ত্যজাখ্যাধারী॥
শ্বপাক সোপাক আর ধিগ্বণ কারাবার।
অন্ধ্র মেদ পুক্কসাদি তদ্বৎ প্রচার॥
জীব হিংসা অনেকের জীবিকা উপায়।
চর্ম্মকার্য্য ধিগ্বণাদি দ্বয়ের ব্যবসায়॥
অন্তরজ পারশব উগ্রজাতি আর।
অনুলোম হইলেও বধ ব্যবসায়॥

যোনি শঙ্কর।

বর্ণের শঙ্কর যথা যোনির শঙ্কর।
আছে বহুতর জাতি নিত্য প্রথা ধর

কেহবা বর্জ্জিত কারো পানীয় বিহিত।
দেশ প্রথা অনুযায়ী নীতি প্রচলিত॥
দ্বিজপদ রক্তোগুণে লব্ধ পরিত্রাণ।
অর্থ বলে ক্রমে জাতি কুল মধ্যে স্থান॥
আত্মসঙ্গোপনে ক্রমে জাতি মান বাড়ে।
ক্রমশঃ প্রবেশে মান্য মেল অভ্যন্তরে।

মেল পরিচয়।

আর্য্য কি অনার্য্য মেল অজ্ঞাত যথায়
ব্যবহার দৃষ্টে স্থির করিবে তথায়॥
নিষ্ক্রিয়তা নিষ্ঠুরতা ক্রুর ভাষা আর।
পরিচিত সদা হীন মেল ব্যবহার॥
গৃহ, বেশ, খাদ্য বৃত্তি স্ত্রীভাষা আচার।
গোত্রাদি বিবাহ সীমা মেলের বিচার॥

মেলোন্নতি।

দ্বিজ ধর্ম্মী শূদ্র ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ।
তপোবীজে পুন হয় শ্রেষ্ঠত্ব গমন॥
শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পায় শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্র বৈশ্যে তথা হয় উত্থান পতন॥
নীচ যদি সিদ্ধি লভে ঈশ্বর কৃপায়।
সমস্ত জগত আসি প্রণমে সে পায়॥
দেব-সিদ্ধ-দিব্য-জন্মা নীচ ক্ষেত্রে যদি।
তথাপিও সর্ব্ব লোক পূজ্য নিরবধি॥
কিন্তু বিনা সিদ্ধি লাভ জাতি উল্লঙ্ঘন।
না হয় না হয় কভু শাস্ত্র নিদর্শন॥
সদা সুরক্ষিত জাতি সীমার বন্ধন।
কখনো না ভেদ করে পণ্ডিত সুজন॥
অখণ্ড্য যুকতি এর আছে বহুতর।
সুপ্রকাশ্য স্থানান্তরে হেতু সুবিস্তর॥
সিদ্ধি পথে সদা ব্রতী হও জাতিগণ।
ব্রাহ্মণ পূজিত স্থানে করিবে গমন॥
নহে জাতি উল্লঙ্ঘন শুধু বিদ্যা বলে।
অতি নীচ সুবিদ্বান আছে বহু স্থলে॥
পরস্পর ঈর্ষ্যা দ্বেষ করি পরিহার।
সত্যপথ অনুসরি হও আগুসার॥
মানুষ সকল শ্রেণী সমান কি হয়।
পূজ্য মেল ত্যাজ্য মেল অন্তর কি নয়।
পূজ্য মেলে যদি হয় নীতি বিপর্য্যয়।
অবিলম্বে তীব্রদৃষ্টি সমুচিত হয়॥
শাসন অভাব সদা সর্ব্বনাশ করে।
বিষাক্ত একটী মেষ—মেষযূথ হরে॥
রাজ্য লাভ মান লাভ অর্থ বলে হয়।
সহজে না হয় কভু মেল বিপর্য্যয়॥
মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান জাতি ভেদহীন।
তথাপিও নহে শ্রেণী বন্ধন বিহীন॥
বৈশ্য রাজ সুত রাজ গোপ রাজআর।
মৌর্য্য অন্ধ রাজবংশ পুরাণে প্রচার।
অম্বষ্ঠা নামে নগরী লিখিত পুরাণে।
অম্বষ্ঠ নৃপতি বসে বঙ্গ সিংহাসনে॥
ক্ষত্র ভিন্ন নানা দিকে বহু রাজগণ।
অর্থ বলে সর্ব্ব কালে হয়েছে সৃজন॥
অর্থোন্নতি কখনও নিবারিত নয়।
ভারতে না হল কিন্তু জাতি বিপর্য্যয়॥

জাতির উৎকর্ষ শুধু সম্মানিত মেলে।
তারতে লভিত্ত সদা নহে রাজ বলে ॥
গুণ ধর্ম্মাচার যুত মেল মহিমায়।
রাজাও পুজয়ে সদা ব্রাহ্মণের পায় ॥

অম্বষ্ঠ ধন্বন্তরি।

অম্বষ্ঠ প্রধানামৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি।
ত্রিভুবন খ্যাত বহু শাস্ত্র অধিকারী ॥
বিষ্ণু অংশে বেদমন্ত্রে বৈশ্যা ক্রোড়ে হয়।
স্মরণে যাহার নাম সর্ব্ব রোগ ক্ষয়।
ত্রিভুবন খ্যাত পূণ্য শ্লোক ধন্বন্তরি।
যার বরে বৈদ্যকুল চির তেজধারী ॥
বেদ কর্ত্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন।
ব্রহ্ম বাক্য মুনিগণ করেন শ্রবণ ॥
মুনি ঋষিগণ পূর্ব্ব স্মরণের বলে।
বেদের মহিমা-তত্ত্ব জানে ভূমণ্ডলে ॥
বেদের মহিমা তত্ত্ব প্রকাশ কারণ।
মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অন্যজন ॥
সিদ্ধ বেদ মন্ত্রে হয় অসাধ্য সাধন।
ব্রহ্মপুত্র অম্বষ্ঠের জন্ম যে কারণ ॥
বেদজ্ঞ অমৃতাচার্য্য বৈদ্য রাজ নাম।
বিষ্ণু অংশে অবতার হলা ধরাধাম ॥
যেইরূপ আছে অবতার বিবরণ।
যথাদৃষ্ট লিখিলাম বৃত্ত পুরাতন ॥
অহল্যা ছলনে ইন্দ্র ভগাঙ্গ যখন।
ধন্বন্তরি সন্নিকটে করিলা গমন ॥
ব্রহ্ম কোপজাত রোগ শান্তি যোগ্য নয়।
বলিলেন ধন্বন্তরি ক্ষম মহাশয় ॥
শুনি ইন্দ্র অভিশাপে উন্মত্ত হইলা।
দেখি ধন্বন্তরি বিষ্ণু দেহে প্রবেশিলা ॥
সাগর মন্থনে জন্মে বিষ্ণু ধন্বন্তরি।
পুন অন্তর্ধান হলা স্বদেহ সম্বরি ॥
রোগ সম্পীড়িত পুন হল ত্রিভুবন।
ব্যাকুলিত মন হল যোগী ঋষিগণ ॥
উপস্থিত হলা সবে বিষ্ণু সন্নিধানে।
স্তব স্তুতি আরম্ভিলা বহুবিধ ধ্যানে ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বলে মুনিগণে।
বৈশ্যা ক্রোড়ে পুনরায় যাইব ভুবনে ॥
নিরূপিত ক্রমে কালে হইল ঘটন।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে বিষ্ণু অংশাবতরণ ॥
সর্ব্ব রোগ শূন্য পুন ত্রিভুবন হল।
রোগাক্রান্ত সর্ব্বলোক আরাম লভিল ॥
সিদ্ধ মুনি এক পথ শ্রান্তির কারণে।
পিপাসায় জল চায় বীরভদ্রা স্থানে ॥
পিপাসিতে বৈশ্য কন্যা করে জল দান।
মুনি বলে প্রাপ্ত হও দিব্য সুসন্তান ॥
কন্যা কহে না হইল মম পরিণয়।
কথা শুনি মুনিবর চিন্তিত হৃদয় ॥
পরে কন্যা লয়ে যান মুনিগণ স্থানে।
কুশ পুত্র নির্ম্মাইলা বেদ উচ্চারণে ॥
বেদ মন্ত্রে করিলেন জীব সঞ্চারণ।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে পুত্র করিলা স্থাপন ॥
অমৃত আচার্য্য নাম রাখে মুনিগণ।
ধন্বন্তরি অন্য নাম কৈলা নির্ব্বাচন ॥
অঙ্কতাসে বীরভদ্রা পিতার ভবনে।
লইয়া গেলেন শিশু পালন কারণে ॥

দিনে দিনে বাড়ে শিশু ধর্ম্মেতে তৎপর।
পরম সুন্দর রূপ যেন শশধর॥
মুনিগণ আজ্ঞা মতে লভে আয়ুর্ব্বেদ।
দেবতা সদৃশ যেন নাহি কিছু ভেদ॥
মাতৃ স্থানে ছিল বলি হল বৈশ্যাচার।
সর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষা হল চমৎকার॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানী হলা মুনিবর।
দিগন্ত পূজিত নাম ভুবন ভিতর॥
অম্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র বলে শঙ্খ মুনি।
লিখিত শাস্ত্রের কথা ঋষি বাক্য শুনি॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হইল যখন।
গৃহস্থ আশ্রম মুনি করিলা গ্রহণ॥
সিদ্ধ বিদ্যা নামে কন্যা স্বর্গ বৈদ্যাধরে।
বহু সমাদরে কন্যা দিলা হেন বরে॥
অম্বষ্ঠ কুলের বহু শিষ্যাদি আইলা।
সিদ্ধ মুনি পরশনে দিব্য জ্ঞানী হৈলা॥
গুণ ধর্ম্মাচার বহু করি সমর্দ্ধন।
করিলেন মুনি জাতি উৎকর্ষ সাধন॥

বৈদ্য মাহাত্ম্য।

সপ্তর্ষি পূজিত নাম যথা ত্রিভুবনে।
সপ্ত বৈদ্য নাম তথা পূজে সর্ব্বজনে॥
বিষ্ণু ধন্বন্তরি দুই অশ্বিনীকুমার।
দিবো দাস কাশীরাজ পাণ্ডব দুই আর॥
এই সপ্ত জন আরো ঋষি নয় জন।
ক্রমশঃ ষোড়শ সূর্য্য-দেব শিষ্য হন॥
ষোড়শে ষোড়শ গ্রন্থ ক্রমে বিরচিলা।
আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বে সর্ব্ব পৃথ্বী বিস্তারিলা॥

আদি আয়ুর্ব্বেদ কহে বিধি পঞ্চানন।
ক্রমে বৈদ্য জাতি তাহা করিলা ধারণ॥
নিখিলায়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব জাতি বৈদ্য ধরে।
হিমাদ্রি যথায় বহু রত্নের আকরে॥
আদি ব্যাধি নিবারক যেই মহাজন।
বিষ্ণু অংশে সমাগত হইলা ভুবন॥
অম্বষ্ঠ হইলা ধন্য বিষ্ণু আগমনে।
বৈদ্য ব্রাহ্মণ তুল্য বিদিত ভুবনে॥
বহু জাতি ভেদ যুক্ত ভারত ভুবন।
পক্ক মাংস সদা যার ভক্ষিলা ব্রাহ্মণ।
এখনো প্রাচীন বহু ভাবি পরকালে।
বৈদ্যের ঔষধি সেবে মৃত্যুহেনকালে॥
ধার্ম্মিক সুবৈদ্য নাহি ধর্ম্ম করে ক্ষয়।
মাংস দানে বৈষ্ণবেরে সদা ভীত হয়॥
শাস্ত্রত্যাগে নাকরায় অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ইহ পরকাল বৈদ্য উভয় রক্ষণ॥
সর্ব্ব প্রাণী হিতকর বৈদ্য বংশ হয়।
ঋণে যার সর্ব্ব লোক চির ঋণী রয়॥
বৈদ্য রাজ কুল দিল ব্রাহ্মণ কায়েথে।
ন্যায়তঃবৈদ্যের ঋণ কে পারে শোধিতে
বহুগুণী বিভূষিত ছিল বৈদ্য কুল।
বিপ্র কুলে ছিল যার সম্মান বিপুল॥

বৈদ্য বিস্তার।

কৃত বিদ্য বৈদ্য কুল যুত বেদাচার।
আর্য্যভূমে ক্রমে বহু হইলা বিস্তার॥
পরে বঙ্গে নিজ রাজ কুলের উত্থান।
দেখি বহু তর বঙ্গে করিলা পয়ান॥

বিদর্ভ উৎকল আর মগধাদি দেশে।
নানাস্থানে বৈদ্যকুল আছে সবিশেষে॥
অম্বষ্ঠ নামেতে দেশ নর্ম্মদার কূলে।
লিখিত রয়েছে পুরাণাদি নানা স্থলে॥
মহারাষ্ট্রে বৈদ্য কুল কোন ২ স্থানে।
উল্লিখিত কুল গ্রন্থে, আছে যথামানে॥
কুরুক্ষেত্র আদি স্থানে অম্বষ্ঠের বাস।
যথোচিতমান সহ আছে সুপ্রকাশ॥
মিথিলা বারেন্দ্র আর রাঢ় বঙ্গ দেশে।
বহু বৈদ্য কুল আছে বর্দ্ধিত সুযশে॥
বঙ্গে সর্ব্ব কুলখনি রাঢ় পুজ্যতম।
যথা হৈতে সর্ব্বকুল রত্নের নির্গম॥
শ্রীখণ্ড নামেতে স্থান রাঢ় অভ্যন্তরে।
কুল পদ্মবন যথা দিব্য সরোবরে॥
পূর্ব্ব বঙ্গে মুখ্য স্থান যশোহর নাম।
ভূভারতে ব্যাপ্ত যশ শ্রীবিক্রমধাম॥
সর্ব্ব কুল সিদ্ধি ভূমি বিক্রমনগর।
বহু বিজ্ঞ কুলাকীর্ণ পদ্ম সরোবর॥
সর্ব্বদিকে বঙ্গদেশে বৈদ্যের বিস্তার।
গুরু লঘু ভেদ জ্ঞান দেখে ক্রিয়াচার॥
বঙ্গে বৈদ্য আদি কুল বিদিত ষোড়শ।
যথাক্রমে কর্ম্মগত লভে কুল যশ॥
সেন দাস গুপ্ত তিন সিদ্ধ বংশ হয়।
দশ—কুল দত্ত আদি সাধ্যে পরিচয়॥
দত্ত দেব ধর কর রাজ সোম ছয়।
নন্দি চন্দ্র কুণ্ড আর রক্ষিত চারি হয়॥
ক্রিয়া দোষে কষ্টত্ব পাইলা বহুতর।
লুপ্তকুল নাগ ইন্দ্র আদিত্য অপর॥
দত্ত দেব কর পূর্ব্বে ছিল উর্দ্ধতর।
ক্রিয়া দোষে কুলক্ষয় প্রাপ্ত পরস্পর॥
হইল ষোড়শ কুল শাস্ত্রের নির্ণয়।
বৈদ্য কুল সুতগণ জান পরিচয়॥
বঙ্গে পূর্ব্বে আসিলেন ক্ষত্র রাজগণ।
নানাদিক হৈতে ক্রমে আসিলা ব্রাহ্মণ॥
বৌদ্ধরাজকুল-কালে বৈদ্যের আবাস।
শ্রীবিক্রমে ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থে পরকাশ॥
পরেও ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ আইলা।
জন্ম বৃত্তি অনুসারে সম্মান লভিলা॥
ক্রমে বৈদ্য বিস্তারের পূর্ব্ব বিবরণ।
বহু স্থানান্তর ক্রমে করিব বর্ণন॥

কুলস্মৃতি।

স্বকুলের নাম জ্ঞানে, কুল ইতিহাস।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থান, ভাব, থাকে সুপ্রকাশ॥
নানা স্থানবাসী লোক-যোগ পরিচয়।
কালে হিতোপায় আর রক্ষা হেতু হয়॥
গেলে স্থানান্তরে মান খর্ব্ব নাহি হয়।
বংশ নামে অজ্ঞ লোক অজ্ঞাত-অন্বয়॥
পিতৃ মাতৃবংশ নাম জ্ঞাত নাহি যার।
পিতৃ কার্য্যে পিতৃ ঋণ না হয় উদ্ধার॥
গোত্র প্রবরাদি বংশ ধারা প্রকরণ।
গুরু পুরোহিত বেদ শাখা বিবরণ॥
কোন কোন স্থানক্রমে স্থান বর্ত্তমান।
বালক-বালিকাগণে দিবে শিক্ষা দান॥
অকস্মাৎ প্রাচীনের হলেও অভাব।
না হইবে আত্মকুল পরিচয়াভাব।

ডাকৈর ব্যাখ্যা।

সরল প্রকৃত তত্ত্ব যাতে জানা যায়।
ডাকৈর তাহাকে বলে ঘটক কথায়॥
শিশুর থাকিবে মনে শীঘ্র যাবে শিখা।
বাংলাবাংলা কথা তাই ডাকৈরেতেলিখা।
ডাকৈরেতে লিখা আছে বৈদ্য দোষগুণ
শিশু বৃদ্ধ শুনে তাই হেসে হয় খুন॥
বৈদ কুল মধ্যে যত রহস্যের কথা।
ডাকৈরে রয়েছে লিখা শ্রেণীবন্ধগাথা॥
ছন্দাছন্দ বিবেচনা ডাকৈরেতে নাহি।
কিরূপে হইবে মিল ডাকৈরের বহি॥
সিদ্ধ বৈদ্য দোষগুণ ডাকৈরে প্রকাশ।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্যনাম শ্রুতে মান নাশ॥
এইরূপ কুলভাব ছিল পূর্ব্বাপর।
আনন্দঘটক করে সমস্ত আদর॥
আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
বল্লাল দৌহিত্র তার বিজয় রাজসুত॥
বৈদ্যজাতি মধ্যে তারা রাজচক্রবর্ত্তী।
ভুবনে রেখেছে কত নানাবিধ কীর্ত্তি॥
কুলদাতা মহারাজা বল্লাল সেন হয়।
কুলশাস্ত্রে লিখে তার বৈদ্য পরিচয়॥
কুলকর্ত্তা স্থির করা কর্ত্তব্য প্রথম।
তবে সে বিদিত হবে সর্ব্বত্র নিয়ম॥
শিশুকাল হতে জানি বল্লালসেন বৈদ্য
কৃতবিদ্য শূদ্রগণ তাতে নহে বাধ্য॥
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে কুল পঞ্জি যত।
নানাবিধ গ্রন্থ আছে বিজ্ঞ জন কৃত॥

চির শ্রুত শ্রীবল্লাল বৈদ্য কুলোদ্ভব।
নব্য ভব্য সভ্য করে কাব্য অসম্ভব॥
বৈদ্যজ বল্লাল সব গ্রন্থে দেখা যায়।
অলীক কতই লিখে নব্য সম্প্রদায়॥
শূদ্র মধ্যে কেহ করে ক্ষত্রিয় প্রকাশ।
দিনে দিনে হবে কত নব্য ইতিহাস॥
চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা পরমানন্দ রায়।
শূদ্রের কুলজি গ্রন্থে লিখা পড়া যায়॥
"বল্লাল সেন নৃপতি হইল পশ্চাত।
অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্র জাত॥"
অম্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র কহে শঙ্খ মুনি।
পুরাণের কথা ইহা ঋষি বাক্য শুনি॥
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ঢাকুরে বর্ণনা।
কায়েস্থ অম্বষ্ঠ এক করেছে রচনা॥
বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে তাহা কিন্তু নয়।
বল্লাল রাজাকে লিখে কায়েস্থ নিশ্চয়॥
আদিশূর বল্লাল রাজা এক বংশধর।
বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে নূতন খবর॥
কায়স্থ কুল নির্ণয় গ্রন্থেতে লিখিত।
আদিশূর মহারাজা ক্ষত্রিয় নিশ্চিত॥
অম্বষ্ঠ কুলের মান্য আয়ুর্ব্বেদে পাবে।
কায়স্থ অম্বষ্ঠ সম বলিলে কি হবে॥
অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ মধ্যে শাস্ত্রেতে মিমাংসা।
কায়স্থের মনে তাতে হয়েছে জিঘাংসা॥
অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ মধ্যে শাস্ত্র মীমাংসিত।
অশাস্ত্র প্রলাপ তায় নহে সমুচিত॥
কায়স্থ বংশের জন্ম ত্রিবিধ রূপেতে।
বঙ্গের কায়স্থরাজী কোন বিধিমতে॥

তবে সে হইবে স্থির খণ্ডন কলহ।
নতুবা থাকিবে কিন্তু মনের সন্দেহ॥
শ্রেষ্ঠ লঘু বিবেচনা দেশের উন্নতি।
তাহার অভাবে হবে সমাজের ক্ষতি॥
এক পক্ষে বিচারেতে অবিচার হয়।
দুই পক্ষ তর্ক স্থিরে মিমাংসা নিশ্চয়॥
উভয় পক্ষের তুষ্টি যাহার বিচারে।
সর্ব্বত্র ঘোষিবে যশঃ তাহার সংসারে॥
পক্ষাশ্রিত দোষী যদি বিচারক হয়।
তার তুল্য লঘু চিত্ত আর কেহ নয়॥
যদি কিছু পাপ থাকে অবিচারে হয়।
বিচার বিভ্রাটে মহা পাপের উদয়॥
অবিচারী বিচারক বুদ্ধি নাহি স্থির।
বিচারান্তে মনে হয় এ পাপ শরীর॥
দোষ হীন বিচারেতে পুণ্যের সঞ্চয়।
মৃত্যুকালে হবে তার ধর্ম্মের আশ্রয়॥

বৈদ্যের ভাব।

বিদ্যা লক্ষ্মী বিনয়যুক্ত সুচরিত্র জন।
কুল যশ ভিন্ন তিনি প্রশংসীয় নন॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল গ্রন্থ দর্শন করিয়া।
সিদ্ধ বৈদ্যমাত্রতাতে দেখিতে পাইয়া॥
সিদ্ধ ভিন্ন বৈদ্য নাহি পাই কণ্ঠাহারে।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে॥
সর্ব্ববৈদ্য নাম গ্রন্থ লিখিতে মনন।
বৈদ্যগণ নিকটেতে মম আকিঞ্চন॥
নামপ্রাপ্তি জন্য করি বিজ্ঞাপনজারী।
কত অর্থব্যয় গেল কহিতে না পারি॥
কত গ্রাম জিলা হতে কত নাম আসে।
নামেরতালিকা দেখি মন কাপে ত্রাসে॥
আদিঅন্ত মিল নাহি দেয় কত জনে।
তাহা দেখি চিন্তান্বিত আছি রাত্রদিনে
বৃথা চিন্তা করি কিন্তু নাহি কিছু ফল।
ক্রমাশ্রয়ে সুনির্ণয়ে প্রকাশ্য সকল॥
বিজ্ঞাপন চিঠি প্রাপ্তে যত বৈদ্যগণ।
বংশাবলী তুচ্ছ করি দিতে নাহি মন॥
কত জনের বংশ নাম নাহি বুঝি ঠিক।
তাহারাই চিন্তা করি যায় চতুর্দ্দিক॥
কিমতে পাইবে ঠিক বংশ নামাবলী।
চিন্তিত, ঘটক তিন না পাবে বেজালী॥
আলস্য ও অবহেলা আছে যার ঘরে।
তাহার সংসার কিন্তু অলক্ষ্মীতে ধরে॥
ধন মান কুল লক্ষ্মী চাহ যদি ভবে।
আলস্য ও অবহেলা ত্যজিতে যে হবে॥
বৈদ্যগণ নিকটেতে এই নিবেদন।
আলস্য ত্যজিয়া কর নাম অন্বেষণ॥
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে কুল তিন রূপ।
তিন রূপ কুল কহে বল্লাল সেন ভূপ॥
স্থান ভ্রষ্টে কুলক্ষয় জানিবে নিশ্চয়।
সাধ্য কষ্ট সম্বন্ধেতে ততোধিক হয়॥
সাক্ষাৎ সাধ্য সম্বন্ধে কুল দোষ রয়।
পরম্পর সাধ্য কার্য্যে তথৈবচ কয়?
শ্রীহট্টাদি দেশীবাসী অরি তুল্য জানি।
সহিত সম্বন্ধ করা পরম্পর শুনি॥
শ্বিত্র রোগ জন্য যথা দোষিত শরীর।
সম্বন্ধ দোষতঃ তথা কুল নহে স্থির॥

শক্তিবলে মহৎ কুলে দোষ নাশ হয়।
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা গণনীয় নয়॥
পুত্র ত্যাগ করা ভাল কুল রক্ষা জন্য।
প্রাণত্যাগকরা ভাল থাকে কুল মান্য॥
অকুলেতে কার্য্য করা ভাল নহে কাজ।
পরিচয় দিতে গেলে পাইবে যে লাজ॥
অন্ত্যজ ব্যক্তিও কিন্তু কুল মান চায়।
মান চাহে নিজ মেলে সদা সুক্রিয়ায়॥
কুল বেচি ধন লয় মূঢ় মতি জন।
ধনের গৌরব স্থির নহে কদাচন॥
ধন বল ক্ষণস্থায়ী কুল চিরন্তন।
কল্পাবধি স্থায়ী কুল শুন বৈদ্যগণ॥
বল্লালসেনের দোষ কে বলিতে পারে।
সাধ্যকষ্ট অরি ভাব ভাগ্য অনুসারে॥

সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদ কথন।

শক্তি, কশ্যপ মৌৎগল্য ধন্বন্তরিগোত্র।
সিদ্ধ বৈদ্য গোত্র বলি অতীব পবিত্র॥
এই চারি গোত্রোৎভব যাহারা হইবে
কুল গুণান্বিত হৈলে কুলীন জানিবে॥
সেন দাস গুপ্ত বৈদ্য সিদ্ধবৈদ্য হয়।
তন্মধ্যেই কুল-শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥
তাহা ভিন্ন বৈদ্যগণ সাধ্য সংজ্ঞা হয়।
সাধ্য ভিন্ন বৈদ্যগণ কষ্ট সংজ্ঞা কয়॥
সিদ্ধসাধ্য কষ্ট ভিন্ন বৈদ্য আছে যারা।
সমাজে বর্জ্জিত বলি অরি বৈদ্য তারা॥
শক্তি, ধন্বন্তরী গোত্রে সেন বৈদ্যগণ।
মৌৎগল্য গোত্রজ বৈদ্যদাস মহজ্জন॥

কাশ্যপগোত্রজ গুপ্ত সিদ্ধ নিরূপণ।
সিদ্ধবৈদ্য গোত্র চারি নিশ্চিত কথন॥
আলম্বান, ভরদ্বাজ গোত্র বৈশ্বানর।
শালঙ্কায়ণ শাণ্ডিল্য আর পরাশর॥
আদ্য কৌশিক বশিষ্টগোত্র কৃষ্ণাত্রেয়।
আঙ্গিরস বাৎস্য সাবর্ণি মার্কণ্ডেয়॥
আদিত্য বিষ্ণু মহর্ষি গোত্র জামদগ্ন্য।
আত্রেয় গৌতম আর ধ্রুব মহামান্য॥
হীন বৈদ্য গোত্র এই বিংশতি নিশ্চয়।
চারি গোত্র সিদ্ধ বৈদ্য শাস্ত্রের নির্ণয়॥
আটত্রিশ গোত্র বৈদ্য কুলগ্রন্থে কয়।
আর বাকী চৌদ্দগোত্র নানাস্থানে রয়
স্থানদোষ রাজদোষ সম্বন্ধ দোষতঃ।
শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ হয় হীন ভাবান্বিত॥
তদ্রূপ হইলে বৈদ্য নীচ ভাবাপন্ন।
অরি বৈদ্যগণ দেখি হইবে প্রসন্ন॥
কাশ্যপ গোত্রজ গুপ্ত মহতার দোষী।
সাধ্য ভাব হয় বটে সাধ্য সঙ্গে মিশি॥
গৌতম সাবর্ণি গোত্র গুপ্ত বৈদ্য যিনি।
তাহাদের নাম কিন্তু কোথাও না শুনি॥
কশ্যপজ গুপ্ত বৈদ্য কায়ু ও ত্রিপুর।
নবগুণান্বিত হৈলে সম্ভ্রম প্রচুর॥
শক্তি গোত্রে গণ হিঙ্গু কুল ভাবে হয়।
স্থানভ্রষ্ট রাজদোষে মাধব হীন রয়॥
শক্তি গোত্র সেনবংশে গয়ি, অঙ্ক, মীন
ভসেন ও স্বর্ণপীঠ পঞ্চ কুল হীন॥
বল্লালের অন্ন দোষে কষ্ট সাধ্য হয়।
বল্লালান্ন দোষী বৈদ্য স্থান ভ্রষ্ট কয়॥

দশুপাধি পিতৃপাপে সাধ্য ভাবাশ্রয়।
বৈশ্বানর আঙ্গিরস আদ্য কৃষ্ণাত্রেয় ॥
মৌদ্গল্য কৌশিক যেই সেনবৈদ্য হয়
এই সব কষ্ট বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥
ধন্বন্তরি গোত্রোদ্ভব হিঙ্গু মহামতি।
কুল শ্রেষ্ঠ কুলীন হয় তাহার সন্ততি ॥
ধন্বন্তরি গোত্রে রাজা কমল সেন ছিল
রাজ্যলোভ হেতু তার কুল হীন হৈল ॥
বুদ্ধিসেন ধন্বন্তরি শীলবান রয়
স্থান ত্যাগ জন্য তার কুল হীন হয় ॥
ছাড়িয়া জাঙ্গড়াদোষ স্থান ত্যাগ জন্য
সাধ্যভাব গত তারা কষ্ট হৈতে মান্য ॥
সাধ্য কষ্ট বহুতর প্রতিপত্তি হীন।
বল্লালের দোষ তাতে নাহি কোনদিন ॥
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট আর বৈদ্য চারি শ্রেণী।
পরিচয় হীন জনে কুলাঙ্গার জানি ॥
পতনে সাধ্যের সহ বহু ক্রিয়াবান।
সিদ্ধের সন্তান হবে সাধ্যের প্রধান ॥
কুলাঙ্গার ব্যক্তিগণ কুল হীন হয়।
পরিচয় দিতে তারা মনে পায় ভয় ॥
কুল স্মৃষ্টি হৈতে যারা নিজ পরিচয়।
বলিতে না পারে তার কুল ঠিক নয় ॥
কুল ঠিক রাখিবেক বৈদ্য বংশধর।
কুলাঙ্গার জন তাতে হইবে কাতর ॥
বৈদ্য বলি পরিচিত হইবেন যিনি।
কুলাজি রাখিবে যত্নে নহে হীন জানি ॥
কুলাজিতে বংশ নাম লিখে ঠিক মতে।
কুলাজিতে কুল ঠিক পারিবে জানিতে ॥
কুলাজিতে কুলাঙ্গার দৃষ্টি নাহি করে।
কুলাঙ্গার শেষকালে মন দুঃখে মরে ॥

১। সেন-বৈদ্য গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

সেনবৈদ্য একাদশ বীজী নিরূপণ।
ঘটক জানেন ইহা করি অন্বেষণ ॥
শ্রীহর্ষ নৃপতি আর বুদ্ধি গয়িসেন।
ধন্বন্তরি গোত্র বলি পরিচয় দেন ॥
মহামান্য ধন্বন্তরি আছে পরিচিত।
সর্ব্বদেশে আছে ইহা সর্ব্বত্র বিদিত ॥
শ্রীহর্ষ নৃপতি হয় কুল শ্রেষ্ঠ গণ্য।
ধর্ম্মকর্ম্মে সদা রত লোকে করে মান্য ॥
পঞ্চকোটী সমাজেতে সেন ভূমি স্থিতি।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজা শ্রীহর্ষ নৃপতি ॥
তৎবংশের বঙ্গদেশে দুইটী সমাজ।
সেনহাটি চন্দনমহলে ছিল যে বিরাজ ॥
বুদ্ধি গয়িসেন ছিল বিদ্যাবন্ত অতি।
স্থান ত্যাগ বিয়া দোষে সাধ্যভাব গতি ॥
শক্তিধর উদয়ন শক্তি গোত্র হয়।
শক্তি মুনি ভজিলেন তাহার আশ্রয় ॥
শক্তিধর পুণ্যবন্ত ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
সুসঙ্গ তালাস করি বেড়ায় নিয়ত ॥
উদয়ন সেনের পুত্র হয় তিন জন।
অগ্রজ শিয়ালদেন ধর্ম্মশাস্ত্রে মন ॥
সাণ্ডু হিঙ্গু দুই ভাই সাধ্যসম হয়।
শিয়াল নামেতে তারা পরিচিত রয় ॥

শিয়াল সেনের ছিল দুইটী সমাজ।
পোড়াগাছা, পুখরিয়া রয়েছে বিরাজ॥
শিয়ালের বংশধর সম্মানিত হয়।
নানা স্থানে গতি জন্য মান হল ক্ষয়॥
সাধ্য বৈদ্য বলি তাকে কহে ইদানিক
প্রতিষ্ঠা হীন জন্য তাই বটে ঠিক॥
সেন বৈদ্য বৈশ্বানর হয় রাজ অংশ।
যাহা হইতে জন্মিয়াছে বল্লালের বংশ॥
সেন বৈদ্য মৌদ্গল্যজ হয় একজন।
কৌশীক গোত্রজ সেন আছয়ে লিখন॥
কৃষ্ণাত্রেয় সেন বৈদ্য পরিচিত নয়।
আঙ্গিরস সেন বৈদ্য উক্তরূপ হয়॥
আদ্য গোত্র সেন বৈদ্য বঙ্গে অদর্শন।
চন্দ্রপ্রভা লিখে কিন্তু রাঢ়ে হয় জন॥
পরস্থিত হয় গোত্র সেন বৈদ্যগণ।
পরিচয় হীন বলি বিজ্ঞগণ কন॥
কষ্টাধম বলে বলি কেহ অরি কয়।
আদি নাম অজ্ঞাত জন্য তাহাই নিশ্চয়॥

সাধ্যাদি ভেদ।

কুল গ্রন্থে সাধ্য ভাব ত্রিবিধ বর্ণন।
কুলজ-বংশজ-সাধ্য আদি সাধ্যগণ॥
মেলসৃষ্টি হতে যারা সাধ্যে নিরূপিত।
আদি সাধ্য—কুল গ্রন্থে সদা পরিচিত॥
মেলসৃষ্টি পরে যারা সিদ্ধ বংশ ছিল।
কুলগ্রন্থ সৃষ্টি পূর্ব্বে সাধ্যত্ব পাইল॥
তাহারা বংশজ সাধ্য বলি গণ্য হয়।
কুলজ সাধ্যের হতে হীন ভাবে রয়।
কণ্ঠহারে যে যে বংশ কুলে ধরে ছিল।
পরে স্থান আদি দোষে হীন দেখাইল॥
তাহাদের মধ্যে যারা সাধ্য মেল হয়।
কুলজ সাধ্যের মধ্যে শব্দ পরিচয়॥
মেলসৃষ্টি হতে যারা কষ্ট নিরূপণ।
আদি কষ্ট কুলগ্রন্থে তাদের বর্ণন॥
মেলসৃষ্টি পরে যারা সাধ্য বংশ ছিল।
ক্রমে ক্রিয়া দোষে কালে কষ্টত্ব পাইল॥
কৃতকষ্ট বলি তারা মেলে গণ্য হয়।
আদি কষ্ট হতে কিছু প্রতিষ্ঠিত রয়॥
কষ্ট সঙ্গে সদা যার পালটী ক্রিয়া হয়।
উর্দ্ধজাত হইলেও কষ্টে পরিচয়॥
কষ্ট সঙ্গে সদা ক্রিয়া করে যেই জন।
সিদ্ধ সাধ্য করে তারে ক্রমশ বর্জ্জন॥
কুলজ সাধ্যের মধ্যে শিয়াল গন্নি হয়।
ক্রিয়াগুণে তার রক্ষা কুক্রিয়ায় ক্ষয়॥
বংশজ সাধ্যের মধ্যে বুন্নি মান্য পায়।
ক্রিয়াগুণে ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ দিকে যায়॥
কিন্তু ক্রিয়া হীন যারা নহে পরিচিত।
ক্রিয়াবান্ তুল্য নহে সমাজে গণিত॥

২। দাসবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

দাস বৈদ্য বীজী হয় পঞ্চদশ জন।
ঘটক প্রচার করে পূর্ব্বের কথন॥
মৌদ্গল্যজ চায়ুদাস ধর্ম্মকর্ম্মে মতি।
রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মহোজ্জ্বল অতি॥

মৌৎগল্যজ পদ্মদাস সৎকুলীন গণি।
তার বংশে কেহ বটে কুলিনাভিমানী ॥
মৌৎগল্যজ দাসবৈদ্য বাকী আট জন।
কুলহীন বলি তারা সাধ্য ভাবে রন ॥
দশ দাসে এক গোত্র পূর্ব্ব নিরূপণ।
চায়ু পদ্ম কুলপ্রাপ্ত অষ্ট সাধ্য হন ॥
উপরি ফাকরি পাহি ভব ভায়ু অন্য।
বিড়াল মঙ্গলানন্দ সত্যবন্ত গণ্য ॥
এই অষ্ট দাস কিন্তু সাধ্য ভাবাপন্ন।
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার কষ্ট দোষ জন্য।
ক্রিয়া গুণে কারো ২ হয়েছে আদর।
বংশজ-সাধ্যতে গণ্য সমাজ ভিতর ॥
সালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য গ্রন্থেতে প্রকাশ।
বশিষ্ট বাৎস্য গোত্রজ এই চারি দাস ॥
শেষ তিন গোত্র বাস কোথাও না শুনি।
আদি সাধ্যে সালংকান হীনভাব জানি ॥

ভরদ্বাজ পরিচয়।

ভরদ্বাজ গোত্র দাস আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণ—দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥
ভরদ্বাজ ঋষি রাজা রঘুরাম রায়।
সমগ্র বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায় ॥
হিন্দু, মুসলমান, যুবা, বালক, স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥
যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর ॥"
যাহাদের মধ্যে বহু যেয়ে ভিন্ন স্থান।
লভিল ক্রমশঃ, কালে বিপুল সম্মান ॥
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান লভিলা।
বিক্রমপুরে অন্য যত ভরদ্বাজগণ।
ক্রিয়াগুণে কারো কারো কুলে আকর্ষণ ॥

৩। গুপ্তবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

কায়ু গুপ্ত বীজী বলি কহে বৃদ্ধগণ।
কায়ু নামে পরিচয় দেয় বহু জন ॥
কাশ্যপ গোত্রজ মধ্যে কায়ু শ্রেষ্ঠ হয়।
সৎকুল বলিয়া তারা সম্মানিত রয় ॥
গুপ্ত বৈদ্য অনাচারী বহু দৃষ্ট হয়।
কার্পটী গুপ্তের মান্য তিন কুলে রয় ॥
কার্পটীর তিন পুত্র মদন জ্যেষ্ঠ হয়।
লোকনাথ নীলাম্বরের কুল ক্ষয় হয় ॥
শক্তি গোত্র দণ্ডপাণি সহ লোকনাথ।
বিড়াল দাসের সহ নীলাম্বর পাত ॥
লোকনাথ নীলাম্বর ভাই কুল হীন।
মদন বংশে মৃত্যুঞ্জয় রহিল কুলিন ॥
কায়ু গুপ্ত মধ্যে আর কারো কুল নাই।
কুলজ সাধ্যের হীন শুনিতে যে পাই ॥
ত্রিপুর গুপ্তের বীজী সূর্য্য গুপ্ত হয়।
কাশ্যপ গোত্রজ বলি দেয় পরিচয় ॥
ত্রিপুর গোত্রের বংশে শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর।
অচ্যুত গুপ্তের পুত্র হয় রাজাধর।
পরমানন্দ কর্ণপুর রাজাধর বংশে।
তিন পুত্র হল তার মান্য সমানাংশে ॥

গয়াশ পুরবাসী বলি দেয় পরিচয়।
কুল মান আছে বলে কেহ কেহ কয়॥
কালিয়া আগত যারা সম্মানিত রয়।
বিক্রমপুর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়॥
নয়নের সপ্ত পুত্র পঞ্চ কুল হীন।
মহীপতি গুপ্তের কুল হয়েছে মলিন॥
কর কপোতে আসেন গুপ্ত মহীপতি।
তপস্বী গুপ্তের কিন্তু অশ্ব গুপ্ত খ্যাতি॥
তপস্বীও নারায়ণ বহু স্থানে রয়।
অপর ত্রিপুর বংশ সাধ্যাধম হয়॥
মাধবের বংশধর কুলিন বলি কয়।
পরিচয় দিলে ঠিক জানিবে নিশ্চয়॥
গৌতম সাবর্ণ গোত্র নাহি দৃষ্ট হয়।
গুপ্ত মধ্যে হীন বৈদ্য মানিবে নিশ্চয়॥
মহৎ স্বল্প অধিকারী গুপ্ত কণ্ঠাহারে।
বল্লালের অন্ন দোষে কষ্ট ভাব ধরে॥

৪। দত্তবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

কৌশীকগোত্রজ দত্ত পাবিত্রা বীজী হয়।
থাগড়া স্বগ্রাম বলি দেয় পরিচয়॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত বটগ্রামে স্থিতি।
রামচন্দ্র দত্ত বীজী সর্ব্বত্র সুখ্যাতি॥
মেষচামী আদি স্থানে দত্ত বাস হয়।
মধ্যদেশে ক্রিয়া গুণে খ্যাত পরিচয়॥
কাশ্যপ শাণ্ডিল্য দত্ত খ্যাত অতিশয়।
দত্ত বৈদ্য সপ্ত গোত্র শাস্ত্রের নির্ণয়॥

কাশ্যপ শাণ্ডিল্য আদি সাধ্যে মান্য হয়।
কৌশীক মৌৎগল্য ভিন্ন সাধ্যাধম রয়॥
আদি সাধ্য মধ্যে তারা অতিশয় মান্য।
সামান্য দত্তের মধ্যে তারা নহে গণ্য॥
দত্ত মধ্যে আদ্য আদি গোত্র বহুতর।
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে রীতি হীনতর॥
ইহারা হীনজ বলি কহে বৃদ্ধগণ।
শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ দত্ত সাধ্য মধ্যে হন॥
দাসরা—সমাজপতি আর জৈনসার।
সর্ব্বশ্রেষ্ট দত্ত আর ছিল বৌনাসার॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত হয় পরিচিত।
নানা স্থানে আছে কত সাধ্যের বর্জ্জিত॥
বেজগ্রাম শিয়ালদিতে বহু দত্তগণ।
বিক্রমপুর স্থান বটে ক্রিয়ান্বিত নন॥
বরিশাল জিলা মধ্যে ঝালকাটী খ্যাত।
তালাসে ঘটক তাহা আছে অবগত॥
তার মধ্যে নারায়ণপুর নামে গ্রাম খ্যাতি
কাশ্যপ গোত্রজ দত্ত তথাতে বসতি॥
ময়মনসিংহ জিলা মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠিত॥
কিশোরগঞ্জ ষ্টেশন তত্রাত্য বিদিত॥
তন্মধ্যে রসিদাবাদ দত্ত বাস স্থান।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত সে স্থানে প্রধান।
ঢাকা জেলা অধীন শ্রীনগর থানা।
তার মধ্যে জৈনসার সর্ব্বলোক জানা॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত তথাতে বসতি।
দেব দ্বিজে ভক্তি সদা আছে ধর্ম্মে মতি॥
জৈনসার দত্ত মধ্যে বহু কৃতী লোক।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ তারা করিতেছে ভোগ॥

সর্ব্বদা করেন দত্ত কুলিন সঙ্গে বাস।
সতত করিছে তারা উচ্চ কুলের আশ॥
জৈনসারে রাজচন্দ্র ক্রিয়াবান্ অতি।
দত্ত, বৈদ্যগণ মধ্যে অত্যন্ত সুখ্যাতি॥
আদি সাধ্য মুখ্য দত্ত এই সে কারণ।
সাধ্য বিদ্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্ত নিরূপণ॥

৫। দেববৈদ্যর গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

আত্রেয় গোত্রজ দেব কেতু গ্রাম বাসী।
নিকারূণ দেব বীজী অশেষ যশস্বী॥
দেব বৈদ্য চারি গোত্র পূর্ব্ব নিরূপণ।
আত্রেয় গোত্রজ দেব আদি সাধ্য হন॥
কৃষ্ণাত্রেয় শাণ্ডিল্যজ দেব বৈদ্যগণ।
আলম্বান গোত্র দেব হীনভাবে রন॥
নানাস্থান গত বলি হীন ভাব দেখি।
কুল গ্রন্থে দেখি কিন্তু সব কথা লিখি॥
আদি সাধ্যের মধ্যে মুখ্য লিখে কণ্ঠাহার
ইদানিক অন্যরূপ দেখি ব্যবহার॥

৬। ধরবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

ধর বৈদ্য দুই গোত্র বীজী দুই জন।
ধর বৈদ্য ছিল বহু পূর্ব্বের কথন॥
ধর বৈদ্য কাশ্যপজ আদি সাধ্য গণ্য।
যামদগ্ন্য গোত্র ধর তত নহে মান্য॥
বারেন্দ্রজ ধর বৈদ্য কুল গ্রন্থে কয়।
ক্রিয়াগুণে বাণিধর মানান্বিত হয়॥

৭। করবৈদ্যর গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

ছিলোয়া বাজিগাপুরে বীজী ধর্ম্মকর।
ভরদ্বাজ গোত্র জাত প্রশংসা বিস্তর॥
বশিষ্ট শক্তি গোত্রজ কর বৈদ্য হয়।
বঙ্গদেশবাসী বলি কুলগ্রন্থে কয়॥
কর বৈদ্য সপ্ত গোত্র বীজী সপ্তজন।
কুলগ্রন্থে লিখা পড়া কহে বৃদ্ধগণ॥
মৌদগল্যও শক্তি গোত্র কর বৈদ্যযত।
কুলগ্রন্থ মতে লিখা আদি সাধ্য গত॥
কাশ্যপ গোত্রজ কর হয় অতঃপর।
ভরদ্বাজ বাৎস্য গোত্র আর পরাশর॥
বশিষ্ট গোত্রজ কর এই সপ্ত বীজী।
আদিসাধ্য মধ্যে কিন্তু লিখিত কুলাজী॥
করবংশ কর গ্রামে ছিলা বিক্রমপুরে।
যতনে আনিলা মহীপতি বুকনেরে॥
ঈশানে আনিয়া দিলা বিক্রমপুরে স্থান।
ক্রিয়াগুণে নীচ হয়ে লভিলা সম্মান॥

৮। রাজবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

রাজবৈদ্য চারি বীজী তিন গোত্র হয়।
রাজবৈদ্য কোথা আছে নাহিক নির্ণয়॥

কাশ্যপজ বাৎস্য গোত্র আর মার্কণ্ডেয়।
কষ্টাধম সম বলি নাহি পরিচয়॥
বাৎস্য গোত্র রাজবৈদ্য বীজী দুই জন।
শশীরাজ মণীরাজ প্রকাশ ভুবন॥
এনাচি ধাম নগরে শশীরাজ স্থিতি।
মণীরাজ বঙ্গদেশে করেন বসতি॥

৯। সোমবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

সোম বৈদ্য দুই বীজী দুই গোত্র হয়।
কাশ্যপজ কোথা আছে নাহিক নির্ণয়॥
কৌশিক গোত্রজ সোম কষ্ট ভাবাপন্ন।
পরিচয় হীন জন্য সদা আছে ক্ষুন্ন॥
কৌশিকগোত্রজ সোমে ধর্ম্মসোমবীজী।
মণিগ্রামবাসী বলি বিদিত কুলাজী॥

১০। নন্দিবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

নন্দি বৈদ্য দুই শ্রেণী আছে বঙ্গদেশে।
লুপ্ত পদ্ধতি বা কেহ হল অপযশে।
কাশ্যপ গোত্র নন্দি মৌৎগল্য বহুতর।
সেরপুরে কাশ্যপ গোত্রে ক্রিয়া যুক্ত ঘর॥
মৌৎগল্য গোত্রজ বীজী নন্দি মহাকাল।
হীন ভাব বৈদ্য বলি ঘটায় জঞ্জাল॥
বারেন্দ্রজ নন্দি বৈদ্য কুলগ্রন্থে লিখা।
রাঢ় বঙ্গ কোন স্থানে নাহি যায় দেখা॥

১১। চন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

বশিষ্ট গোত্রজ হয় চন্দ্র বৈদ্যগণ।
মহানন্দ চন্দ্র কিন্তু বীজী নিরূপন॥
চন্দ্র বৈদ্য একগোত্র নাহিক অন্যথা।
কুল গ্রন্থে লিখা আছে কহি সত্য কথা॥

১২। কুণ্ডবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

কুণ্ডু বৈদ্য ভরদ্বাজ গোত্র নির্দ্ধারণ।
বঙ্গদেশে বৃন্দ কুণ্ডু বীজী একজন॥
কুণ্ড বৈদ্য এক গোত্র কুলপঞ্জি কয়।
নন্দীচন্দ্র প্রতিযোগী কষ্ট সাধ্য হয়॥

১৩। রক্ষিত বৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

রক্ষিত নামক বৈদ্য তিন গোত্র হয়।
রক্ষিত কাশ্যপ গোত্র হীন ভাবে রয়॥
ভরদ্বাজ আঙ্গিরস গোত্রজ রক্ষিত।
হীন ভাব মধ্যে হয় তারা পরিচিত॥
পরমেশ্বর রক্ষিত আঙ্গিরস গোত্র।
পরমেশ্বর বীজী বলি প্রকাশিত মাত্র॥

১৪। ইন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

ইন্দ্র বৈদ্য একবীজী বঙ্গে প্রকাশিত।
কাশ্যপ গোত্রজ ইন্দ্র আছে পরিচিত॥
ইন্দ্র বৈদ্য কষ্ট বৈদ্য সমাজে বিদিত।
আদি কষ্ট বলি তারা গ্রন্থে পরিচিত॥

১৫। আদিত্য বৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

আদিত্য নামক বৈদ্য পরিচিত নয়।
কাশ্যপ কৌশিক গোত্র বুধগণ কয়॥
কষ্ট বৈদ্য মধ্যে তারা হীন ভাব হয়।
সমাজে আদর নাই ঘটকেতে কয়॥

১৬। নাগবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ।

নাগ বৈদ্য বীজী বটে দুই সদাশয়।
বাড়েতে প্রসিদ্ধ কিন্তু নাগ মহাশয়॥
আদিত্য গোত্রজ নাগ আছে একজন।
কৌশিক গোত্রজ নাগ ছিল সুলক্ষণ॥
নাগ বৈদ্য ছিল মহাকুল সংগৃহীত।
ধন্বন্তরী নাগের যা আছে প্রকাশিত॥
এহেন নাগের বংশ কষ্ট বৈদ্য হয়।
অদৃষ্ট নিখিত বলি জানিবে নিশ্চয়॥

সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণের শ্রেণী বিভাগ।

দত্ত, দেব, কর তিন রাজ সোম আর।
রাঢ়ি বৈদ্য বলি চন্দ্র প্রভাতে প্রচার॥
নন্দি চন্দ্র ধর কুণ্ড আর যে রক্ষিত।
বারেন্দ্রজ বৈদ্য বলি গ্রন্থে পরিচিত॥
দাস দত্ত কর কেহ বারেন্দ্রজ হয়।
শাণ্ডিল্য দত্তের স্থান বটগ্রামে রয়॥
ক্রিয়া গুণে আদি সাধ্য মধ্য গণ্য হয়।
ক্রিয়াভাবে সকলেই কষ্ট ভাবে রয়॥

হীনভাবের হেতু।

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ক্রমে লঘু হয়।
গুরু লঘু লঘু গুরু ভাগ্য ফলে কয়॥
উঠা পড়া বৈদ্যকুল এই সে কারণ।
বহু অর্থে বহু ভাগ্যে ঊর্দ্ধেতে গমন॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ।
এই তিন দোষে সিদ্ধ সাধ্য ভাবগত॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ।
এই তিন দোষে সাধ্য কষ্ট ভাবগত॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ।
এই তিন দোষে কষ্ট অরি ভাবগত॥
মুখ্য স্থান বাসে সদা স্থান গুণ জানি।
সেইস্থান ত্যাগ হইলে স্থানদোষ মানি॥
নদী ভাঙ্গা জন্য যদি স্থান ত্যাগ হয়।
স্বগোত্র স্বঘর সহ এক স্থানে রয়॥

তবে তাকে স্থান ভ্রষ্ট বলা অনুচিত।
ইহাই নিয়ম বটে সর্ব্বত্র বিদিত॥
কুলীনের সমাজেতে ক্রিয়া নাহি যার।
কুল দোষ খ্যাতি বলি মানিবে তাহার॥
কুলিনে আদর করে বিজ্ঞ জন দেশে।
তার মর্ম্ম বুঝিবে কি সামান্য মানুষে॥
ঘটক কুলিন চিনে কুলাকাঙ্ক্ষিগণ।
সেব্যাসেব্য ভেদ নাহি বুঝে লুব্ধ জন॥
দারিদ্র্যে সুকুল নাহি অতি নীচে যায়।
ধনাভাবে হীন যেন হেয়জে মিশায়॥
কুলের মর্য্যাদা বুঝে কুলমানী জনে।
ঠাকুর বলিতে নীচে প্রাণে নাহিমানে॥
তেজ বীর্য্যধারী যদি মানী বংশ হয়।
নমিতে নীচের পায় প্রাণে নাহি লয়॥
অনাচারে স্নান আহ্নিক ভোজন যাহার।
কুল বিধি মতে তাকে জানি হীনাচার॥
তাহাকেই হীনাচার কহে বুধগণ।
এমত নিয়মে চলে কুলাঙ্গার জন॥
স্বঘর ছাড়িয়া বিয়া নীচ ঘরে হবে।
সম্বন্ধ দোষিত বলি তাহাকে জানিবে॥
সম্বন্ধ দোষিত খোটা চিরকাল থাকে।
দোষিত সম্বন্ধ করে ঠেকিয়া বিপাকে॥
কুল দোষ নাহি যার পবিত্র সে জন।
কুলরক্ষা কার্য্য করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ॥

মহজ্জন বাক্য।

কুল সৃষ্টি হৈতে যিনি নিজ পিতৃ নাম।
লিখন পঠন কিম্বা গয়া পিণ্ড কাম॥
শরণ করেন যিনি পিতৃ কুল নাম।
মৃত্যু কালে হবে তার স্বর্গ পুরে ধাম॥
পূর্ব্ব পুরুষের নামে বংশের মর্য্যাদা॥
পরিচয় দিলে হবে গৌরব সর্ব্বদা।
লিখা পড়া জানি যেবা পরিচয়াক্ষম॥
এমত মানব হবে মুর্খের অধম।
চণ্ডাল যাল টিয়র নীচ কুল জাতি।
পিতৃকুল নাম শিখে যত্ন করি অতি॥
লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্বান।
নিজ বংশ পরিচয়ে বাড়িবে সম্মান॥
যথাস্থানে পরিচয়ে হইলে কাতর।
হইতে না হয় কিম্বা লজ্জিত অন্তর॥
শ্রদ্ধায় যে নাহি শুনে নিজ পরিচয়।
তুচ্ছতায় বংশ মান সদা করে ক্ষয়॥
ঘটক নিকটে জানিবে বংশ পরিচয়।
ঘটক তোষিলে হবে বংশের নির্ণয়॥
পিতৃ কুল অজ্ঞাত জন্য যে পাপ হয়।
ঘটকের বাক্যে তাহা সব হয় ক্ষয়॥
পিতৃকুল নাম পাবে ঘটকের কাছে।
নিজ বংশ নামলিখিদিবে তার পিছে॥
আদি অন্ত মিল করি রাখিবে যতনে।
ঘটকের আদর বটে এই সে কারণে॥
ভাবাভাব করিবেক ঘটক প্রকাশ।
তাহাতে সম্মান বৃদ্ধি হইবে নির্য্যাস॥
কৃতী ব্যাক্তির নাম ধাম জানাবে ঘটকে।
বাড়িবে গৌরব সে নাঠেকিবে বিপাকে॥
বৈদ্য কুলোদ্ভব রাজা বল্লাল সেন হয়।
ভাবাভাব ব্যক্ত জন্য ঘটক স্থির রয়॥

কুলাকুল ভাবাভাব ঘটকে জানাবে।
ভাবাভাব যত্ন করি ঘটকে লিখিবে॥
কুল তত্ত্ব ভাবাভাব অবগত যিনি।
ঘটক চুড়ামনি বলে আখ্যা পান তিনি॥
ঘটক বংশেতে জন্ম দেয় পরিচয়।
তাহাকে ঘটক বলি জানিবে নিশ্চয়॥
কুল ভাব স্থির করা ঘটকের কার্য্য।
ঘটক ভিন্ন প্রতিযোগী ভাব কিসে ধার্য্য॥

প্রাচীন কথা।

সুসন্তান জন্ম মাত্র ঘটকে জানাবে।
উপযুক্ত নাম জন্য ব্যাবস্থা লইবে॥
উপযুক্ত নাম স্থির ঘটক করিয়া।
জন্মবার মাস সন রাখিবে লিখিয়া॥
অন্নারম্ভ কালে নাম লিখি শুদ্ধ মতে।
যত্ন করি লিখি দিবে পুরহিত হাতে॥
শাস্ত্র মতে নাম রাখা প্রত্যক্ষ করিয়া।
ঘটক মধ্যস্থ রাখি সন্দেহ খণ্ডিয়া।
সেই নাম নাম গ্রন্থে লিখিবার তরে।
ঘটকে বলিবে তাহা বহু যত্ন কৈরে॥
চুড়া কার্য্য পরিনয় সেই নাম মতে।
সব কার্য্য করিবে ঘটক সহিতে॥
ঠিক মতে নাম লিখা হইয়াছে কিনা।
প্রতি বর্ষে তত্ত্ব লবে দিয়েযে দক্ষিণা॥
কুল ভাব সহ নাম লিখাইবে যিনি।
তাহার বংশের নাম ঠিক থাকা মানি॥
পিতৃ নাম আদি নাম যেই মিছা বলে।
তার সম নরাধম নাহি ভুমণ্ডলে॥

শাস্ত্র মতে বলি তাকে পাতকী অধম।
পিতৃকুল পিণ্ড দানে ঘটায় বিভ্রম॥
আদি অন্ত বংশ নাম ক্রমান্বয়ে লিখি।
লিখিয়াছে শুদ্ধ মতে সন্দেহ না দেখি॥
এমত পরীক্ষা করা মহতের বাক্য।
নিবীর্য্য সন্তান করে নামেতে অনৈক্য॥
আদিনাম আদি স্থান সর্ব্বদা জানিবে।
সন্দেহ খণ্ডন মতে যত্নতে শিখিবে॥
পূর্ব্ব পুরুষ নাম গুণ শুনিতে পারিলে।
মনেতে আনন্দ হয় আনন্দ তা বলে॥
নিজ বংশ নাম গুণ শ্রবনে আনন্দ।
বাড়িবে গৌরব তাতে কেবলিবে মন্দ॥
ইংরেজি বিদ্যার তত্ত্ব শিখেছে প্রথম।
তাহাদের ভাব বলা বড়ই বিষম॥
ইংরেজি ভাষার তরে দেশ বিবরণ।
সকল হইবে লোপ শাস্ত্র নিরূপন॥
জানিবে কিমতে তত্ত্ব বংশ নামাবলী।
শিখিবেনা বংশনাম ঘুচিবে বেজালী॥
বংশাবলি শিখিবে না অবহেলা করি।
ইংরেজী শিক্ষায় যাবে ভবপার তরি॥
ছোট বড় লঘু জনে শিখিবে ইংরেজি।
ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে কি বুঝি॥
আদিবংশ নাম পাঠে মনের উল্লাস।
হীন জাতি বুঝিবে কি তাহার আভাস॥
ভদ্র বলি পরিচিত হইবেন যিনি।
আদি বংশ অবগত থাকিবেন তিনি॥
লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্বান।
সমাজে গৌরব বাড়ে সুখ্যাতি প্রধান॥

কিন্তু বংশ পরিচয়ে হইলে অক্ষম।
বলিতে হইবে তাকে কুলের অধম।
বংশ পরিচয়ে পাবে মানব সম্মান।
পরিচয় হীনে হবে অধম সমান॥
আদি হৈতে অন্ত নাম জানিবারতরে।
সাধ্য মত অর্থ ব্যায় কুলাকাঙ্ক্ষী করে॥
বিভুর অনন্ত লীলা জানে শক্তি কার।
আদিবংশ নাম পাঠে কুলের উদ্ধার॥
রামনাম শুনে হয় স্বর্গ স্থানে গতি।
আদিবংশনামে শ্রুতেবৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
আদি বংশ নাম পাঠে মাহাত্ম্য অনন্ত।
বিবেচনা করিলেই বুঝিবে বৃত্তান্ত॥
কৃষ্ণনাম শরণেতে মোক্ষফল রয়।
আদিবংশ নাম শুনে ততোধিক হয়॥
আদি বংশ মধ্যে আছে রাম কৃষ্ণনাম।
শুনিলে অবশ্য হবে মোক্ষ স্থানে ধাম॥
আদিবংশ নাম গ্রন্থে মোক্ষনাম আছে।
অন্য গ্রন্থ তুচ্ছ বটে নাম গ্রন্থ কাছে॥
হরিনাম কৃষ্ণনাম রামনাম বল।
আদি বংশ নাম পাঠে ততোধিক ফল॥
জন্মে জয় রাজা হৈতে ব্রহ্মবধ হয়।
আদিবংশ নাম শ্রুতে সব পাপ ক্ষয়॥
হিন্দু শাস্ত্র মাঝে হৈলে ইহাই যথেষ্ট।
নতুবা জানিবে তাকে জাতি কুল ভ্রষ্ট॥
জন্ম দাতা মন্ত্র দাতা গুরু তুল্য মানি।
পিতৃকুলনাম লোপে পিণ্ড লোপ জানি॥
জন্ম দাতা হৈতে হয় পৃথ্বী দরশন।
মন্ত্রদাতা হৈতে হয় স্বর্গ আরোহণ॥
উপদেষ্টা দেন কিন্তু ইষ্ট মন্ত্র দান।
অবশ্যই হবে তাতে স্বর্গ ধামে স্থান॥

বৃদ্ধ বাক্য।

নিজ বংশ নিজ ভাব লিখে যেই জন।
তাহাকে বিশ্বাস করে অতি মূঢ় জন॥
বিশ্বাস হইবে যাতে কহে বৃদ্ধগণ।
ঘটক লিখিবে ভাব আছে নিরূপন॥
ইহাই নিয়ম বটে বল্লাল বচন।
বৃদ্ধ বাক্য অবিশ্বাস নহে কদাচন॥
নিজ বংশ নিজ ভাবে লিখিবার তরে।
ঘটকে করিবে যত্ন অতি সমাদরে॥
আদি অন্ত বংশ ভাব লিখাইবে যিনি।
বংশ মান্য যাহা কিছু পাইবেন তিনি॥
বংশ মান্য রক্ষা জন্য যথা বিধিমতে।
যে লিখায় নিজ কুল ক্রমেকুলাজিতে॥
তাহাকে জানিবে সত্যকুলজ্ঞ সে জন।
বিপরীত লোক হয় নিন্দায় ভাজন॥

স্কন্দপুরাণাদি হইতে সংক্ষিপ্ত প্রমাণসমূহ।

স্কান্দে যুধিষ্ঠিরং প্রতি মৈত্রেয় বাক্যং।
ভো রাজেন্দ্রযথাজাতো ধন্বন্তরিরিহৈবতু
মহর্ষিগালবোনাম কাষ্ঠদর্ভাহরো বনং।
জগাম তত্র ভ্রমণাদতিশ্রান্তো বভূব সঃ
ততোনিরীক্ষয়ামাস তৃষাকুলকলেবরঃ

ততো বনবহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ
জলপূর্ণঘটং নীত্বা-গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তোহসৌ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ
হে কন্যে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে
ততঃ সা কলসং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা
তদবোধস্ততোয়েন ম্নাত্বা তোয়ং পপৌ চ তৎ
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সৎপুত্রবতী ভব
ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণি-
গ্রহো হভবৎ ॥
ততো মুনিবরশ্চাহ কা ত্বং কিং নাম তে বদ
উবাচ পুনরপ্যেষা বৈশ্যকন্যাহমহং বিভো
বীরভদ্রাভিধানাঞ্চ জানীহি মুনিপুঙ্গব।
ততো বিচিন্ত্য স মুনিস্তামাদায় জগাম হ ॥
ঋষীণামগ্রতো নীত্বা বৃত্তান্তমবদত্তদা।
আকর্ণ্যতে মহারাজ উচুর্হর্ষিতমানসাঃ ॥
ভদ্রং কৃতং মুনে নূনমানীতেয়ং যতস্ত্বয়া।
বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তে পি মুনয়ঃ কুশপুত্তলিকাং ততঃ
কৃত্বা ক্রোড়ে দদৌ তস্যা বেদমুচ্চার্য্য তৎকুশে
প্রাণপ্রতিষ্ঠামস্যাশ্চক্রে বৈ পুরুষাকৃতিং
ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশিগৌর-
বর্ণোহতিসৌম্যাকৃতিরেব তস্য।
ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ
আপুর্মুদং বেদতবৈব জাতঃ।
বৈদ্য স্ততোয়ং জননী কুলেচ
জাতা ততোহম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥
এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে মুনয়োদেবরূপিণঃ
মৃতাচার্য্যমস্যাখ্যাং চক্রে বৈশ্যাভিধানকং
উচুস্ততো বীরভদ্রে নয় বালং তবালয়ে
পিতৃগেহং যাহি ভদ্রে ত্বমস্ত শুভগা সিবৈ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বীরভদ্রা চচাল পিতৃমন্দিরং।
ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে চতুর্দ্দশ ক্রিয়াং স্মৃতঃ ॥
অধ্যাপয়ামাসুরিমমায়ুর্ব্বেদং ক্রমেণতু।
বৈশ্যবত্তস্য কার্য্যাণি নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ
অম্বষ্ঠান্যশ্চ সর্ব্বেষাং ততো মাতৃস্থলে স্থিতিঃ

এবঞ্চ শব্দঃ।

বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠোব্রহ্মপুত্রকঃ

এবং পরাশরঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হম্বষ্ঠোহয়ং
মুনিসত্তম।

তত্র মনুঃ।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্বষ্ঠো নাম জায়তে

এবমগ্নিবেশঃ।

আয়ুর্ব্বেদোপনয়না-দ্বৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ

অথ বিষ্ণু পুরাণম্।

শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ

দেবীবর ঘটক মহারাজা আদিশূরকে
বৈদ্য বলিতেছেন যথা—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
রাঢ়-গৌড়-বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা

অথ বারেন্দ্র কুলপঞ্জিমতে—

আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যা কুলসমুদ্ভবঃ
বল্লালসেনো নৃপতি রজায়ত গুণোত্তমঃ

কায়স্থ জাতির কুলপঞ্জিকাকার বঙ্গজ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মা কৃত দীপিকা গ্রন্থেও লিখিত আছে। যথা—

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুকুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥
শূদ্রাস্তাশ্চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ
উদগ্ দক্ষিণ রাঢ়োচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌশলা
ইতি চতস্রঃসংজ্ঞাঃস্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণিঃ শ্রেণি
বিশেষতঃ॥

শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽ ভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদি দেশে, সল্লোকঃ সদ্বিচারৈর দিব্যিভূতপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ। অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথম নরপতি বীর্য্য শৌর্য্যাদি যুক্তস্ত্বাম্রাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব॥ ইত্যাদি—

ঘটক চূড়ামণি রামজীবন স্বীয় কুল পঞ্জিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন। যথা—

আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরেরসুত*॥
দেব অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হইল আচরণি॥
জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বলিল॥
যে দেশে যেখানে যেস্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহারে লিখিল॥
বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিষ্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছু দিন এই ভাবে থাকে দুই জন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
বৈদ্যেতে মহারাজা রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ।
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্ব রীত॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষ মাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্ব মত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥

* কেহ বলে দৌহিত্র বংশ সম্ভূত।

সম্বন্ধনির্ণয়ে মতান্তর।

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥
ভুশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রীয়কায় গণি॥
তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জানআদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিষক, জাত বলি যারে করে বন্ধন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরেরবংশ ধ্বংসসেনবংশ তাজা।
বিষকসেনেরক্ষেত্রজপুত্রবল্লালসেনরাজা।
বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ।
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত গুণ যুত লক্ষ্মণ সে হয়॥
যার গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান।
রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান॥
পরগণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর॥
বাল্যকালে নাম শিক্ষা পুর্ব্ব নিরুপণ।
তাহার নিয়ম কিছু করিব বর্ণন।

শিশু কালের নাম বিচার শিক্ষা।

১ প্রশ্ন। তোমার নাম কি?
উত্তর। শ্রীআনন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত ঘটক।

২ প্রঃ। অগ্রে শ্রী পশ্চাৎ নাম কেন? উঃ। দেবং গুরুং গুরু স্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিপাং স্তথা, সাধ্যং সিদ্ধাধিকাবাংশ্চ শ্রী পুর্ব্বং সমুদীরয়েৎ। অর্থাৎ দেবতা, গুরু, গুরু স্থান, ক্ষেত্র অর্থাৎনিজ, ক্ষেত্রাধিপগণ অর্থাৎ সাধ্য ও সিদ্ধাদি গণের নাম বলিতে প্রথমত শ্রী শব্দ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

৩ প্রঃ। তুমি কাহার পুত্র?
উঃ। ৺চন্দ্রমনি দাসগুপ্ত ঘটক বিশারদ মহাশয়ের পুত্র।

৪ প্রঃ। হিন্দু ভদ্র লোক মাত্রই বাল্য কালে পুত্রের সাক্ষী কে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন? উঃ। যৎক্ষণে পতিতো বিন্দু মাতৃ গর্ভে নিযোজিতঃ এক সাক্ষী দ্বিতীয়োন ধর্ম্মং সাক্ষী প্রমানতঃ।

৫ প্রঃ। পুত্র কাহাকে বলে?
উঃ। পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পীতরং সুতঃ তস্মাৎ পুত্র ইতি খ্যাতঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

৬ প্রঃ। পুত্রের লক্ষণ কি? উঃ। জীবতো বাক্য, পালঞ্চ, মৃতাহে ভুরি

ভোজনং গয়ায়াং পিণ্ড দানঞ্চ ত্রিভিঃ পুত্রৈশ পুত্রতা।

৭ প্রঃ। এক পুত্র স্থলে বহু পুত্রের আকাঙ্খা কেন? উঃ। এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ যজেদ্বা অশ্বমেধং বা নীলম্বা বৃষমুৎসৃজেৎ।

৮ প্রঃ। বৈদ্য কত কাল যাবৎ? উঃ। যাবদ্মেরৌ স্থিতা দেবাঃ যাবৎ গঙ্গা মহীতলে চন্দ্রার্কৌ গগণে যাবৎ। তাবৎ বৈদ্য কুলে বয়ং।

৯ প্রঃ। বৈদ্যের বাসস্থানকোথায়? উঃ। রাঢ় দেশ স্থিতা পূর্ব্বে তৎপরে বঙ্গ বাসীনঃ যশোহরে স্থিতা বৈদ্যাঃ কুলীনগণ বেষ্টিতাঃ।

১০ প্রঃ। তোমরা কোন বংশ? তাহার লক্ষণ কিরূপ? উঃ। আমরা কার্ণ দাস বংশ তাহার লক্ষণ যথা। কার্ণ দাসস্তু বঙ্গীয় নিশায়াং যথা দীপকঃ ভ্রমন্তি সর্ব্বদেশেষু নাস্তি স্থান নিরালয়ঃ।

১১ প্রঃ। তোমাদের নামের সঙ্গে ঘটক বিশারদ শব্দ উচ্চারণ কেন? উঃ। আমাদের বংশে চণ্ডিবর দাস ঘটক বিশারদ মহাশয় অতি কৃতি ও বক্তা ও কুল শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। এজন্য তাঁহার ঘটক বিশারদ খ্যাতি হয় সেই হইতে আমাদের বংশে ঘটক বিশারদ শব্দ ব্যাবহার করিয়া আসিতেছি।

১২ প্রঃ। ঘটক শব্দের লক্ষণ কি? উঃ। ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশক স্তথা দোষক স্তাবক শ্চৈবঃ যড়েতে ঘটকা স্মৃতা।

১৩। প্রঃ তোমরা কাহার সন্তান? ও তাঁহার লক্ষণ কিরূপ উঃ। আমরা নরহরি দাস ঘটক বিশারদ মহাশয়ের সন্তান। তাহার লক্ষণ যথা। আসীবৈদ্য কুলজ্ঞো শ্রীনরহরি ধর্ম্মজ্ঞো বিজ্ঞো মহান। ঘটক বিশারদঃ সুধীধীমেষু চূড়ামণি। তৎপুত্র শিব দাস বরঃ সূর্য্যশ্চ মধুসূদনঃ। বৈদ্যানাং কুলধর্ম্ম সন্তোষ করীং পঞ্চী মিমাং জায়তেঃ।

১৪ প্রঃ। তোমরা কোন ধারা? উঃ। আমরা শিবদাস ঘটক বিশারদ মহাশয়ের ধারা।

১৫ প্রঃ। তোমরা কোন প্রকরণ? উঃ। আমরা রামবল্লভদাস ঘটক বিশারদ মহাশয়ের প্রকরণ।

১৬। প্রঃ ধারা প্রকরণ অর্থ কি? উঃ। ধারা পিতা প্রকরণ পুত্র।

১৭ প্রঃ। তোমরা কোন শাখা? উঃ। আমরা হরিনারায়ণ দাসঘটক বিশারদ মহাশয়ের শাখা।

১৮ প্রঃ। তোমরা কোনগোত্র?

এবং তোমাদের আদি পুরুষ কে? ও তাহার লক্ষণ কি? উঃ। আমরা মৌদগল্য গোত্র ও আমাদের বংশের আদি পুরষ চায়ু দাস মহাশয় তাঁহার লক্ষণ যথা। প্রধানঃ সর্ব্ব বৈদ্যানাং দেবানাং বাসবো যথাঃ, ঋষীণা মিব নারদঃ যথা স্পর্শমণিস্পর্সা দয়োপি যাতি কৃষ্ণতাং, তথা চায়ু কুল স্পর্শাদ কুলীন কুলিনতাং।

১৯। প্রঃ তোমাদের দশক্রিয়া কার্য্য কোন বেদ মতে হয়? ও বেদ কত প্রকার? উঃ। বেদ চারি প্রকার। যথ ঋগবেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ। এই চারি প্রকার। আমদের যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনা শাখার প্রমানমতে দশক্রিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

২০ প্রঃ। তোমার নামের মধ্যে গুপ্ত শব্দ ব্যবহার কর কেন? উঃ।
বৈশ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কহে মুনিগণ।
মাতৃকুলাচার জন্য বৈদ্য গুপ্ত হন॥
আখ্যা বৈদ্য নাম অন্তে গুপ্ত বলা হয়।
গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্য জানিবে নিশ্চয়॥

মুখ্যাষ্ট কুল।

চায়ু কায়ু দুহি পত্ত আর বিনায়ক।
ত্রিপুর শিয়াল গয়ি সিদ্ধ প্রকাশক॥
রাঢ়ে বঙ্গে ধর আট কুলের করেছেবাট।
কুলগ্রন্থে কহেআট সাধ্যকষ্টের বিভ্রাট।
নিয়ম করেছেবিরাট বল্লালসেন সম্রাট।
ছিল দুর্দ্দান্ত প্রতাপ সমতুল্য বরলাট॥

চিহ্নিত কুল সংখ্যা।

কুলীন কুলজ আর বংশজ শ্রোত্রি।
চতুর্ব্বিধ বৈদ্য কুল ডাকৈরের স্মৃত্রি॥
আদি সাধ্য কষ্ট বংশ পঞ্জীতে বর্জ্জন।
মহাকবি গ্রন্থকার সাধ্য বৈদ্যগণ॥
সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে।
ডাকৈরেতে লিখা হয় গোত্রঅনুসারে॥
বিশেষ জানিতে হইলে নামগ্রন্থেপাবে।
মনের সন্দেহ যাহা সমস্ত খণ্ডিবে॥

কুলের গুণ দোষাদি সংখ্যা।

কুল মধ্যে নয় গুণ জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কুল মধ্যে দশ দোষ প্রকাশ ভুবন॥
কুল মধ্যে চারি ভাব সর্ব্বজন জ্ঞাত।
কুল মধ্যে তিন মুক্তি সর্ব্বত্র বিদিত॥
সাতাশ সমাজ ছিল পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত।
তার মধ্যে কত স্থান বাস বিবর্জ্জিত॥

কুল গুণ বা লক্ষণ।

আচার বিনয় বিদ্যা বিশিষ্ট যে জন।
প্রতিষ্ঠা সদ্বৃত্তি তীর্থ দর্শনেতে মন॥
নিষ্ঠা ধর্ম্ম তপ দান করিবেন যিনি।
নব গুণ যুত বলি কুলিন হবে তিনি॥

কুলিনের বংশধর হইবেন যিনি।
তাঁহাকে কুলিন বলে ঘটকের বাণী॥
নব গুণ যুত কিম্বা কুলিন বংশ যিনি।
তাঁহাকে কুলিন বলে সম্মানিত জানি॥

কুল দোষ।

কুল দোষ দশ বিধ ঘটক নির্ণিত।
কুল দোষ করিবে না জ্ঞানী বৈদ্যযত॥
কুল দোষ হয় বটে রাজ দোষ যার।
কুল দোষ হয় বটে স্থান দোষ যার॥
কুল দোষ হয় বটে সম্বন্ধ দোষিতে।
কুল দোষ হয় বটে অভিশাপ হতে॥
কুল দোষ হয় বটে অপবাদ মতে।
সর্ব্ব নিন্দা দোষ হেতু নিয়ম রহিতে॥
কুল দোষ হয় বটে অবৈধ উদ্বাহে।
কুল দোষ হয় বটে দত্তক সংগ্রহে॥
কুল দোষ হয় বটে স্বজন বর্জ্জিতে।
কুল দোষ হয় বটে রণ্ড জন্ম মতে॥
কুল দোষ হয় বর্ত্তমানে পিণ্ড দিলে।
কুল দোষ এই দশ বিজ্ঞ বৈদ্য বলে॥

বৈদ্য ভাব।

বৈদ্য ভাব স্থূল চারি কুলাচার্য্য কয়।
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ভাব চতুষ্টয়॥

বৈদ্য মুক্তি।

বৈদ্য মুক্তি তিন কথা ঘটকের জানা।
কুলযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত আর যে মার্জ্জনা॥

২৭ সমাজ।

সেনহাটী পত্নগ্রাম আর বাগলাড়া।
দাপনদী ও ভূগিলহট্ট শোভলাড়া॥
তেনায়ি তেঘরি দশবাটী ভেড়াপল্ল।
জামতৈল পোড়াগাছা চন্দনী মহাল॥
বারমল্লিকা পাচথুপি বিক্রম পুর।
রৌহাটীকনী নাগেরহাট ইদিলপুর॥
আদকচী মেঘচামী আর কাইটপাড়া।
বুকলিয়া ঝাইঝাড়াশৌলকোপাদাশরা॥
আরপাড়া সহস্থান সাতাশ সমাজ।
প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যগণ তাহাতে বিরাজ॥

কুল মাহাত্ম।

কুল রক্ষা কার্য্য হয় কুলিনের ধর্ম্ম।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণ বুঝিবে না মর্ম্ম॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে রাজ্য।
কুল তুল্য বস্তু নাই সর্ব্ব দেশে পূজ্য॥
কুল তুলনায় কভু বিদ্যা নহে গণ্য।
পিতার বিদ্যায় নহে সন্তানের মান্য॥
কুল তুল্য বস্তু নাই খ্যাতির কারণ।
কুল তুল্য বস্তু নাই স্বজাতি শোভন॥
কুল তুল্য বস্তু নাই বিত্ত কোন ছার।
কুল তুল্য বস্তু নাই জীবনের সার॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে ধন।
কুল তুল্য বস্তু নাই এতিন ভুবন॥
কুল তুল্য বস্তু নাই মানব জীবনে।
কুল রক্ষা চিন্তা করে জ্ঞানী সর্ব্বক্ষণে।

স্থান মাহাত্ম্য।

স্থান ত্যাগ মহাদোষ অবিধির বিধি।
স্থান দোষে থাকিবেনা কুল রত্ন নিধি॥
স্থান ত্যাগ করিবেনা মহজ্জন জ্ঞানী।
স্থান ত্যাগ করিবে না কুলিনাভিমানী॥
স্থান ত্যাগ করিবেনা সুজন মানব।
স্থান ত্যাগে থাকিবেনা বংশের গৌরব॥
স্থান ত্যাগে থাকিবেনা দেশেরসম্মান।
স্থান ত্যাগে থাকিবেনা মনেরআসান॥
স্থান ত্যাগে হইবেক বন্ধু বিসর্জ্জন।
স্থান ত্যাগে হইবেক জ্ঞাতি অদর্শন॥
স্থান ত্যাগে হইবেক কুটুম্ব বিচ্ছেদ।
স্থান ত্যাগে হইবেকগ্রাম্য লোকখেদ।
স্থান ত্যাগ মহাদোষ না করে সুজন।
স্থান রক্ষা করিবেক বৈদ্য কুলগণ॥

কুলীনের দোষ।

সাধ্য দোষ বড় দোষ কুলীনের হয়।
সাধ্য দোষ করিবেনা কুলীন মহাশয়॥
সাধ্য দোষ কুলীনের বংশের অখ্যাতি।
সাধ্যদোষেথাকিবেনাকুলিনেরজ্যোতি॥
সাধ্য দোষে থাকিবেনা কুল তরুবর।
সধ্য দোষে কুলিনেরা হয় অষ্টঘর॥

অষ্টঘর বৈদ্য কথন।

অষ্টঘর বৈদ্যগণ সিদ্ধের সন্তান।
সিদ্ধের সমান নহে সাধ্যের প্রধান॥
রাম নিম বলভদ্র মাধব উচলি।
মহীপতি বরুণ রোষ অষ্টঘর বলি॥
বিক্রমপুরে ঘরবলি অষ্টঘর মানি।
অন্য স্থানে অষ্টঘর না করি বাছানি॥
বিক্রমপুরে অষ্টঘর জ্ঞাত সর্ব্বজনে।
আদান প্রদান সদা কুলিনের সনে॥
বিক্রমপুরে অষ্ট ঘর অতি পরিচিত।
কুলিনের মান রক্ষা করে অবিরত॥
বিক্রমপুরে অষ্টঘর স্থান ভ্রষ্ট নয়।
অন্য স্থানের অষ্টঘর স্থান ভ্রষ্ট হয়॥
অন্য স্থানের অষ্ট ঘর নহে তত মানি।
অপক্রিয়া করে কেহ করে কুল হানি॥
বিক্রমপুর মধ্যেআছে নদীকীর্ত্তিনাশা।
উত্তর দক্ষিণ পারে বৈদ্য বংশ বাসা॥
কুল শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ দুই পারে স্থিতি।
কুল মান রক্ষা জন্য নিয়ত প্রবৃত্তি॥

সাধ্য বৈদ্য লক্ষণ।

সাধ্য বৈদ্য অবিনয়ী ছিল পূর্ব্বাপর।
নব গুণ মধ্যে তারা অষ্ট গুণ ধর॥
সাধ্য বৈদ্যগণ কিন্তু কুল হীন হয়।
বল্লাল বিচারে তারা অকুলীন রয়॥
এইত কারণে সাধ্য সাধ্য ভাবে স্থিতি।
কুলীনত্ব নাহি পায় অবিনয়ী রীতি॥
সাধ্য বৈদ্যগণ বহু ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি।
মান্য জনে মান্য করা নাহিক বিস্মৃতি॥
সিদ্ধবৈদ্য সাধ্য সহ বহু ক্রিয়ান্বিত।
সিদ্ধবৈদ্য অষ্ট ঘরে হবে পরিনত॥

কষ্ট বৈদ্য লক্ষণ।

কষ্টবৈদ্য মহা দোষী সাধ্যবৈদ্য কয়।
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ অনাচারী হয়॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ কুল নাহি মানে।
কষ্ট দোষে বৈদ্যগণ ফিরে অভিমানে॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ হইলে বিদ্বান।
কষ্ট দোষী বৈদ্যকরে পৃথ্বী তৃণজ্ঞান॥

অরি বৈদ্য লক্ষণ।

অরি বৈদ্য মহাদোষী বৈদ্যেরনিন্দিত।
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুলের বর্জ্জিত॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ স্থানত্যাগ করে।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বৈদ্য নাম ধরে॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুল ত্যাগী হয়।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বৈদ্য মধ্যে নয়॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ হয় কুলাঙ্গার।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বরই গোঁয়ার॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ করে কদাচার।
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুলের কুঠার॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ পরিচিত নয়
অরি দোষী বৈদ্যগণ ভিন্নদেশে রয়॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ মান হীন বটে।
অরি দোষী বৈদ্যগণ ধর্ম্ম কর্ম্মে চটে॥
অরি দোষ করিবে না বৈদ্য মহাশয়।
অরি দোষ মহাদোষ জানিবে নিশ্চয়॥
সাধ্য কষ্ট অরি স্থির ঘটক করিবে।
দোষ গুণ ব্যাখ্যাআদি তাহাতেঘটিবে॥

কুল পরিচয়।

কুল সমাগমে কুল-উচিত আদরে।
বংশ মান রক্ষা হয় লোক ব্যাবহারে॥
হেন কুলে না থাকিলে মান পরিচয়।
লোকতঃ ক্রমশ কুল মান খর্ব্ব হয়॥
কুল পরিচয়ে কুল মানের ধারণা।
লুপ্ত না করিতে দেয় সম্মান বাসনা॥
মান জ্ঞান হতে অপমান লজ্জা ভয়।
কুল অনুক্রমে মান রক্ষা হেতু হয়॥
উর্দ্ধ কুল না জানিলে নিজ পরিচয়।
প্রতি পক্ষগণ যদি নীচ কুল কয়॥
সাধারণ নীচ ভাবে করে দরশন।
কুলমান গরবিত নাহি থাকে মন॥
অতি দারিদ্র্যে ও সদা কুল অভিমান।
নীচ বৃত্তি সংগ্রহণে করে বাধা দান॥
ইতরাদি ব্যক্তি গত লভিলে সম্মান।
পরে গুণ হীন বংশে হইলে সন্তান॥
ব্যক্তিগত মান ব্যক্তি সঙ্গে চলে যায়।
কুল মান হীন পুন নীচ পথে ধায়॥
বহু মানী সমপর্কিত নীচ কুল হলে।
ক্রমশঃ বংশের মান বাড়ে সেই কুলে॥
হেন সুসম্পদ সদা কুল ইতিহাস।
যতনে ঘটক রাখে করয়ে প্রকাশ॥
আত্ম গৌরবের কথা আপনি বলিলে।
তত বল নাহি ধরে সাধারণ স্থলে॥
বিশেষতঃ আত্ম-কৃত কুল অহঙ্কার।
নহে প্রীতি প্রদ সদা কলহ ভাণ্ডার॥

সর্ব্ব কুল বার্ত্তা সদা করি অন্বেষণ ।
যতনে রাখয়ে ঘরে কুলাচার্য্যগণ ॥
যেরূপ যুগান্তর ধৃত কুল ইতিহাস ।
কুলাচার্য্য রাখে স্থিত দেশ ইতিহাস ॥
বহু মূল্য কুল তত্ত্ব হলে বিস্মরণ ।
যোগাইতে পারে তাহা কুলাচার্য্যগণ ॥
পরিবারে এরূপ জনে বিশেষ সম্মান ।
জীবিকার জন্য দিবে সমুচিত দান ॥
ঘটক হইবে যদি জীবিকা বিহীন ।
কে রাখিবে কুল তত্ত্ব তব চিরদিন ॥
যদি দৈব বশে কারো বংশলোপ হয় ।
বিলুপ্ত কুল কীর্ত্তি তার কুলতত্ত্ব কয় ॥
গৃহস্থ যদি না বিজ্ঞ ঘটকে জিজ্ঞাসিবে
অশুদ্ধ মৌলিক কালে কুলেতে মিশিবে ॥
দেহ প্রয়োজনে যথা বিজ্ঞ চিকিৎসক ।
কুল প্রয়োজনে তথা সুবিজ্ঞ ঘটক ॥
প্রতিঘরে আছে যথা নিযুক্ত পুরোহিত ।
ব্রাহ্মণের প্রতিকুলে ঘটক নিয়োজিত ॥
কিন্তু লুব্ধ অসাধুর হস্তে পরশন ।
সকল বিষয়ে সর্ব্ব নাশের কারণ ॥
বসিলে তাহার সঙ্গে কালে কুল যাবে ।
বিদিত ঘটকগণে ঘটক জানাবে ॥
বিবাহাদি কার্য্যে যাঁরা উপস্থিত হয় ।
কি বংশ সংশ্রব পূর্ব্বে দিবে পরিচয় ॥
পরিচয় দিতে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
নিশ্চয় হইবে কালে কুল বিপর্য্যয় ॥
সংসর্গ বিবাহ সেবা আচার ব্যবহার
সর্ব্বত্রই প্রয়োজন বিশেষ বিচার ॥

উচিত শাসনে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
অবিচারে কুলক্ষয় রাজরাজ্য ক্ষয় ॥
সর্ব্ব দিকে মোহ সদা করে আকর্ষণ ।
নিশ্চয় পতন যদি নহে নিবারণ ॥
সম উচ্চ কুল যদি গৃহে নাহি আসে ।
সুমেল বলিয়া তব পরিচয় কিসে ॥
হীন মেল সমাগমে মেল নাশ হয় ।
কত না বর্জ্জিত আসি করিবে আশ্রয় ॥
কুলীন সৎবংশ যথা তথায় ঘটক ।
নব স্বাংস যোগে পরস্পর সংযোজক ॥
উচ্চ কুল উচ্চ মান হবে প্রদর্শন ।
ঘটক লেপিবে যদি ললাটে চন্দন ॥
বিবাহ বিশেষ যজ্ঞ কুলের আকর ।
সুবিচারে সদা শুদ্ধ কুল স্রোতধর ॥
অবিচারে ধন, রূপ, শুধু লক্ষ্য হলে ।
দৈব দোষে কুল ক্রমে লুকায় অকুলে ॥
বিবাহ করিতে স্থির পণ্ডিত সদন ।
সুঘটক সন্নিকটে করিবে গমন ॥
স্বাস্থ্যান্বয় যদি পূর্ব্বে নাহি জিজ্ঞাসিবে
বৈবাহিক গুণ দোষ কেমনে জানিবে ॥
কিবা মূল কিসংশ্রব কোথা পূর্ব্ববাস ।
অসন্ধানে পূর্ব্বে কিবা পাইবে আভাস
পরে যদি গুপ্ত দোষ অন্যে প্রকাশিবে ।
প্রতি যোগী নিকটে কিউচ্চশির রবে ॥
নিষ্প্রভ হইতে নিজ কুল অভিমান ।
সহিতে কি পারে কুল অভিমানী প্রাণ ॥
একস্থলে হিন্দুকুলে কেহ কন্যা দিল ।
অন্যরূপ জানি পরে মরমে মরিল ॥

ঘর দেখে কেহ কন্যা দেয় অন্য স্থানে।
পরে জানে ক্রিয়া তার বজ্জিতের সনে
চলিলে নীচের সঙ্গে কালে ক্রিয়াহয়।
ক্রমে নীচ পথে যেয়ে হয় কুলক্ষয়॥
তাই সংক্ষেপতঃ লিখি পূর্ব্ব পরিচয়।
সাধ্য সিদ্ধ নানা ভেদে ভাবের নির্ণয়॥

আদি সাধ্যাদির স্থান নির্ণয়।

শোলকোপা নামে গ্রাম যশোহরাঞ্চলে।
আছে ভরদ্বাজ স্থান বৃদ্ধগণ বলে।
দাস ভরদ্বাজ বাস বিক্রমে প্রধান॥
নপাড়া নামেতে গ্রাম ছিল রাজস্থান॥
চারনিয়া নামে স্থান ছিলেক অপর।
নদী গর্ভে দুই গ্রাম ত্যজে কলেবর॥
বাহেরক গেলা কেহ২কেহ বিদগ্রামে।
চুরাইন অপর স্থান খ্যাত স্ববিক্রমে॥
বানারী ও গুণগ্রাম আর মূলচর।
আটিগাও দ্বি পাড়াদি আছে কতঘর॥
মধ্যে ২ কেহ ২ আছে গ্রামান্তরে।
ভাটীতেমাইলারা গৈলাকেহউজিরপুরে
বাজুভুলুয়ায় কেহ দাড়ুয়ার মেলে।
দৈব দোষে কেহ ২ গিয়াছে চট্টলে॥
দৌলতপুর নামে গ্রাম বল্লভ দি অপর।
থৈভাঙ্গা মস্তকাপুর মৌলিক বৈশ্বানর॥
দৌলতপুর জমিদার বৈশ্বানর ছিল।
যতনে কতেক কালে কুলীন আনিল॥
বিক্রমপুরেতে ছিল শ্রীবাজনগর।
কার্ত্তিকপুরে রামভদ্রপুর গ্রামান্তর॥

উত্তর বিক্রমে আটী, গুণগ্যও আদি।
মালকদিয়া আদি স্থানে বৈশ্বানর স্থিতি
সেনদিয়া মাঝাইরদিয়া মৌলিক শালঙ্কান
ফরিদপুর শালঙ্কান মগ্রাম শাহস্থান॥
যশুরকাটি নারায়ণপুর চন্দ্রহার নলচির
ভাটীতে উজিরপুর শালঙ্কান্পাড়া॥
পূর্ব্বদেশ ভুলুয়াতে কারো দরশন।
কোথা হতে কোথা যায়নাহি নিদর্শন॥
নাহি দেখি ভুলুয়াতে নীতি বিপর্য্যয়।
বিজাতির সঙ্গে নাহি হয় পরিণয়॥
চট্টলের সন্নিস্থান পরগণে দাড়ুয়া।
তাই বুঝি ভুলুয়ার হল কুল হারা॥
কুল হারা কিন্তু তারা বর্জ্জনীয় নয়।
শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সদা ব্রতী রয়॥
মৌদ্গল্যজ সেন কুল বেলতলী গ্রামে।
বিক্রমেতে পরিচিত আছে বাণী নামে॥
মৌদগল্যজ সেন বংশ ভুস্বামী অপর।
দৈব দোষে চট্টলেতে ধসাইলা ঘর॥
ত্রিপুরায় বগাসাইর পরগণায় ছিলা।
কালক্রমে চট্টলেতে বসতি লভিলা॥
সরসি মৃণাল যেন সকণ্টক জলে।
নাহি কি সময়ে দিবা গগণ উজলে॥
বহুগুণী সমুজ্জল এই বংশে হয়।
ভারত রঞ্জন কবি নবীন্ চন্দ্রোদয়॥
মোহিনী কাহিনী যার মারীচিকা জালে
কুলাচার্য্য কহে সেও কল্পতরু মূলে॥
পল্লীতে মৌদগল্য যেন কুলহীন হয়।
কিন্তু চট্টলের মেলে কুলোজ্জ্বল রয়॥

আরো দশ আদি সাধ্য লিখে কণ্ঠহার
কারো ২ কষ্টভাব করিলা প্রচার ॥
দত্তকন্যা পরিণয়ে রবি মহাশয়।
বঙ্গে আগমন কথা চন্দ্র প্রভা কয় ॥
আরো পরিণয় রবি মহারাজ কৈলা।
হিজুর দৌহিত্র দিব্য রাম জনমিলা ॥
মেঘচামী হারকুচি দত্ত বাসস্থান।
খৈভাঙ্গা মস্তকাপুরে দত্তবর্ত্তমান ॥
আদিবাসী মধ্যে দত্ত এই সব গ্রামে।
যতনে কুলীন কিছু আনে কালক্রমে ॥
বোলাসার বাসীদত্তঅধুনা জৈনসার।
বিশেষ শ্রীমান দত্ত বিক্রমে প্রচার ॥
বালীগ্রাম বেজগ্রাম শিয়ালদি অপর।
মালকধিয়া আদি স্থানে আরো কত ঘর
বাজুকে দাসোরা দত্ত সমাজ পতি আর
অতি সুপ্রবীণ দত্ত বহু গুণাধার ॥
নব গ্রাম গণবংশে স্থাপন করিলা।
চৌষট্টি গ্রামের ভুমি কন্যা দানে দিলা।
বলি কল্পতরু যেন ত্রিভুবন দানে।
অবশেষে হারাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
কর্ণধার বংশধর হেনদত্ত গণ।
সাত্তাইশ সমাজ আনি করিলা চন্দন ॥
খ্যাত এই দত্ত কুল অশেষ প্রতাপ।
জমিদারী ছিল যার ছিলিম প্রতাপ ॥
বাজুতে দাসোরা কেন্দ্র সমাজেগণিত।
তথাপিও নহে মান ভেদ বিবর্জ্জিত ॥
বারবাতে অপর দত্ত পরিচিত ঘর।
ভাটী ভুলুয়াতে দত্ত আছে স্থানান্তর ॥

সেন হটে ধন্বন্তরী দেবের স্থাপন।
দেব প্রতিপত্তি কোথা না দেখি এখন ॥
বৌঙ্গাই বাগলাড়া গ্রাম ছিলদেব স্থান।
মস্তকাপুরেতে দেখি দেব অধিষ্ঠান ॥
বিক্রমে বাজুকে মতে দেবের নিবাস।
আছে বলি শুনা যায় লোকতঃ প্রকাশ
কোটালি পাড়াতে কর মজুমদার স্থান
সসম্মানে বৈদ্যগণে দিলা ভুমিদান ॥
ভাটিতে নলচিরা গ্রাম করের বসতি।
যাহার যতনে গ্রামে কুলীনের স্থিতি ॥
বিক্রমপুরে শুনি পূর্ব্বে করের নিবাস।
পরিচিত বৈদ্যগণে দিলা বসবাস ॥
ফরিদপুরে মস্তকাপুরে কর এক ঘর।
অন্য স্থল ভুল্য নকে খ্যাত নাম ধর ॥
বৎেন্দ্রজ ধর বহু বঙ্গে নাহি ধরে।
বাপী ধরবংশ খ্যাতি আছে কণ্ঠহারে ॥
বিক্রমপুরে অচিহ্নিত আছে ঘর কয়।
সিমুলিয়া ধরবংশ পরিচিত হয় ॥
পাঁচথুপীতে আছে নাকি সোম দুইঘর।
আর সোম নাহি দেখি বঙ্গের ভিতর ॥
বৈদ্য রাজ কবিরাজ কবি শিরোমণি।
গঙ্গাধর নাম তার কুণ্ড বংশে জ্ঞানী ॥
মুর্শীদাবাদ জিলা মধ্যে নাম গুণ যশ।
ধর্ম্ম কার্য্যে সদারত সজ্জন পৌরষ ॥
ফরিদপুরে বাস ভুমি ছিল শুনা যায়।
যশ পরিব্যাপ্ত যাঁর বঙ্গের সীমায় ॥
দত্ত কুল চুড়ামণি দক্ষচক্র পাণ।
পঞ্জী পূর্ব্বকাল হতে দত্ত নাম শুনি ॥

করে শ্রীমাধব কর রচিলা নিদান।
প্রাণ রক্ষা হেতু সদা নিদান বিধান ॥
বরেন্দ্রজ নন্দি বৈদ্য সংখ্যা ন্যূন অতি।
বঙ্গেতে নাহিক দেখি নন্দী বংশ স্থিতি
মৌদগল্যজ নন্দি বৈদ্য কুল পঞ্জীকয়।
পণ্ডিত ভোমন নন্দি খ্যাত পরিচয় ॥
সুমহতী-খ্যাতি মান বিজয় রক্ষিত।
বরেন্দ্রে রক্ষিত বৈদ্য বসতি স্থাপিত ॥
অনেকের দোষ, বংশেখ্যাতলোকদেখে
অনিশ্চিত বংশ মূল তারি নামে লিখে
ইহাহতে শ্রেয় বটে অনিশ্চিত মূল।
প্রথম হইতে কোন বংশে লিখা কুল ॥
কিন্তু দেশ পরিচিত বীজীয় নির্ণয়।
না থাকিলে কুলধারা ক্ষীনপ্রাপ্ত হয় ॥
ক্রিয়া গুণে এই সব আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়া হীন হলে সদা কষ্ট পরিচয় ॥
কুণ্ড চন্দ্র রাজ সোম নন্দি আদি কয়।
আদি সাধ্য হইলেও পঞ্জী হীন কয় ॥
সোণারগাঁও মহেশ্বরদি বহু বৈদ্য স্থান।
পূর্ব মৈমন সিংহে আছে বৈদ্য অধিষ্ঠান
নিজ দেশ মধ্যে নাকি নীতিবিপর্য্যয়।
শুনা যায় বহুস্থানে কখন ও না হয় ॥
কিন্তু বাস সরোয়াইল শ্রীহট্ট সন্নিধি।
সেই দেশ সঙ্গে নাকি ক্রিয়া নিরবধি ॥
যদিও হইলে অর্দ্ধ নিবারণ হয় ॥
দারিদ্র্যের চলিত রীতি শোধনীয় নয় ॥
দারিদ্র্য বিষম দায়ে হলে প্রয়োজন।
দিবে কন্যা না করিবে কভু আনয়ন ॥

চুণ্টা কালীকচ্ছ আদি বিখ্যাতসরাইলে
গৃহীত রয়েছে সদা উল্লিখিত মেলে ॥
বহুস্থান এই মেলে মেল বিবর্জ্জিত।
কিন্তু নহে মহা বংশ মাহাত্ম্য বর্জ্জিত ॥
কত্তীবহু এই সব বংশে জনমিল।
বহুগুণে বৈদ্যবংশ নাম উজলিল।
সরাইলে চুণ্টার সেন শ্রেষ্ট পরিচিত ॥
কুল ভেদ এখন ও নহে বিবর্জ্জিত ॥
কুল গর্ব্ব স্থান হেতু মানস্পৃহা রয় ॥
মান চেষ্টা হতে নহে বৃত্তি বিপর্য্যয়।
দারিদ্র্যে ছাড়িয়া স্থান বলি নীচে যায় ॥
শুনেছি অনেক স্থানে প্রবৃত্তি হারায়।
আদিত্য মৌলিক খান বিশ্বাসাদি আ র
শ্রীহট্টে ছিলেক বলি লিখে কণ্ঠহার।
শ্রীহট্টাদি পূর্ব্বদেশ সর্ব্বত্র নিন্দিত ॥
যে নামে কুলীনগণ সদা ভীত চিত।
অন্তদেশ নীচ বৈদ্য এই সব মেলে ॥
কুলীন সমান মানী দৈব দোষ গেলে।
বরেন্দ্রজ আদি-বৈদ্য কষ্ট সাধ্য হয় ॥
রাঢ়াদি বৈদ্যের কুল বরেন্দ্রে না রয়।
বরেন্দ্রেতে তিন কেন্দ্র সমাজের স্থান ॥
বজ্জনীয় না হলে ও বটে হীন মান।
রোহা, চীকনি আর গ্রাম জামতলী ॥
বরেন্দ্র দেশেতে তিন সমাজের স্থলী ॥
বরেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গে ক্রিয়া বহু নাই।
বরেন্দ্র সন্নিধিস্থানে দেখতে যে পাই ॥
দুই ধর ইন্দ্র আর আদিত্য অন্বয়।
আমূলতঃ বঙ্গে ছিল চন্দ্রপ্রভা কয় ॥

বংশজ সাধ্যাদির স্থান নির্ণয়।

আদি বংশজের শ্রেষ্ঠ কমল অম্বর।
পঞ্চ কোটী যাজ পাট সেন ভূম্যাশ্রয় ॥
বংশজ সাধ্যের শ্রেষ্ঠ বঙ্গে বুয়িকুল।
স্থান ভ্রষ্ট হয়ে পুনঃ লব্ধ কুল মূল ॥
বুয়ি বংশ স্থান যথা শ্রুত দৃষ্ট হয়।
জ্ঞান অনুসারে উক্ত হল পরিচয় ॥
আমাটীগ্রাম নাওটানা বিক্রমে মধ্যপাড়া
দক্ষিণে ফুলশ্রী উত্তর হাড়িয়া জাজরা।
উত্তরে সাক্‌বাইল বুয়ি অর্থোন্নত ঘর।
শ্রেষ্ঠ মধ্যপাড়া গ্রাম বিক্রমা আভ্যন্তর
মধ্য পাড়ার ধন্বন্তরি ক্রিয়ান্বিত ঘর।
নিজ গ্রামে সংস্থাপিলা কুলীন নিস্তর ॥
ফরিদপুর ভাটি বাজু দণ্ডপাণি বাস।
আছে বলি বৃদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥
বিক্রমপুর ছিল বলি কহে কণ্ঠহার।
অধুনা কোথাও তার না দেখি বিস্তার ॥
উপরির কোথাও না দেখি অধিষ্ঠান।
হইবেক স্থান লিপি পাইলে সন্ধান ॥
বেজপাড়া নামে গ্রাম কাফরের বাস।
কণ্ঠহারে স্থান নামে রয়েছে প্রকাশ ॥
তেলিহাটী বিক্রমপুর ভাটিদেশ আর।
সাইদাস করে নানা স্থানেতে বিহার ॥
রায়ছত্র সাইদাস প্রতিষ্ঠিত অতি।
রায় ছত্র গরুড় পৃষ্ঠে মাধবের স্থিতি ॥
কোঁয়ারপুর মাধবেরে রায়ছত্র আনে।
ফুলসালী সুপ্রফুল্ল সাহি যত্ন গুণে ॥

বৈদ্য কুলোজ্জল মণি রঘু রা[illegible]নাই
গোপাল অনুজ তার গুণে সীমা নাই ॥
কবীন্দ্র গোপাল বৈদ্য গ্রন্থ বিরচিলা ॥
বিস্তৃত সমাজে চির কীর্ত্তি সংস্থাপিলা।
কোয়রপুর তাজপুর ফুল্লসালী আর।
ভাটীতে অনেক স্থান সাহিতে বিস্তার ॥
আহা কুল শিরোমণি গোপাল জামতা
নাবুঝিয়ে স্বকুলের ত্যাজিলা মমতা ॥
ধর্ম্মাজ্ঞন দিব্য রত্ন শ্রীগুরু প্রসাদ।
আত্ম-কুল হতে ভাল বাসিলা বিসাদ ॥
চির ভদ্র বৈদ্য কুল শীর্ষে যার স্থান।
কি ভাবি সেস্থান হতে করিলা প্রস্থান ॥
কত রাজতুল্য লোক আছে বৈদ্যকুলে
ঠাকুর বলিয়ে যারে তুলে লয় কোলে ॥
কেন রাজ পূজ্য আত্ম কুলের সম্মান।
নাকরে না করে যেন কেহ প্রত্যাখ্যান ॥
অর্থে রাজা হয়ে পুন দারিদ্র্যে নফর।
চির ভদ্র কুল হতে নহে শ্রেষ্ঠতর ॥
অর্থ হলে অর্থ যাবে কহে কণ্ঠহার।
কর স্থায়ী কুল যাহি কর পরিহার ॥
পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্ব্বে ছিলা বৈদ্যকুলে।
ভারতে প্রসিদ্ধ কত গ্রন্থ বিরচিলে ॥
কবি হেন বিজ্ঞ কুল আদেশ লঙ্ঘন।
না কর ঘটক কহে বিপথ গমন ॥
রয়েছে কায়স্থ কুলে শ্রীচন্দ্রমাধব।
স্বদেশে স্থাপিলা কুল সম্পদ বিভব ॥
বারবাহি আঘাতে কত রাজ কুল ছিলা
বিস্ময়ে আপন কুল কেহ না ত্যজিলা ॥

বৃটিশ রাজত্বে তার আদর্শ উদ্ভব ।
কায়স্থ কুলের চন্দ্র শ্রীচন্দ্রমাধব ॥
ধন্য উকীলকালীমোহন ছিলা
হাইকোর্টে ।
কলিকাতাঘাটে যাঁর ছত্তরাজি অদ্যে
দালান ফাটে ॥
বৈদ্য কুল মণি বহু দিন না বাঁচিলা ।
ফিরিয়া স্বদেশে অল্প কালে লুকাইলা ॥
দাতব্য ঔষধালয় নিজ গ্রামে দিলা ।
স্বর্গের সোপান আত্ম দেশে সংস্থাপিলা
সুযোগ্য অনুজদ্বয় দিলা জাতি দান ॥
হয়েছে কি বিনিময়ে লব্ধ পরিত্রাণ ।
কি ভাবিয়া সুসম্ভ্রান্ত জাতি ত্যাগিলা ॥
ভাবী পতনের পথে আত্ম কুল নিলা ।
শুনিয়াছি সুপ্রাচীন পাতশাহি ফর্জ্জন ॥
কতনা করিলা কালে জীবন্ত গ্রহণ ।
ধুপ দীপে নমস্কার করে আর্য্য কুল ॥
পুন উল্টে দেখে ব্রহ্ম সমাধির মূল ॥
সাংখ্য পাতঞ্জল আদি দিব্য দর্শন ।
নিগূঢ় তত্ত্ব কি ধরে আইন্ আর কানুন্ ।
সুদৃঢ় যত্নের সন্ধি না হতে স্থাপন ।
পিতৃকুল ত্যাগ কিবা অগ্রে প্রয়োজন ॥
সিদ্ধি কাঠিগ্রামে শাহি প্রতিষ্ঠিত হয় ।
মূল হেতু অনায়াসে কুলীন বিজয় ॥
সাআইশ সমাজমধ্যে ভাগ্নি শাহি ছিল
সিদ্ধিকাঠী নিজাকর শোধন করিল ॥
সিদ্ধিকাঠী সিদ্ধঘাট নিজ সমাজের ।
অদূরে তীর্থ লীলা কুল বিহীনের ॥

কত রাজতুল্য লোক ছিলা বিক্রমপুরে ।
একগ্রামে এত কুল বিক্রমে না ধরে ॥
কিন্তু কুল সংস্থাপক বিক্রমে প্রধান ।
কুলীন দেবতা শ্রম সুমেরু সমান ॥
শ্রীবল্লাল রঘুরাম শ্রীরাজবল্লভ ।
হিমাচল চূড়াতুল্য যথায় সম্ভব ॥
বাজু মেলে সুয়াপুর মৌলিক পঞ্চ কয় ।
হইলা প্রসিদ্ধ বৈদ্য নিবাস আশ্রয় ॥
ক্রমে কালে ঘর কয় কুলীন স্থাপিলা ।
কুটুম্ব সম্পদে গ্রাম শোভা সম্পাদিলা ॥
সুয়াপুর দাসোরা দুই লিখা কণ্ঠহারে ।
বহুকাল দুই গ্রাম পরিচয় ধরে ॥
ভাটিতে ফুল্লশ্রী গেলা, ভব দাস স্থান ।
সংযুক্ত ভবের কুল বহু ক্রিয়াবান ॥
ফুল্লশ্রীতে দোষাশ্রয় লিখে কণ্ঠহার ।
বহু কুলাগমে হবে দোষ পরিহার ॥
কুলীন স্থাপনে সাধ্য সুপবিত্র হয় ।
সমাজ প্রকৃতি এই চিরস্থির রয় ॥
ভায়ুরাম নিবসতি কোথাও না শুনি ।
ফুল্লশ্রীতে ছিল নাকি বিড়াল নিছনি ॥
অমৃত মঙ্গলানন্দ সত্যবন্ত আর ।
ছোট ঘর দুই অমৃত বিক্রমে প্রচার ॥
যাহেরক মধ্যপাড়া সত্য বস্তু স্থান ।
মঙ্গল কার্ত্তিকপুরে চির অধিষ্ঠান ॥
*মধ্যপাড়ার বস্তুত্তরি ক্রিয়ান্বিত যত ।
কার্ত্তিকপুরেরমঙ্গলানন্দ তা সবারপর ।
মঙ্গলানন্দের মধ্যে কেহ ক্রিয়ান্বিত ।
স্থানক্রিয়া দৃষ্টে তাব সমাজে গণিত ॥

বংশজ কষ্টাদির স্থান ।

গুপ্তবংশে মহৎ স্বল্প দুই অধিকারী ।
সপ্ত ভ্রাতৃকুল আর গুপ্ত ধন্বন্তরি ॥
গর্গির অঙ্ক আত্ত মান স্বর্ণ পীঠ আর ।
শক্তি গোত্রোদ্ভব ভব পঞ্চ লিখে কণ্ঠহার
বল্লালের অগ্রে সবে কষ্টত্ব পাইল ।
ইহাদের প্রতিপত্তি কোথাও না ছিল ॥
ছাটী দেশে আছে নাকি স্বর্ণপীঠ স্থান
ক্রিয়াগুণে ক্রমেকালেকরিলা উত্থান ॥
পাল্টী দেখি ইহাদের ভাবের নির্ণয় ।
পাল্টী ও ক্রিয়ার সদা ভাব পরিচয় ॥
উপাধিতে সেন্ দাস গুপ্ত তিন কুল ।
বৈদ্য মধ্যে অদ্য হতে ধরে উচ্চ মূল ॥
কিন্তু ক্রিয়া পাল্টী দৃষ্টেভাবের বিধান ।
উচ্চ মূল কাহারোবা আর্ত্তিনিম্ন স্থান ॥

সিদ্ধাদির শ্রেণী ভেদ ।

ভাবাদি সদ্ভাব স্থির বিরাম ভ্রষ্ট আর ।
আদি তিন সিদ্ধ ভাব গ্রন্থের বিচার ॥
ভ্রষ্টভাব হলে সিদ্ধ সাধ্যে পরিচয় ।
পালটীমেল ক্রিয়া দৃষ্টে ভাবের নির্ণয় ॥
ক্রিয়া কার্য্য সদাচারাদি-শুচির সদ্ভাব ।
দোষ গুণাধিক্যে রত কুল স্থির-ভাব ॥
দোষগুণাধিক্যে স্থিত বিরাম লক্ষণ ।
গুণাভাবে দোষাধিক্যে কুল ভ্রষ্ট জন ॥
সদ্ভাবে ও পঞ্চ ভেদ ক্রম অনুসারে ।
ক্রিয়া গুণ দোষে ধৃত ঘটক বিচারে ॥

সংসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ তথা বিসিদ্ধ তিন কয় ।
সংসিদ্ধ সুসিদ্ধ সিদ্ধসিদ্ধ ভাব ছয় ॥
স্থির ও বিরাম শুদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরে ।
তদূর্দ্ধের পঞ্চভাব সদ্ভাব অন্তরে ॥
আদি তিন ভাব ধৃত কুলীন সংখ্যায় ।
পর তিন প্রতিষ্ঠিত কুলজ সংজ্ঞায় ॥
মহোজ্জ্বলোজ্জ্বল ভাব সংসিদ্ধে গণিত ।
নিরাবিল নির্ম্মল প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ॥
শিষ্ট শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্টক বিসিদ্ধ ভাব এয় ।
তৃতীয়ের তিন ভাব কুলজে নির্ণয় ॥
মহোন্নতোন্নত দুই ভাব সংসিদ্ধের ।
সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠক ভাব সুসিদ্ধের ॥
এই দুই ভাব জাত সদ্ভাব কুলজ ।
স্থির ও বিরাম সিদ্ধমাত্র কুলজ ॥
বিরাম ভাবেতে যদি থাকে বহু দিন ।
বংশ বংশজত্ব পায় কুলজত্ব হীন ॥
ভাব দৃষ্টে যেই কুল যে পর্য্যায় স্থিত ।
সেই পাল্টী হতে যদি না হয় বর্জ্জিত ॥
যদিও না হয় কুল পর্য্যা বিপর্য্যয় ।
ক্রিয়া দোষে অবশ্যই মলিন সে হয় ॥
ভাব ভেদে স্বপর্য্যায়ে পণ ভেদাচার ।
এখনো রয়েছে কুলাচার ব্যবহার ॥
উজ্জ্বলে উজ্জ্বলে কার্য্যে বিভিন্ন পর্য্যায় ।
যে নিয়মে সদা উচ্চ পণ লেখা যায় ॥
উজ্জ্বলে ও অনুজ্জ্বলে যদি কার্য্য হয় ।
সম্বন্ধ দেখিয়া হয় পণ বিপর্য্যয় ॥
বংশজ হইতে প্রাপ্ত পণের নিয়ম ।
সর্ব্বোচ্চ ত্রিকন্যা পণ ক্রমে নিম্নক্রম ॥

পণ সঙ্গে বাধিয়ানা আর ব্যবহার।
পণ পত্রে লিখা যায় আছে ব্যবহার॥
সিদ্ধে সিদ্ধে ব্যবহার নাহিক পদ্ধতি।
বংশজও সাধ্যাদি হতে ব্যবহার নীতি॥
সিদ্ধ গৃহে উর্দ্ধ কুল সমাগত যদি।
বস্ত্রদানে লৌকিকতা চলিত পদ্ধতি॥
ভাব নির্ণয়েতে পুন কুলীনাদি ভেদ।
উচ্চ মধ্য নিম্ন এই ত্রিবিধ প্রভেদ॥
মহোজ্জল সুনির্ম্মল উচ্চ কুলে ধৃত।
প্রকৃষ্ঠ শ্রেষ্ঠাদি সদা মধ্য কুল স্মৃত॥
মলিন কুলাদি সদা নিম্ন কুল কয়।
দীর্ঘ কাল বিরামেতে বংশজ নির্ণয়॥
কুলত্যাগে সাধ্য ভাব ভাব গ্রন্থে লিখে।
পালটী পণ দৃষ্টে কুল স্থান নিবে দেখে॥
ভ্রষ্টভাব সাধ্যগণ শ্রোত্রীয় সংজ্ঞিত।
কুলজ সাধ্যাদি তাহে অতি প্রতিষ্ঠিত॥
কুলাশ্রয় শ্রোত্রীকুল সাধ্যের প্রধান।
কুলীন দেবতা প্রায় সুমেরু সমান॥

কষ্ট ও অরি ভাব।

অযোজ্য সংশ্রবী যেই বৈদ্য কুলোদ্ভব।
তাহার সহিত যার সাক্ষাৎ সংশ্রব॥
অরিকুল বলি গণ্য হেন বৈদ্যগণ।
নিত্য পরম্পরা যোগে বৈদ্য কষ্ট হন॥
হীন বৈদ্য প্রতি যথা-সমাজ শাসন।
চলিত সুনীতি সদা কুল সংরক্ষণ॥
যদি মেল সমুচিত শাসন না থাকিত।
এত দিনে বহু বৈদ্য বর্জ্জিতে মিসিত॥

ঘটক কহিছে শুন বৈদ্য বংশধর।
স্থায় দণ্ডে না হইও লজ্জিত অন্তর॥
উচিত শাসনে যদি চক্ষু লজ্জা হয়।
কুলীনের কুলক্ষয় রাজ রাজ্য ক্ষয়॥
কুলীনের কুলনষ্ট ভোজনাসন দোষে।
না রাখিলে নিজমান মানথাকেকিসে॥
ব্যবহারে কুলাকুল হইলে সমান।
কিছুই নারহিবেক মানী কুল মান॥
ব্যবহারে যে কুলের মান নাহি রয়।
তার সঙ্গে কার্য্যে কিসে মান বৃদ্ধি হয়॥
কুলমানে না থাকিলে ক্রিয়াআকর্ষণ।
প্রতি কন্যা দানে হবে অর্থ প্রয়োজন॥
যে লজ্জায় মান ধন সর্ব্বস্বের ক্ষয়।
পুরুষ উচিত নহে হেন লজ্জা ভয়॥
কিন্তু যিনি যেই মান পাইতে উচিত।
না দিলে সে মানহবে নীতি বিবর্জ্জিত॥
কুলীন কুলজ আয় বংশজাদি ত্রয়।
সাধ্য কষ্ট অরি ছয় ভাবের নির্ণয়॥

ধন্বন্তরি গোত্র সেনবৈদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রাজ টীকা কুল টীকা ধন্বন্তরি শিরে।
সেন ভূমে রাজা শ্রীহর্ষ দণ্ড ধরে॥
শ্রীহর্ষের দুই পুত্র কমল বিমল।
কমলের পিতৃ রাজ্য ভোগ কর্ম্মফল॥
বঙ্গ দেশে বিমলের পুত্র বিনায়ক।
গুরুকে রাখেন বাধ্য হইয়ে সেবক॥

বিনায়ক দুই পুত্র জেষ্ঠ্য ধন্বন্তরি।
দ্বিতীয়েতে শুক সেন শাস্ত্র অধিকারী॥
ধন্বন্তরি সেন পুত্র দুই পক্ষে ছয়।
গুপ্ত কন্যা গর্ভ জাত চারিটী তনয়॥
কামাস্ত, কার্পটী, রোষ চারি সদাশয়।
গুপ্তের দৌহিত্র বলি দেয় পরিচয়॥
সদাচার সাধু শীল ধর্ম্মবন্ত অতি।
বিমাতার অন্ন ত্যাগে গেল কুলজ্যোতি॥
নাগ কন্যার গর্ভে জন্ম দুই মহাশয়।
গাঙ্গেয়ী ও শাম্ভু সেন সরল হৃদয়॥
সুচরিত্র বিদ্যাবন্ত বিনয় প্রকৃতি।
পিতৃ মাতৃ সেবা কার্য্যে অনুক্ষণস্থিতি॥
গুরু দ্বিজে ভক্তি সদা মধুর বচন।
আত্মীয় বান্ধব গণে করে আলিঙ্গন॥
তাদের বিনয়ে বাধ্য সকল সমাজ।
কুলের গৌরবে তারা রয়েছে বিরাজ॥
শোভাকর নাগ কন্যা পতি ধন্বন্তরি।
বিনয়ী নাগের কন্যা অতীব সুন্দরী॥
দৈব বশে বিভা করে গাঙ্গেয়ীর পিতা
কুল দোষ নাহি লিখে কুল গ্রন্থ কৃতা॥
চন্দ্রের অমৃতে জীব আয়ু দীর্ঘতর।
চন্দ্রের কিরণ লাভে শান্তি কলেবর॥
চন্দ্রের কলঙ্কে যথা গৌরব বিশেষ।
গাঙ্গেয়ী কুলেরদোষে প্রসংশা অশেষ॥
ধন্বন্তরি নাগের যা কি করিবে লিখে।
আদি মূল ছিল বলি গৌরব প্রকাশে॥
গাঙ্গেয়ীর ছয় পুত্র বিখ্যাত ভুবন।
তার মধ্যে হিঙ্গু সেন কুল শ্রেষ্ঠ হন॥

রাঢ় দেশ ত্যাগ করি সেনহাটী ধামে।
নিয়ত বসতি তথা সুখ্যাতি সম্ভ্রমে॥
হিঙ্গুসেন অষ্ট পুত্র বিধির সৃজন।
উচলী উমন সেন আর বিকর্ত্তন॥
বল ভদ্র মহামতি শান্ত শীল জন।
এই চারি সহোদর কুলের ভুষণ॥
জেষ্ঠ্য পুত্র উচলীর অত্যন্ত সম্মান।
নারায়ণ কার্ণে দিলা দুই কন্যা দান॥
যশোর সমাজ পতি বিজয়াধিকারী।
সেনহাটী বাসগ্রাম উচলী ধন্বন্তরি॥
রাঢ় হতে দিবাকর বংশ চণ্ডীবরে।
বিজয় আনিলা বঙ্গে বহুযত্ন করে॥
অরবিন্দ বংশসঙ্গে একদেশ বাসে।
রহিলা শ্রীচণ্ডীবর সমতুল্য যশে॥
বেন্দার উচলী বংশ মধ্য কুল রয়।
স্থানান্তরে পূর্ব্ববাসী কুল হীন হয়॥
উচলীর বংশধর চির রূপধর।
প্রার্থনীয় নাহি হয় রূপের অন্তর॥
রূপবল রীতি বুদ্ধি থাকে কুল ধারে।
কুলদার বরে সুক্ষ্ম বিবাহ বিচারে॥
সম্প্রতি উচলী স্থান বেন্দায় প্রধান।
নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কারো বাসস্থান॥
আউটসাহি মাশরিয়া বিক্রমে দুই স্থান।
বাহন ক্রিয়াদি দৃষ্টে বিদিত সম্মান॥
তুলালি থৈভাঙ্গা গ্রাম দৌলতপুর নামে।
ফরিদপুরে উচলীর বাসস্থান ক্রমে॥
ফয়ত্তাবাদ সৈয়দপুর মধ্দিয়া গ্রাম।
নাগুড়া বরাট ময়না বেলগাছি নাম॥

এই সব গ্রামে নাকি উচলীর বাস।
আছে বলি বৃদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥
ভাটীতে কোটালি পাড় ফুল্লশ্রী চন্দ্রহার
যোলক মাইলাড়া বাস লোকতঃ প্রচার ॥
খৈনসাকোঠা উজিরনাবাণপুরে কারস্থান
কীর্ত্তিপাশা পনাবালিয়া বীটনা বেলদাখান
বেন্দার উচলী বাস অধুনা যেখানে।
পাল্টী ভাবে চলে নাকি মধ্যকুল সনে ॥
কিন্তু বংশভেদে বহু উচলী সন্তান।
কুলজ সাধ্যের মেলে লভিয়াছে স্থান ॥
কর্ম্ম দোষে উচলী সম্বন্ধেতে ন্যূন।
মানির সন্তান হৈয়ে আছে কিবা গুণ ॥
উচলী সমাজ পতি পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত।
বহুলোক মধ্যে ছিল অতি সম্মানিত ॥
ডমন দ্বিতীয় পুত্র মহামানী হয়।
ভাগ্যগুণে হৈল তার দুইটী তনয় ॥
ডমনের তুম্বু নাম রাঢ়ে প্রকাশিত।
বঙ্গেতে ডমন নাম সর্ব্বত্র বিদিত ॥
রবিসেন কবিসেন ডমন তনয়।
চন্দনী মহালে রবির রাজ্য লাভ হয় ॥
মহারাজ রবিসেন মহামণ্ডল খ্যাতি।
চন্দনী মহালে তার অত্যন্ত সুখ্যাতি ॥
রবিসেন মহারাজ চন্দনী মহালে।
প্রভাকর সম প্রভ জ্বলে যার কুলে ॥
কুল শ্রেষ্ট বিকর্ত্তন সেনহাটীতে ঘর।
রবির খুল্লতাত তিনি প্রশংসা বিস্তর ॥
রাম লক্ষ্মণ কন্দর্প শত্রুঘ্ন সুকৃতি।
বিনায়ক ভরতাদিত্য বঙ্গদেশে স্থিতি ॥

নরসিংহ দামোদর আর মহেশ্বর।
শ্রীপতি সহিত চারি রাঢ় দেশে ঘর ॥
রবির এই একাদশ পুত্র নিরূপণ।
প্রকাশ বঙ্গেতে মাত্র আছে সপ্ত জন ॥
হিঙ্গুর দৌহিত্র রাম কুল নিষ্ঠাবান।
পিতৃ ক্রোধে কুল গ্লানি সাধ্যের প্রধান ॥
পিতৃ শাপে রামের কুল গেল বনবাস।
ঘটক করিছে ইহা ডাকিয়ে প্রকাশ ॥
রাজপাসা গ্রামে ছিল রাম সিংহাসন।
উজ্জ্বল কার্ণকুণ্ডল কর্ণের ভূষণ ॥
কন্যা দানে সপ্তসংখ্য গ্রাম সমর্পিলা।
অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন কল্পতরু হৈলা ॥
রাম বংশে খ্যাতদুই চৌধুরী মজুমদার।
ধন কুল বিদ্যা যশ চির সুবিস্তার ॥
জলদা বরণে যথা কুমুদ বান্ধব।
নিষ্প্রভ হইল তথা রামকুলোদ্ভব ॥
কুলীন কুল কেশরী ছিলা রামবর।
আজিও রবির করে সাধু খ্যাতি ধর ॥
রামে মার্কণ্ডেয় কুল বাজুদেশে গেলা।
সম্বন্ধ দোষেতে সাধ্যে নিন্দিত হইলা ॥
প্রভাকর পুত্র বঙ্গ কৃষ্ণ গুণাকর।
সম্বন্ধ দোষতঃ বঙ্গ সাধ্য ভাব ধর ॥
কৃষ্ণসেন বংশধর মধ্য ভাবাশ্রিত।
কোথায় লুকাল কৃষ্ণ নাহিক নিশ্চিত।
গুণাকর সুতকবি বল্লভ কংসারি।
হ্রষিকেশ গুণার্ণব তনুজ তাহারি ॥
হৃষীকেশ হতে জাত শ্রীহরি চরণ।
শ্রীমোবল্লভ বাণী কান্ত সুনন্দন ॥

প্রথম কবি ভারতী কবি ডিণ্ডিম অপর।
তৃতীয় শ্রীবাণীকান্ত সুকবিশেখর॥
কন্যা এক বৃহস্পতি করিলা গ্রহণ।
অরবিন্দ কুল শ্রেষ্ঠ সংকুল ভূষণ॥
বৃহস্পতি হৈতে কবি কুল উজলিল।
সিন্ধু ইরাবতী স্রোত একীকৃত হৈল॥
হৃষীকেশ কুল সর্ব্বে সদগুণ অশেষ।
রাম সেন দূরদৃষ্ট আগত বিদেশ।
শ্রীবিক্রমে সর্ব্ব হৃষীকেশ কুলধর।
অতি প্রতিষ্ঠিত কেহ কেহ ভাবান্তর॥
কুলজ্ঞ সাধ্যের শ্রেষ্ঠ খ্যাত অষ্টকুল।
বান্ধিলা ঘটক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টে মেল মূল॥
বিক্রমের অষ্টঘর মুখ্যশ্রোত্রী প্রায়।
কুলীন আশ্রয় যথা কুল রক্ষা পায়।
শ্রোত্রী সঙ্গে ব্রাহ্মণের চারিমেল স্থিতি
গণিত ব্রাহ্মণ কুলে সমাজ বসতি॥
বৈদ্যের কুলীন তথা শ্রোত্রীয় সহিত।
চির বাসে সদা মুখ্য সমাজে গণিত॥
অষ্ট ঘরে শ্রেষ্ঠ কুল রাম কাল ক্রমে।
রাজপাসা মুখ্যস্থান বিদিত বিক্রমে॥
আইকাধল নাম গ্রামে এক শাখা বায়।
নদী আক্রমনে বাস নীত বাসিরায়॥
কোটাপাড়া গ্রামে নাকি অন্য শাখাধরে।
মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ আছে গ্রামান্তরে
বল্লভদি খালিয়া বেড়াভঙ্গা পাচচর।
সামিলে ফরিদপুরে আছে কতঘর॥
বিক্রমপুর হৈতে নাকি যেয়ে হল স্থিতি।
[illegible]নদিয়া নামে গ্রামে অপর বসতি॥

পাচ্চর ভরতাদি সঙ্গে সদা বাস।
যেখানে ভরত নাকি ন্যূনেতে প্রকাশ॥
ভাটীতে গৈলাদি গ্রামে আছে কয় ঘর।
বিনায়ক আদি নাকি তথা শ্রেষ্ঠতর॥
উষাপতি গঙ্গাধর লক্ষণ সন্ততি।
আদ্য কুল শ্রেষ্ঠ পর কুলাধম স্থিতি॥
কংশারি ও শশিধর উষাপতি হতে।
শশিধর মহোজ্জল ভাবগ্রন্থ মতে॥
অতি অনুচিত ক্রিয়া কংশারিকে পায়।
স্বদেশ ছারিয়া পরে লাখরিয়া যায়॥
শত্রুঘ্নেতে বিশ্বনাথ কুলভ্রষ্ট হল।
ক্রিয়াযোগে বিদেশেতে নিবাস লভিল॥
হিমাংশু নির্ম্মল কুল ভগীরত ছিল।
রঘুনন্দনের বংশ ন্যূনত্ব পাইল॥
বিনায়ক বংশ হৈল বাঠ ও দোষিত।
কুল হীন হয়ে হল সাধ্য ভাবাশ্রিত॥
হইল মলিন কুল ভরত [illegible]।
বাজুদেশে ভরতের নিবাস [illegible]॥
কিন্তু পাল্টী দৃষ্টে সদা ভাব পরিচয়।
সর্ব্বস্থানে সমভাবে সদা নাহি রয়॥
লক্ষ্মণ আদিত্য আর কন্দর্প মহান।
শত্রুঘ্নের ক্রিয়া জন্য মধ্য কুল স্থান॥
বিনায়ক ভরত হয় কুল হীন দোষী।
তজ্জন্য তাহারা কিন্তু নানাদেশ বাসী॥
তাহাদের বংশধর কেহ যশোহরে।
পাল্টী থাকা দৃষ্টি হইলে কুলীন বলি তারে॥
আদিত্যেতে গোপীনাথ কুল মহোজ্জল
মধুসূদনের কুল সাধ্যে অনুজ্জল॥

গোবিন্দের কুল গেল যাসী বিয়া করি।
পঞ্জি অনুসারে নাহি বুঝি ধন্বন্তরি॥
বিনায়কে রতিনাথ
নাগাদিতে যঅধঃপাত।
কামাত্ত কার্পটী রোষ,
সাধ্যত্ত ভাব শলু কর্ম্ম দোষ॥
পিতৃ মন্যু জন্য কুল শীল ত্যাজ্য।
তথাপি সদ্বংশ গুণাত্ম পূজ্য।
কবিসেন বংশ ধর সপ্ত জন হয়॥
তন্মধ্যে কেহ কেহ সাম্য ভাবে রয়॥
মধ্যকুল বলি কেহ আছে পরিচিত।
কবির সন্তান কিন্তু প্রশংসা রহিত॥
কবি শূলপানি বংশ কষ্ট ভাবাশ্রিত।
কোথায় সে শূলপানি নাস্তিক নিশ্চিত॥
পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপ করিয়া বিচার।
অসন্ধানে মুরারি না লিখে কণ্ঠহার॥
অতীব সম্মানী বংশ নির্দ্দোষ আচার।
বিক্রমপুরে দেখি তার বিশেষ বিস্তার।
কাচাদিয়ার রোষ বলি খ্যাত্ত পরিচয়।
শঙ্করের অশ্ব পাটী ছিল ডাকে কয়॥
কাচাদিয়া নদী গর্ভে হয় পরিণত।
কামারখাড়া স্থায়ীভাবেবসতি নিয়ত॥
কাচাদিয়া গ্রামে ছিল বাবুর বাহার।
বাবু পরিচয়ে খ্যাত রোষের বিস্তার॥
বহু ক্রিয়ান্বিত এই রোষ কুলধন।
ধর্ম্মাঙ্গন উমাপতি স্থাপন করিল॥
বিদ্যাধর মুরারির রোষের সন্তান।
সিদ্ধের সন্তান মধ্যে সাধ্যের প্রধান॥

কাচাদিয়া গ্রামবাসী রোষবংশ ধর।
গোপাল বিশ্বাস ছিলা বহু গুণধর॥
হইয়া উৎপাত গ্রস্ত চৌধুরীর হাতে।
অভিযোগ জন্য গেলা নবাবসাক্ষাতে।
বালকে অশেষ গুণ করি দরশন।
নবাব হৃদয়ে হল স্নেহ আকর্ষণ॥
কিছুদিন রাখি তারে নিজ দরবারে।
বন্দোবস্তদিলা নাকি সমগ্রবিক্রমপুরে॥
শুনিয়া চৌধুরী করি রাজদরবার।
বারআনি জমিদারি রাখে আপনার॥
চারি আনি জমিদারি গোপালপাইলা।
বাবু খ্যাতি ধর তার বংশধর হৈলা॥
বহুগুণ বন্ত লোক জন্মে এইকুলে।
দেখিলাম কয়জন অবশেষ কালে॥
মুন্সী শ্রীদুর্গাচরণ জয়করি তারিণী।
গোলোকরাধানাথ গুণেরোষ কুলমণি॥
কার্ণ বংশ ধরকরে রোষবংশ জ্যোতি।
কার্ণের সংস্পার্শে হয় রোষ কুলোন্নতি॥
ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল রোষের আশ্রিত।
বিপ্রকুল ঘটকেরা রোষানু গৃহিত॥
ব্রাহ্মণ ঘটকগণ বাতিক্ত ব্রাহ্মণ।
অপর জাতির অর্থ না করে গ্রহণ॥
ইহাই নিয়ম বটে সর্ব্বত্র বিদিত।
রোষের অর্থের মান্য না করে বর্জ্জিত॥
ব্রাহ্মণ সমাজ পতি রোষ বংশধর।
রোষের সন্তানে করে ব্রাহ্মণে আদর॥
তারিণীপ্রাসাদ সেন রোষবংশ ধর।
ভূলুয়ার নায়েবিতে খ্যাত নামধর॥

নোয়াখালী কুমিল্লাতেছিলেনদেওয়ান।
কৃতী শ্রেষ্ঠ শ্রীগোলোকে বিশেষ সম্মান॥
তারিণী গোলোক দুই অভেদ অন্তর
সর্ব্বকার্য্য যুক্তি মতে করে নিরন্তর॥
গোলোক দরিদ্র ছিলা ভূস্বামী হইলা
নিজ গুণে আত্মকুল উজ্জ্বল করিলা॥
ব্রতাদি পঞ্চাগ্নি তুল্য ধর্ম্মকার্য্য কত।
গোলোক করিলা বহু শাস্ত্র সুসংগত॥
বরিশাল জিলা মধ্যে চির নিদ্রা হয়।
তারিণীপ্রসাদ সেন কাশীধামে লয়॥
বিক্রমপুর পাচ্চর পনাবালিয়াতে।
রোষের বসতি স্থান পূর্ব্ব লিপি মতে॥
পাচচর বাবু বংশ ক্রিয়ান্বিত অতি।
স্নান ক্রিয়া দৃষ্টেসদা লব্ধকুল খ্যাতি॥
রোষে চৌধুরীর বংশ পনাবালিয়ায়।
পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায়॥
পনাবালিয়ায় রোষ বহু ক্রিয়াবান।
কুলীন আশ্রয় সদা বিশেষ সম্মান॥
সরকার লস্কর ভুঞা সেন মজুমদার
সোণারঙ্গ নিবসতি সর্ব্বত্র প্রচার॥
রোষ বংশে বিদ্যাধর সোণারঙ্গে বাস।
সর্ব্বদা কুলীন সঙ্গে কুল কার্য্যে আশ॥
রমাকান্ত শ্রীহরিকে ঘটক ডাকেরে।
রোষ মধ্যে পরাপরি ক্রিয়া দোষেশ্বরে॥
কিন্তু বহু ক্রিয়া গুণে পাইতে সম্ভাব।
সদা ব্রতী লাভ জন্ম জাতি পূর্ব্ব ভাব॥
শুনিয়াছি সূর্য্যসেন সিদ্ধি লাভ করে।
সিদ্ধি পরিচয় তার কুলস্রোত ধরে॥

কুল সুকুসম কত করি আহরণ।
কুলের উদ্যানে বহু করিলা স্থাপন॥
সোণারঙ্গে সুবর্দ্ধিত কত সিদ্ধকুল।
বিক্রমপুরে কোথাও না দেখি সমকুল॥
ছয়গ্রাম রত্নকুল যে কুলে আশ্রয়।
ধন্য ধন্য কুল কীর্ত্তি রোষ মহার্ণয়॥
কুলশ্রী সতত কুল লক্ষ্মীর কৃপায়।
বিনয়ে প্রণত হও কুলদার পায়॥
কখন না আসে যেন আত্ম অহঙ্কার।
চক্ষু মাপে গুণ হয় আপনি প্রচার॥
কুলাচার্য্যগণ যাচে জননীর পায়।
বৈদ্যশ্রী বর্দ্ধন সদা জননী কৃপায়॥
হিঙ্গুর চতুর্থ পুত্র বলভদ্র জ্ঞানী।
ভাগ্য দোষে তার কুল হইয়াছে হানি॥
দুই দোষে বলভদ্রের দুইপারে ঘর।
সমাজ বাহির আর সম্বন্ধ তৎপর॥
বলভদ্রের দুই পুত্র দুইগর্ভ ধর।
অনিরুদ্ধ পূর্ব্বদেশে গোবিন্দ উত্তর॥
বলভদ্র বংশধর শ্রীরাজনগর।
জনমিলা সর্ব্ববৈদ্যকুলের ভাস্কর॥
বলভদ্রে মজুমদার শ্রীকৃষ্ণ জীবন।
শ্রীরাজবল্লভ হেন লভিলা নন্দন॥
গর্ভবতী কৃষ্ণভার্য্যা একদা নিদ্রায়।
শুভক্ষণে সুস্বপনে বিধাতা কৃপায়॥
দেখিলেন ধীরে আসি পূর্ণ শশধর।
সুবিমল অংশু জালে উজলে উদর॥
স্ত্রী স্বভাবে সখীগণে প্রকাশ করিলা।
কালে মহারাজ রাজবল্লভ জন্মিলা॥

কতকীর্ত্তি কত যজ্ঞ কৈলা মহারাজ।
উপবীত যুত কৈলা পতিত সমাজ॥
কন্যা দানে ধর্ম্মাজ্ঞদ স্থাপন করিলা।
ভুমিদানে আত্ম বাস সন্নিধি রাখিলা॥
সুযোগ্য ভ্রাতুজ তাঁর রায় মৃত্যুঞ্জয়।
চির কীর্ত্তি সংস্থাপনে মৃত্যু করে জয়॥
সহযোগে সমাজাধি পতিত্ব পাইলা।
লক্ষাধিক মূল্যে হেন সম্পদ কিনিলা॥
জপসা দ্বিতীয় বৈদ্য কুল সুপ্রসাদ।
কুলশিরোমণি জন্মে লালারামপ্রসাদ॥
শত শত কুল ক্রিয়ান্বিত দুই ঘর।
না হয়ে কুলীন মান্য কুলীন উপর॥
যশোহরে দীপ্ত কুল প্রতি ঘরে ঘরে।
উল্লিখিত দুই কুল দৌহিত্র সদা ধরে॥
সর্ব্বোচ্চ কুলীন কুল পংক্তি যথা হয়
বহু মানে দুই ঘর সংগৃহীত হয়॥
দেখ সব বৈদ্যগণ কুল কার্য্য ফল।
এতমান যে কার্য্যের তাহা কি বিফল॥
বলভদ্রে মজুমদার আর দুই ঘর।
আদি হতে আত্ম কুলে খ্যাত নামধর॥
বলভদ্রে কেহ বা মলিন কুলে রয়।
কুলজ সাধ্যেতে কেহ মহোজ্জ্বল হয়॥
ইটনা বাণীবহ কেহ কেহ রাজনগরে।
জপশা মান্দারিয়া অধুনা গ্রামান্তরে॥
পালঙ্গ ও মণ্ডরা আর দেওভোগ নগর।
বংশজেতে গ্রামান্তরে দেখি ভাবান্তর॥
জাটী দেশে আছে লোক বলভদ্র বাস।
পাল্টী ক্রিয়া দৃষ্টে সদা ভাবের প্রকাশ॥

বাজুতে রয়েছে নাকি দুই এক ঘর।
চিহ্নিত নিবাস নাহি শুনি স্থানান্তর॥
কুল শ্রেষ্ঠ বিকর্ত্তন খুড়েড়াতে স্থান।
রবিসেন—খুল্যতাত বিশেষ সম্মান॥
বিকর্ত্তনে জনার্দ্দন শীতাংশুনির্ম্মল।
বিদ্যা ধরে রামানন্দ খ্যাত মহোজ্জ্বল॥
জনার্দ্দন বংশীয়ের সেনহাটী স্থান।
জনার্দ্দন রামানন্দ সমতুল্য মান॥
বিদ্যাধর জাত বৈদ্য বল্লভ সন্তান।
বাণীবহগ্রামে নাকি কারো বাসস্থান॥
বিক্রমে জাটীতে গেলা আছে কতঘর
বাজুস্থান নালিগ্রামে বসতি অপর।
বৈদ্যবল্লভের মণি সেনরাজকুমার।
গণিতে অতুলনামা খ্যাত প্রকেছার॥
যতনে রতন কণ্ঠহার বিনাইলা।
নবীন কুলজ্ঞ কুল গুরুস্থানে হৈলা॥
বিক্রমে সাওগাগ্রামে সমূল সংহতি।
বিকর্ত্তন গৌরীনাথ করে ছিলা স্থিতি॥
জাতি মিত্র নামে গ্রন্থ করিলা রচন।
চিরকীর্ত্তি ধরগৌরী সুকবিরঞ্জন॥
দুর্ভাগ্য বিক্রমে হেন কুল না রহিল।
দুরদৃষ্ট গৌরীনাথ বংশ হীন হৈল॥
বিক্রমে মণ্ডরাগ্রামে অন্য বিকর্ত্তন।
সরকার বুরুন বংশ করিলা স্থাপন॥
বাজুগেল বিকর্ত্তন বংশ ত্রিলোচন।
ভাবনির্ণয়েতে হল বংশজে গণন॥
গ্লানি যুক্ত গঙ্গানন্দ কুল সেই কুলে।
হারাইলা কুল মান মিসিয়ে অকুলে॥

ত্রিলোচন আছে কিনা কুলে কোন স্থানে।
সুনিশ্চিত হইবেক পাণ্টী দরশনে॥
সেনহাটী পয়গ্রামে কালিয়াকণীয়ানি।
মামুদপুর ইটনাতে বাস বিকর্ত্তন শুনি॥
খান্দারপাড়া বাণীবহ জিলা ফরিদপুরে
সিদ্ধিকাটীপনাবাইলা গৈলাদিগ্রামান্তরে
সুয়াপুরগ্রামে নাকি আছে এক ঘর।
চিহ্নিত বসতি নাহি শুনি স্থানান্তর॥

শক্তি গোত্রে সেনবৈদ্য।

শক্তি গোত্রোদ্ভব শক্তিধর উদয়ন।
শক্তিধর দুই পুত্র গুণে সুশোভন॥
পুণ্ডরীক দণ্ডপাণি দুই সহোদর।
দণ্ডপাণি পিতৃ শাপে সাধ্য ভাবধর॥
পুণ্ডরীকসেন পুত্র হুতিসেন হয়।
ধরকন্যা বিবাহেতে কুল হৈল ক্ষয়॥
হুহির তনয় হল সর্ব্ব গুণান্বিত।
রাঢ়দেশ কাশীসেন করে অলঙ্কৃত॥
বঙ্গেতে কুশলীসেন অতি গুণধর।
কুল প্রাপ্ত হয় পরে তার বংশধর॥
গণসেন তেলাইতে হিঙ্গুপায়গ্রাম।
মাধবসেনের হল পাচথুপীতে ধাম॥
কুশলীর তিনপুত্র কুলীন প্রধান।
ক্রিয়াদোষে কেহ কেহ হয় ম্লানমান।
পুণ্যবন্ত গণসেন প্রশংসা বিস্তর।
কনিষ্ঠ শ্রীহরি বংশ অগ্রজ শ্রীধর॥
হীনপ্রভ গণসেন তেলাইতে ঘর।
কুল কার্য্যে মতি তার ছিল নিরন্তর॥
শ্রীধরের পঞ্চ পুত্র সর্ব্ব লোকে জ্ঞাত।
মহানন্দ বুরুনের প্রশংসা নিয়ত॥
সারঙ্গাধু ধনঞ্জয় এই তিন জন।
পূর্ব্বান্তর দেশে তার করিছে গমন॥
সুপণ্ডিত মহানন্দ পঞ্চপুত্র তার।
রঘুপতি শ্রীপতির বংশের বিস্তার॥
উষাপতি নরপতি পূর্ব্বোক্তর গত।
নৌসেনের মাত্র কন্যা সর্ব্বত্র বিদিত
রঘুপতি বংশধর চারিজন হয়।
জনার্দ্দন নিত্যানন্দ ক্রমে পরিচয়।
ভাস্কর তৃতীয় পুত্র শেষ লক্ষ্মী পতি।
শিষ্ট শান্ত লক্ষ্মীপতি ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি॥
লক্ষ্মীপতি বংশধর ত্রিলোচন হয়।
ত্রিলোচন বংশধর মাধব নিশ্চয়॥
মাধবের দুইপুত্র বাসুদেব জ্যেষ্ঠ।
সুচরিত্র রূপবন্ত জয়ন্ত কনিষ্ঠ॥
বাসুদেব বংশধর প্রসিদ্ধ ভুবন।
গোপীনাথ কাশীনাথ এইদুই জন।
তাহাদের বংশধর বাস বিক্রমপুরে।
সৎকুল বলিয়া সর্ব্ব লোকে মান্য করে
গোপীনাথের এক পুত্র বিশ্বনাথ হয়।
বিশ্বনাথের দুই পুত্র কুল গ্রন্থে কয়॥
রামনাথ রামচন্দ্র সহোদরদ্বয়।
তাহাদের বংশধর বিক্রমপুরে রয়॥
ঘোষরঘুনাথ বিশ্বনাথে কন্যা দিলা।
ভূমিদানে হাতারভোগগ্রামেতে স্থাপিলা

তেনাই অঞ্চলাগত নাকি এই দেশে।
সে হইতে দীর্ঘকাল বিক্রমপুর বাসে॥
ভরাকৈর গাউপাড়া গণের সন্ততি।
নদী আক্রমণে হৈল নিবাস সম্প্রতি॥
বিশ্বনাথ বিরচিলা সাহিত্য দর্পণ।
প্রবাদ সে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ হন॥
বহু সুপণ্ডিত এই বংশে জন্মে ছিল।
যাহাদের হস্তে বংশ খ্যাতি মানহৈল॥
শ্রীপতির এক পুত্র মর্য্যাদসেন নাম।
মর্য্যাদের দুইপুত্র অতি গুণ ধাম।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতন কনিষ্ঠ মাধব।
মাধবের দুইপুত্র বিদ্যার গৌরব॥
দেবকী নন্দন আর যাদব নন্দন।
দেবদ্বিজে ভক্তি ইচ্ছা সদা আকিঞ্চন॥
দেবকী নন্দন পুত্র একগুণধর।
গোপীবল্লভ নামেতে প্রশংসা বিস্তর॥
তারপুত্র জগদীশ মহাজ্ঞানবান।
তার তিনপুত্রে পায় অত্যন্ত সম্মান।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র কণ্ঠাভরণ খ্যাতি।
মধ্যমজ রঘুনাথ বাহেরকে স্থিতি॥
টঙ্গীবাড়ী শক্তি কুল রঘুরে আনিলা।
পরে সম গোত্র তারে জানিতে পাইলা
বাহেরক সত্যবন্ত শক্তির দেওয়ান।
প্রভু হৈতে ভিক্ষা মাগি দিলা কন্যাদান
অর্থলাভ ভূমিলাভ ক্রমে হৈল ভারি।
দ্রোণেকের যেন্ত হয় এক ২ বাড়ী॥
আহা যে ভূমির মর্ম্ম আগে জানিতাম।
তবে কি ভূমিব লব্ধ লুপ্ত হৈত নাম॥
গ্রাস উপযোগী কিছু ভূমি যার আছে
দাসত্ব শৃঙ্খল হীন কে তাহার কাছে
কৃতী বহু বাহেরকগণ বংশে ছিল।
ক্রমা গুণে কেহ বহু সম্মান লভিল॥
বাহেরক বাসীগণ সৎকুল সম্মানী।
স্বস্থান স্বাধীন মানে গরবিত জানি॥
নাহি দেখি এযুগের সুবহু বিস্তার।
চির বাঞ্ছা কুলোন্নতি পদে কুলদার॥
বিক্রমপুরে রঘুনাথ বাহেরক স্থান।
কনিষ্ঠ পুত্রের কিন্তু রামনাথ নাম॥
গণের কনিষ্ঠ পুত্র হরিবংশ নাম।
বিদ্যাবন্ত গুণবন্ত সদা পুণ্য কাম॥
অলঙ্কার হারসেন দুই পুত্র তার।
সর্ব্বদা থাকেন তারাআশ্রয়েতে যার॥
অলঙ্কার বংশধর দুই সহোদর।
জ্যেষ্ঠ বশিষ্টসেন কনিষ্ঠ গদাধর॥
গদাধর বংশধর চারিটী তনয়।
দ্বিতীয় মুরারী বনমালী জেষ্ঠ হয়॥
তৃতীয় গঙ্গাধর চতুর্থ নারায়ণ।
এই চারি পুত্র হয় কুলের শোভন॥
নারায়ণ বংশ ধর দুই মহাজন।
রামসেন পদ্মনাভ অতি সুলক্ষণ॥
রামসেন বংশধর দুইটী তনয়।
অগ্রজ অনন্তসেন কনিষ্ঠ নিরময়॥
অনন্তসেনের পুত্র তিন মহাশয়।
অগ্রজ হৃদয়ানন্দ বহু গুণাশ্রয়॥
কনিষ্ঠ পরমানন্দ শিষ্ট শান্তমতি।
হৃদয়ানন্দের হয় একটী সন্ততি॥

গঙ্গাধর গুণার্ণব তাহার তনয় ॥
গঙ্গাধর বংশধর তিন মহাশয় ।
কনিষ্ঠ রামভদ্র বৈদ্য বহু পণ্ডিত ॥
তার পঞ্চপুত্র হয় সর্ব্বত্র বিদিত ।
শিবচন্দ্র মহাদেব রঘুনাথ মান্য ॥
কৃষ্ণদেব রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন গণ্য ।
মহাদেব বংশধর রাজারাম হয় ॥
রাজারাম বংশধর দুই মহাশয় ।
অগ্রজ নকুল ভ্রাতা কনিষ্ঠ গকুল ॥
বিক্রমপুরে সে গকুল জাত মধ্য কুল ।
গকুলের তিন পুত্র হয় প্রতিষ্ঠিত ॥
দ্বিতীয় কালীশঙ্কর শেষে যুগল খ্যাত।
বলভদ্র পুরাতন হাবেলীতে আনে ॥
সে হইতে এই কুল আছে যথাস্থানে ।
যুগলের বংশধর মধ্যপাড়া স্থিতি ॥
কালীশঙ্করের পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র কৃতী ।
লক্ষ্মীচন্দ্র বংশধর কোয়র পুরেস্থান ॥
স্থান ক্রিয়া অনুসারে পরিচিত মান ।
লক্ষ্মীচন্দ্র পুত্র শ্রীতারকচন্দ্র নাম ।
তার পুত্র অন্নদার ওকালতি কাম ॥
ইষ্ট নামে মতি তার ধর্ম্মে অনুরাগ ।
অঙ্কুরিত হইয়াছে বিষয় বিরাগ ॥
অন্নদার সপ্ত পুত্র জ্যেষ্ঠ কৃতী অতি ।
শ্রীকালী প্রসন্ন নাম মুন্সেফীতে স্থিতি ॥
পিতা পুত্র দুই জন শিষ্টশান্ত বটে ।
উর্দ্ধকুল দিকে দৃষ্টি নাহি ভাগ্যে ঘটে ।
কুলীন সমাজ যদি নাহি আসে ঘরে ।
কি ভাবে সুগাঢ় কুল বুঝ কি প্রকারে

রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন অত্যন্ত বিদ্বান ।
ঘনশ্যাম কণ্ঠাভরণ তাহার সন্তান ॥
তার দুই বংশধর প্রাণকৃষ্ণ কনিষ্ঠ ।
তার বংশধর মধ্যে হরিশ্চন্দ্র জ্যেষ্ঠ ॥
তার পুত্র কৃষ্ণকুমার সুললিত বাণী ।
ট্রেজরীর অধ্যক্ষতিনি প্রধান কেরাণী ॥
নোয়াখালী ট্রেজরিতে খাজাঞ্চি প্রধান
সেই কার্য্যে কর্ত্তা তিনি অত্যন্ত সম্মান
সোণারঙ্গ বাসস্থান বড় লোক জাত ।
সেন হাটিতে কুল কার্য্যে মন অভিমত
সোণারঙ্গসংকারবোধপ্রাণকৃষ্ণে আসে
যোগ্য পুত্র হরিশ্চন্দ্র জ্ঞানী বহু জ্ঞানে ॥
পারস্য ভাষার ছিল অশেষ পণ্ডিত ।
বড় প্রাচীনের শুরু অতি সম্মানিত ॥
বিমল চরিত্র খ্যাতি হরিশ্চন্দ্রে ছিল ।
সুযোগ্য অনুজগণ বংশ হীন হৈল ॥
তেনাই হইতে নাকি সেনহাটী আসে ।
আপেক্ষিক মানী,গণ সেনহাটী বাসে ॥
যশোহরাঞ্চলে সদা মধ্য কুল কয় ।
উমাপতি শক্রয়াদি সঙ্গে পরিচয় ॥
অল্পকাল বিক্রমপুরে হল আগমন ।
ছিল উমাপতি সেও বিক্রমে সুজন ॥
যশোহরে উমাপতি মধ্য কুল হয়
সেনহাটিগণ সঙ্গে জাত পরিচয় ॥
ক্রিয়া,যেন দৃষ্টি করে কুলের তুলনা।
আত্ম গর্ব্বে তত্ত্ব নহে কুলের ধারণা ॥
পরমানন্দেতে কেহ হীন শ্রেষ্ঠ হয় ।
দিবস প্রদীপ লেখে তাদের নির্ণয়।

সম্প্রতিক সেরপুরে কেহ ক্রিয়াকরে।
হইল আখ্যাত প্রাপ্ত সভাসভ্যান্তরে ॥
তেনাই তেঘরিগণ সেনহাটী স্থান।
খালিয়া মস্তকাপুরে কাহারো প্রস্থান ॥
ক শিলা হইয়া পরে [illegible]
শঙ্কর দি হৈতে নাকি ন্যূন তার পদ।
নবদ্বীপ খণ্ড দেশে আছে গণ বাস।
সেনহাটী হৈতে নাকি ন্যূনত্ব প্রকাশ ॥
ভাটীতে কুলশ্রী গৈলা নলচিরা আর।
গণ কবিবংশ বাস বৃদ্ধতঃ প্রচার ॥
বেন্দার উচলী সঙ্গে জ্ঞাত পরিচয়।
বৈদ্য বক্সভাদি হৈতে ন্যূন ভাবেরয় ॥
স্বয়াপুর সেনহাটী গণ কেহ যায়।
ভুস্বামীগণের বংশ খ্যাত নোয়াগায়।
বরেন্দ্রেতে গণবংশ কেহ কেহ যায়।
যে দেশে যে গেল সেই দেশে কুল পায়
বুরুণ বংশে মুরারি বিক্রমপুর আসিলা।
রামনাথ হরিনাথ দুই পুত্র জনমিলা ॥
রামনাথের বংশে হইল মাধব বিশ্বাস।
সাতপাও ছাড়িয়া কয়ুলা করগ্রামে বাস
জাজরার বুদ্ধি দোষে বুরুণ কুলাখ্যাতি।
বিক্রমে আনিল করে কৌহা পূর্ব্ব স্থিতি ॥
বুরুণের কুল তাতে হৈল অষ্ট ঘর।
বিক্রমপুর ভিন্নস্থানে মান্য লঘুতর ॥
চামাদলিয়ে মজুমদারে ব্যাঘ্রে ভয়করে।
ভুমি অর্থ বলে বলী বিবিধ প্রকারে ॥
স্বরূপ সবল যথা দেখিতে ভীমকায়।
কুন্তী বহু-বল তথা-গুণ সংশয় ॥

রাজবৃত্তি সুপ্রকাশ ছিল মজুমদারে।
ত্যজি অহঙ্কার সদা পূজ্য বরদারে ॥
কি দেখিনু কি হইল দুইচারি দিনে।
কভু না চলিত আর এত বেশজনে ॥
[illegible] দিগ্বিজয়ার নির্ভর অন্তর।
[illegible]ধ্য সেন মজুমদার ক্রিয়ান্বিত ঘর ॥
কুলজ সাধ্যের মধ্যে সদা প্রতিষ্ঠিত।
কুলশ্রী বিশিষ্ট কুল সদা সম্মানিত ॥
বানারী গ্রামেতে বহু বুরুণ বংশধর।
ধনে জনে কুলকার্য্যে প্রশংসা বিস্তর ॥
বিদগ্রাম সিমলিয়া আদি নানাগ্রামে।
আউটসাহী বালিগাও গেলাকাল ক্রমে
মণ্ডলা কার্ত্তিকপুর আর পাচচর।
বলভাদি বাজুতে আর সেন কয় ঘর।
কুশলীর দ্বিতীয় পুন চিত্রমহামাত।
তার দুই পুত্র হৈল শরগ্রামে স্থিতি ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসেন দেশান্তর গত।
কনিষ্ঠ অনন্তসেন কুলীন বলি খ্যাত ॥
অনন্তের চারি পুত্র মান্ত অতিশয়।
নিধিপত্যাদিতা বিষ্ণু উমাপতি হয় ॥
নিধিপতির এক পুত্র ব্যাস মহাশয়।
ব্যাসসেন দুই পুত্র সর্ব্বগুণালয় ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসেন কনিষ্ঠ পীতাম্বর।
রামসেন চারি পুত্র অতি গুণধর ॥
ধর্ম্মাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ।
প্রভাকর তৃতীয়েতে কহিতে আনন্দ ॥
চতুর্ভুজ চতুর্থত রামের তনয়।
ধর্ম্মাঙ্গদ চারি পুত্র সর্ব্বগুণাশ্রয় ॥

শিবানন্দ কবিবল্লভ প্রথম তনয়।
মাধব মকরানন্দ ক্রমান্বয়ে হয়॥
বিদ্যানন্দ সুপণ্ডিত চতুর্থ সন্তান।
ধর্ম্মাঙ্গদ বংশে কেহ কিঞ্চিন্ন্যূন মান॥
তৃতীয় মকরানন্দ ধর্ম্মাঙ্গদ পুত্র।
চন্দ্রচূড় তার পুত্র বিনয় চরিত্র॥
তার পুত্র হরিসেন হরি পুত্র রাঘব।
রঘুনাথাগ্রজ বলি রয়েছে গৌরব॥
রাঘবের দুই পুত্র রামকান্ত জ্যেষ্ঠ।
সুচতুর রামদেব দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ॥
রামকান্তের তিন পুত্র রামভদ্র বর।
রমাকান্ত রাজারাম ক্রমান্বয়ে ধর॥
রমাকান্তের তিন পুত্র রূপরাম জ্যেষ্ঠ
দ্বিতীয়ে শ্যামরাম কৃষ্ণরাম কনিষ্ঠ॥
সমভ্রান্ত নিজের বংশ এবংশে আনিলা
প্রসিদ্ধ কুলের খ্যাতি একুল লভিলা॥
নিজ বলবংশে স্থান কালে হয়েছিল।
আত্মীয় বিচ্ছেদে পুন বিচ্ছেদ হইল॥
কুটুম্ব আশ্রয়ে হল নানা স্থানে বাস।
এখনো বংশের বল নহে সুপ্রকাশ॥
কেহরাগে রোগেকেহ বিখ্যাতি প্রত্যায়
ত্যজি মাতৃভূমি দেশে বিদেশেতে যায়॥
কিন্তু কুল মানে কুল বিশেষ পূজিত।
ক্রিয়াদুষ্টি নাহি যেন হয় বিবর্জ্জিত॥
কৃষ্ণরাম বিক্রমপুরে উচ্চ মানে স্থিতি
ছয়পুত্র তার হয় সমস্তেতে কৃতী।
সর্ব্বছোট নীলকণ্ঠ আদরের ধন॥
তার একপুত্র হয় রাজীবলোচন॥

রাজীবের চারিপুত্র বিক্রমপুরে খ্যাত
বারদী অভয়চন্দ্র বহু পরিচিত॥
ভোজেশ্বর গ্রামবাসী থাকে হেনজানি।
অভয়ে উজ্জ্বল ক্রিয়া প্রসন্ন বাখানি॥
ক্রিয়াদোষে জগতের কুল হানি হয়।
কুলীন হলেও সদা আছে ক্রিয়াভয়॥
গোবিন্দের কুলেকালি মাসী বিয়া করি
ভবের অভাব দূর করিল খাঁ ধন্বন্তরি॥
আক্ষেভব্ এতদিনে পরাভব হৈলা।
জাতিশ্রেষ্ঠ বাজু দেশে পলাশিতে রৈলা
ভবের সন্তান শাখা আছে বাজুদেশে
কুল স্থান পরিচয়ে তথায় প্রকাশে॥
নবগ্রামগণ হৈতে নাকি ন্যূন হয়।
স্থানেতেই বংশভাব লক্ষ পরিচয়॥
প্রবাদতঃ কোন শাখা গেলা স্থানান্তর।
বংশোন্নতি কুলোন্নতি লভিলা বিস্তর॥
হিঙ্গু বংশে প্রভাকর পদ্মগ্রামে ঘর।
হিঙ্গুর সন্তান মধ্যে আছে শ্রেষ্ঠতর॥
যশোহর পদ্মগ্রামে পাকটী সহ যারা।
সূর্য্যকান্ত মণি তুল্য কুলে জলে তারা॥
অকস্মাৎ চতুর্ভুজ মধ্যেতাগমন।
হীন বৈদ্য ক্রিয়া দোষে কুলের পতন॥
চতুর্ভুজ বংশধর নানা স্থানে গত।
পরিচয় হীন অন্য কুল নহে জ্ঞাত॥
শক্তিগোত্র চতুর্ভুজ আড়িটবাহিগ্রামে
বংশ তার আছে সদা বিদিত বিক্রমে॥
ধর্ম্মাঙ্গদ পুত্রজাত পীতাম্বর জ্ঞানী।
বিদ্যার গৌরবে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে মানি

সিদ্ধিকাটি-আদিস্থান পীতাম্বর কুলে।
সেনদিয়া কাঞ্চারপাড়া কেহগেল কালে
বিষ্ণু বংশে পাল্টীক্রমে সদা বঙ্গ বাস।
বিষ্ণু সহ যোগে হৈল কুলের প্রকাশ॥
পূর্ব্বে এই উচ্চকুল সম নাহি ছিল।
ভাগ্যগুণে পীতাম্বরে উত্থান হইল॥
বিক্রমপুরে রাজনগরে কারো অবস্থান
সোনারঙ্গে ঘোষ বংশে কারোবাসস্থান
কালে পীতাম্বর কুল প্রসিদ্ধ হইল॥
ক্রিয়াগুণে প্রসিদ্ধেতে প্রাধান্যলভিল।
পীতাম্বরের দুই পুত্র কনিষ্ঠ কেশব।
কেশবের দুই পুত্র অত্যন্ত সৈষ্ঠব॥
কনিষ্ঠ যদুনন্দন জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন।
পঞ্চাননের দুই পুত্র অতি মহজ্জন॥
শ্রীপতি চন্দ্রশেখর তার বংশধর।
শ্রীপতির দুই পুত্র শুদ্ধ কলেবর॥
রামভদ্র কবিরত্ন প্রথম তনয়।
কনিষ্ঠ রাঘবসেন জ্ঞানান্বিত হয়॥
রামভদ্রের দুই পুত্র রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠ।
রূপনারায়ণ ভ্রাতা জন্মেছে কনিষ্ঠ॥
রঘুনাথ কণ্ঠহার রাজেন্দ্রের পুত্র।
শিষ্ট শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আচারে পবিত্র॥
রঘুনাথের ছয় পুত্র বহুলোকে জ্ঞাত।
সুচরিত্র জ্ঞান বান সর্ব্বত্র বিদিত॥
রামনাথ রমানাথ আর জগন্নাথ।
রতিনাথ গোপীনাথ শেষ দিননাথ।
ভাগ্যবন্ত রঘুনাথের ছয় পুত্র হয়।
তৃতীয় জগন্নাথের লিখি পরিচয়॥

জগন্নাথের তিনপুত্র বংশধর বলে।
প্রাণকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ বংশস্থিতি স্থলে॥
প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র রামদাস জ্যেষ্ঠ।
যুগলকিশোর সেন তাহার কনিষ্ঠ॥
তৃতীয় রামকিঙ্কর স্নেহের সন্ততি।
তার তিন পুত্র হয় সিদ্ধিকাটী স্থিতি॥
অগ্রজ তারাপ্রসাদ শ্রেষ্ট মহামতি।
দ্বিতীয় চণ্ডীপ্রসাদ বিশেষ সুখ্যাতি॥
তৃতীয় হরপ্রসাদ সুশীল প্রকৃতি।
রামকিঙ্করের হয় তিনটী সন্ততি॥
হরপ্রসাদের হয় দুইটী সন্তান।
শশীচরণ শ্রীচরণ হয়েছে আখ্যান॥
চন্দ্রশশী একার্থক জগজ্জন জ্ঞাত।
একশশী করে কিন্তু পৃথিবী শোভিত॥
দৌলৎখাঁতে দুই শশী হইল উদয়।
ম্যানেজারিআফিসেতে করে আলোময়।
একশশী ম্যানেজার দ্বিতীয় কেরাণী॥
শশীর নামেতে তথা হয় জয়ধ্বনি।
সিদ্ধ সাধ্য দুই শশী হইয়া মিলন।
সৎকার্য্যে লিপ্ত সদা আছে অনুক্ষণ॥
শাণ্ডিল্য শশিকুমার দত্তবংশ খ্যাত।
বিদ্যাবুদ্ধি রূপে গুণে অতি চমৎকৃত॥
জৈনসারে বাস্তভূমি অতি ক্রিয়াবান।
কুলীনে আদর জন্য পেয়েছে সম্মান॥
বিক্রমপুর সন্নিকটে বেজ গ্রাম হয়।
অম্বিকা চরণসেন মহেশ তনয়॥
কৃষ্ণসেন বংশধর পরিচয় জানি
দৌলৎখাঁ আফিসেতার প্রসংশাবাখানি।

দুই শাখী সহ তার একত্রা নিবন্ধন।
অনন্ত নিয়মাবলী কৈরেছে স্বজন ॥
উর্দ্ধতন হাকিমান দেখিয়া নিয়ম।
সন্তুষ্ট হইয়া দেয় প্রশংসা লিখন ॥
পীতাম্বরের পিতামহ শ্রেণী চারিজন।
নিধি সত্যাদিত্য বিষ্ণু উমাপতি হন ॥
আদিত্যের একপুত্র ধরাধর নাম।
তার দুই পুত্র বিনায়ক আর কাম ॥
সুশীল মদন কবিবত্ন মহাশয়।
বিনায়ক পুত্র তিনি জানিবে নিশ্চয় ॥
মদনের এক পুত্র গৌরীনাথ হয়।
গৌরীনাথের তিন পুত্র প্রতিষ্ঠিত রয় ॥
অগ্রজ রাঘবসেন দ্বিতীয়েতে রাম।
কুল ভ্রষ্ট দুই ভ্রাতা বিদেশেতে ধাম ॥
ছোটপুত্র ভবসেন স্নেহের সন্ততি।
বাজুদেশে পলাশীতে করেছে বসতি ॥
ভবপুত্র চারিজন অতিশয় কৃতী।
কুলমান রক্ষা জন্য আছে কিন্তু মতি ॥
গঙ্গাধর রূপসেন আর নারায়ণ।
সদাশিব সহচারি ভবের নন্দন ॥
গঙ্গাধরের চারি পুত্র লিখে কণ্ঠহার।
শিবদাস চন্দ্রচূড় শ্রীকৃষ্ণ আর ॥
কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ অতি গুণবান।
গঙ্গাধরের চারি পুত্র হইল আখ্যান ॥
সদাশিবের পঞ্চপুত্র লিখে কণ্ঠহার*।
বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্ব্বত্র প্রচার ॥
রঘুদেব যোগী রমন জয়দেব আর।
হরিদেব কৃষ্ণদেব সংস্কারের সার ॥
সদাশিবের পঞ্চপুত্র অতিশয় ভক্ত।
দেব দ্বিজে ভক্তি মতি ধর্ম্মে অনুরক্ত ॥
আদিত্যের সহোদর বিষ্ণুসেন হয়।
বিষ্ণুবংশ ধরগণ সরাসপুরে রয় ॥
আদিত্য বিষ্ণুর বাবা পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত।
রৌণা বাজু পলাশী ও সরাসপুরেস্থিত ॥
স্থান দোষ আছে কিন্তু মনেতেপ্রকাশ।
যে যে দেশেআছেতথাক্রিয়াযুক্তেমান ॥
বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাপতি হয়।
সরসপুরে ক্রিয়া দোষেনূন্যত্বআশ্রয় ॥
পূর্ব্বদেশ বাসী কেহ নানা দেশগত।
স্থান ভ্রষ্ট দোষে কেহ কুল করে হত ॥
উঠা পদা সৈকার কুল
দোষ বিত্তর ভাগ্যের মূল ॥
তিনে ঠেকি চন্দ্রচূড়।
রূপাই গেল সরসপুর ॥
রূপ রামের কুল যেন শরতের শশী।
তাই পরে ইহার কুলে বিয়াকরেবাসী ॥
ইহার অধিক আর হয় কি ?
শেষে বিয়াকরে খাউপায় কি ॥
কিন্তু কিছে অনেকেতে পুনকুল পায়।
মধ্য কুল বলিগণ্য আছে কালিয়ায় ॥
ছিল উমাপতি কালেআলেবিক্রমপুরে।
মধ্য কুল মধ্যে খ্যাত পরিচয় ধরে ॥
বিক্রমেতে দীর্ঘবাসী সব তুলনায়।
কিঞ্চিৎ অধিক মান অই যাতে পায় ॥
কায় ত্রিপুরাদি হৈতে মান কিছু পায়।
ক্রিয়া জন্য নাম কিন্তু পুচ্ছা নাহিকায় ॥

উমাপতি বংশোদ্ভব শ্রীবিজয় রত্ন।
বিষ্ট ভাবী কবিরাজ খ্যাত কবিরত্ন॥
কলিকাতা সহরেতে অমত্য অপার।
ইংরাজ সমাজে তার যশের প্রচার॥
বিপ্র বিপক্ষরে যত রাজ রাজেশ্বর।
ছোট বড় সকলেতে সম্মান বিস্তর॥
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যায় বিজয়নিকটে।
আশীর্ব্বাদ করি বলে উদ্ধার সঙ্কটে॥
বিজয় নিকটে সবে রোগ মুক্ত হয়।
আশীষ করিয়া তারে যায় নিজালয়॥
দৈব বশে রোগ যদি নাহি হয় দূর।
সকলে বলিয়া উঠে দুর্ভাগ্য প্রচুর॥
বিজয়ের রোগী যদি নাহি ফিরে ঘরে
অবশ্য বুঝিবে তারে সংশে বিষ ধরে॥
বিজয়ের ঔষধেতে আরোগ্য লভিবে।
তার তুল্য চিকিৎসক নাহি ত্রিভুবনে॥
লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে কুলকার্য্য করে।
পিতৃকুল মাতৃ জন্য যায় অকাতরে॥
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে বিস্তর।
স্বগোত্র মধ্যেতে নাহি হেন শ্রেষ্ঠতর॥
হিঙ্গুসেন বংশ ব্যাখ্যা সংক্ষেপেতে হয়।
অতঃপর মাধবের লিখি পরিচয়॥
হিঙ্গুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সুধীর।
ভ্রাতৃকুল ত্যাগ করি পাচখুপিতে স্থির॥
মাধবের বংশধর নানা স্থানে লক্ষ।
সংশ্রাবসী রাজ দোষে কুলহীন হয়॥
ঘোষকাটী আদিক্রমে নানা দেশবাসি।
প্রধান অদ্বৈতবংশ শ্রীবিক্রমে আসি

মাধবেরে সিরঘর ডাকেতেকে কয়।
ক্রিয়া দোষে উচ্চ কুল হইয়াছে ক্ষয়॥
বিক্রমপুর কোন্নগর আইস্তাদি গ্রামে।
অদ্যাপি মাধব ক্রমে নানা স্থানে ভ্রমে॥
শক্তিগোত্র হাহবংশ কোটালিপাড়ায়
কেহ কেহ গেলা আদি ভাটীদেশে যায়
বহুকাল বিনায়ক সঙ্গে সব ভাব।
সে দেশে অনেক কাল নাকিস্থানভাব
ফরিদপুর বাঙ্গুদেশে হাহবংশ বাস।
স্থানভেদে আছে সদি লোকত প্রকাশ
বিক্রমপুরে আছে বহু হাহ বংশ স্থান।
পান্টী করাস্থে সদা বিদিত সম্মান॥
হাহ কাশী কারো ২ বিক্রমপুরে বাস।
কণ্ঠহার নিজ গ্রন্থে করিলা প্রকাশ॥
চম্পাবাড়ী এক শাখা বহু অর্থ ছিল।
বহু যত্নে নিজ গ্রামে কাশেরে আনিলা
অর্থ নহে চিরস্থায়ী কালে কিনা করে।
কুটুম্ব আশ্রয়ে গেলা নিজ বাস ছেড়ে॥
শিবচন্দ্র পুত্র শ্রীজগচ্চন্দ্র নাম।
মধ্যপাড়া গেলা ছেড়ে আপনার গ্রাম॥
উপযুক্ত পৌত্র হৈল অম্বিকাচরণ।
কৃত বিদ্য সাধুশীল বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
রাঢ় দেশ কাশীস্থান কণ্ঠহার বলে।
ভ্রমিয়ে সে স্থান হতে আসিয়াছে কালে
উত্থানে পতন আর পতনে উত্থান।
এইরূপ কুলভাব দেখি বহু স্থান॥
বিধিলিপি আছে যাহা তাহাই রটনা।
দোষ গুণ যাহা হয় অদৃষ্ট ঘটনা॥

শিয়াল সেন ।

উদয়ন বংশধর তিন মহামতি ।
অগ্রজ শিয়ালসেন বহুশাস্ত্রে কৃতী ॥
সাধু হিঙ্গু ভ্রাতাদ্বয় শিয়াল আশ্রিত ।
শিয়ালের আজ্ঞামতে চলে অবিরত ॥
সাধু হিঙ্গু বংশধর শিয়াল নামে খ্যাত ।
ধার্ম্মিক শিয়ালসেন বুধগণ জ্ঞাত ॥
পোড়াগাছা ঘাড়গুপ্ত কন্যা পরিণয় ।
হিঙ্গুপুত্র রামকৈলা চন্দ্র প্রভা কয় ॥
শিয়াল নামেতে বারবংশ খ্যাতি ধরে ।
শিয়াল হইতে শ্রেষ্ঠ হন অতঃপরে ॥
শিয়াল মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ পোড়াগাছা ঘর
পোখড়িয়া গ্রাম বাসী খ্যাত অনন্তর ॥
বংশ ব্যাপ্তি শিয়ালের বিশেষ না দেখে
কণ্ঠহার নিজগ্রন্থে বংশ নাহি লিখে ॥
শিয়াল বিড়াল কাক বুধি গজি আদি ।
মহীনাম নামভেদে নহে কুল বিধি ॥
তবে কিনা কোননামেহীনকুলেদেখে ।
নাম বিশেষণে তাব ভাটৈকরেতে লিখে
চুকা পচা মিঠা কাক রয়েছে যেমন ।
ছোট বড় শিয়ালাদি রয়েছে তেমন ॥
কনিষ্ঠ শিয়াল যদি দেখে পায় ভয় ।
ব্যাঘ্ররাজ বীর কীর্ত্তি ব্যাপ্ত জগন্ময় ॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটেসেনহাটীর বৈশালা
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জ্বলা
লঙ্ক প্রতিষ্ঠিত বটে পোড়াগাছা ঘর ।
রয়েছে এতিন নাম ভাটৈকরে খপর ॥

বোলাসার পোড়াগাছা বিক্রমে দুইস্থানে
কীর্ত্তিনাশা অন্তরালে হন অন্তর্ধান ॥
কোটাপাড়া মালদহ সুলচর হাসাড়া ।
বিক্রমেএচারিগ্রামে শিয়ালসিংহপাড়া ॥
শিয়াল বলিতে তারা নাহি করে ভয় ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সিংহের তনয় ॥
কোথাবা শিয়াল আছে অল্প নামকয় ।
গঙ্গানী শিয়াল কাছে হীন বংশ হয় ।
সোনারঙ্গ গ্রামে খ্যাত আছে একঘর
বহুমানে স্থাপিলেন কার্ণ বংশধর ॥
কুয়াশী গ্রামেতে ঘর বিষ্ণুসংস্থাপিলা ।
ভাটীরভোগআরোগ্রামেকেহকেহগেলা
কাকাইল মাধারদিয়া খালিয়াকরিমপুরে
পরগণে বাজতঙ্গা ভাটীদেশান্তরে ॥
কাকোরাইলশিয়ালসেনকুলীন আনিল
নদী আক্রমনে পরে নিলখী রহিল ॥
কুমুশ্রী মাইলারা গ্রামে মজুমদারগণ ।
বিবিধ কুলীন যত্নে করে আনয়ন ॥
কীর্ত্তিপাশা দুর্গারাম বহু প্রতিষ্ঠিত ।
তার পুত্র রামজীবন সর্ব্বত্র বিদিত ॥
তার দুইপুত্র হয় অতি ভাগ্যবান ।
অগ্রজ রামগোপাল সম্মানে প্রধান ॥
কনিষ্ঠ রামেশ্বর ধর্ম্মকার্য্যে মতি ।
চারিটী তনয় তার সরল প্রকৃতি ॥
কাশীরায় কৃষ্ণরাম আর বিষ্ণুরাম ।
চতুর্থতে বলরাম কীর্ত্তিপাশা ধাম ॥
দ্বিতীয়েতে কৃষ্ণরাম খ্যাত সদাশয় ।
তাহার হইল মাত্র একটী তনয় ॥

রাজারামসেন তার স্নেহের সন্ততি।
তার দুইপুত্র হয় অতিশয় কৃতী॥
নবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কালাচান্দ কনিষ্ঠ।
নবকৃষ্ণের এক পুত্র বহু গুণ শ্রেষ্ঠ॥
সুশীল কালীকুমার তাহার তনয়।
তার পুত্র রাজকুমার চক্রান্তেতে ক্ষয়।
বন্ধুগণ বিষদানে করেছে বিনাশ।
ভাটের কবিতা আছে বঙ্গেতে প্রকাশ
একটী তনয় তার প্রসন্নকুমার।
প্রসন্নের চারিপুত্র স্বদেশে প্রচার॥
রোহিনী কামিনী আর রমণী বিনোদ
প্রত্যেকে কুমার যোগ সর্ব্বদা আমোদ
কীর্ত্তিপাশা বাবুবংশ করিলা চন্দন।
হইল প্রশংসা বংশে যশের বর্দ্ধন॥
সত্তাইশসমাজ মধ্যেপোড়াগাছাঘোষে
তথাহৈতে কীর্ত্তিপাশা বাবুবংশআসে॥
কীর্ত্তিপাশা বাসওয়ার জমিদারগণ।
বহুক্রিয়ান্বিত বলি যশস্বর্দ্ধন॥
বাক্লুতে পাহারপুর আছে কয় ঘর।
ভাবাভাব রহিয়াছে স্বদেশে গোচর॥
সংক্ষেপে হইল মাত্র বংশ পরিচয়।
দ্বিতীয় খণ্ডেতে হবে বিশেষ নির্ণয়॥

কুল বিবরণ।

শক্তি ধনন্তরি দুই কুল তুলনীয়।
পূর্ব্বাপর লিপি ভেদে তুল্যতা না যায়।
গাঙ্গেয়ী তনয় ধন্বন্তরি হিঙ্গুসেন।
রাঢ় ত্যজে সেনহট্ট পূর্ব্ব আসিলেন।
দেবকন্যা বিবাহেতে বঙ্গে আগমন॥
কণ্ঠহারে নাহি পানিগ্রহ নিরূপণ।
হিঙ্গুর উচলী কন্যা পানিগ্রহ করে।
নারায়ন কার্ণক্রমে আসে যশোহরে॥
দুহি পুত্র কুশলীর বংশধরগণ।
ক্রমে কালে বঙ্গদেশে করে আগমন॥
কৈরে বুরিপুর সেন কন্যা পরিণয়।
গণ অলঙ্কারসেন বঙ্গে সমুদয়।
আধু রঘুপতি বংশ বঙ্গে আগমন।
দত্তজা পানি পীড়ক রঘুপুত্রগণ॥
হিঙ্গুর সুপুত্র ব্যাস করি পরিণয়।
সেনাটী গুপ্তের কন্যা বঙ্গে সমুদয়॥
বাস লভে পয়গ্রাম বংশ তার পরে।
বিনায়ক নারসিংহ কুল দান করে॥
দুইকুলে দিল ভাগ তাহে দুহিরকুল।
আধায়২ তেহাই ভাগ কুশলীর মুল॥
উভয়ের বংশধর করিয়া বিধান।
শক্তি গোত্র সেন বংশে দিলা কুলদান
মাগিয়া লইলা কুল প্রবাদেতে কয়।
দানেতে পাইলে রাজ্য রাজা কিনা হয়
কিন্তু স্থানভেদে ভিন্নরূপ কুল পেল।
প্রভাকর কুলে প্রভাকর প্রভা হল॥
হিঙ্গুধর্ম্মাঙ্গদ আর কৃষ্ণরাম আদি।
কালক্রমে নানা স্থানে করিলেক স্থিতি
ধর্ম্মাঙ্গদ বংশ কেহ সেনহাটী বাস।
সোনারঙ্গ কোয়রপুর পালঙ্গে নিবাস
ভাটীতে নলচিরাগ্রামে রহিয়াছে কেহ
চান্দপ্রতাপ সুয়াপুরেগিয়াছেন কেহ॥

যশোরাতে প্রভাকর আছে একঘর।
লভিলেক কুলভাবে সম্মান বিস্তর॥
অন্য হিঙ্গু সে অঞ্চলে কেহ ২ যায়।
পাল্টী ভাব অনুসারে কুলমান পায়॥
হিঙ্গু কুলে খ্যাত নামা শ্রীরামশঙ্কর।
সাহিত্যে আদর্শস্থল বঙ্গের ভিতর॥
হিঙ্গু কুল মস্ত গ্রামে রয়েছে অপর।
কুলোজ্জল সুহৃদয় শ্রীকালীশঙ্কর॥
মস্তেমুন্সীরামকৃষ্ণ খ্যাত চতুর্ভুজ।
একদেহে সমুদিত যেন চতুর্ভুজ॥
একদেহে সুবিপুল বিত্ত করে ছিলা।
কিন্তু নিজ গ্রামে নাহি কুলীনস্থাপিলা
পালরা গ্রামেতে গণ আছে বংশান্তর।
কুল রত্ন দীননাথ অতি খ্যাতি ধর।
লক্ষ্মণ বসতিস্থান হোগল ডাঙ্গায়।
নবদ্বীপ মেলে কেহ লাখড়িয়া যায়॥
ফরিদপুর বল্লভদীতে নাকি দুই ঘর।
হাড়পাকা মদন কেহ বাজু দেশান্তর॥
নিজ নিজ স্থান মেলে ভাব পরিচয়।
ক্রিয়া পাল্টী দৃষ্টে সদা সুনিশ্চিত রয়
শত্রুঘ্নের বাসস্থান জ্ঞাত কালিয়ায়।
নিলখী মস্তকাপুরে কেহ পরে যায়॥
বাজুদেশে আছে নাকি দুই এক ঘর।
ভাবাভাব আছে সদা স্বদেশে গোচর॥
সিদ্ধকাঠী ইটনা আদি আদিত্যের বাস
গলিয়া ক্রুম শ্রী খইল্সা কোঠাতেনিবাস
ফরিদপুর বাজুআদি আছে কারো স্থান
কেহবা অন্যান্য স্থানে করেছে প্রস্থান

সেনহাটী গ্রামে আছে কন্দর্প বসতি।
সন্নিকট অন্য স্থানে কাহারো বা স্থিতি
নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কবি কেহ যায়।
কেহ বিক্রমপুরে কেহ বরেন্দ্রে লুকায়॥
রবিসেন মহারাজ চন্দন করিল।
পরে বিজয়াধিকারী চন্দন করেছিল॥
ধন্বন্তরি মহারাজ অশেষ বিভব।
করিলা চন্দন শেষে শ্রীরাজ বল্লভ॥
রামবলভদ্র ঘোষ উচলীর কূলে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অষ্টঘর ডাকৈরেতে বলে॥
কিন্তু নিম মাধবাদি বুরুণ মহিপতি।
বহুবংশে ক্রিয়াগুণে হল সমগতি॥
রাম নিম বল ভদ্র ডাকৈরেতে ছিল॥
বলভদ্র ক্রিয়া গুণে ডাক উলটিল।
এ সম্মান বলভদ্র সকলে না পায়॥
লোকসাধারণ নাম যোগ্যেতে যোগায়
কিন্তু রাম কুল সদা মূল নিরমল॥
ক্রিয়াতে উজ্জল হলে সদা সর্ব্বোজ্জল।
বিদ্যাধর মুরারিজ ঘোষের সন্তান।
সিদ্ধের সমান নহে সাধ্যের প্রধান॥
লিখিতহইল বিদ্যাধর বংশ খ্যাতি।
মুরারির বংশজ্যোতি লিখিব সম্প্রতি॥
কাচাদিয়া ঘোষাশ্রিত বেহারি তপায়।
বহুগ্রাম পূর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ পাড়ায়॥
বহু সুপণ্ডিত আর কুলীন প্রবীণে।
দেব পরিপূর্ণ যেন দেবের উদ্যানে
প্রভাত হইলে কত ব্রাহ্মণ চলিত।
ব্রাহ্মণ দর্শনে দৃষ্টি সুপবিত্র হত॥

কভু সমারোহ কার্য্যে হলে আবাহন।
হাজার২ কত মিলিত ব্রাহ্মণ॥
ধর্ম্মের প্রসঙ্গ কত শাস্ত্র আলাপনে।
অজ্ঞান হইত জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণে॥
ব্রাহ্মণ সমাজে গুরু কলহ হইলে।
মীমাংসা করিত তার সদা রোষ কুলে॥
বহু অর্থশালী লোক ব্রাহ্মণেও ছিল।
তথাপি এমান সদা রোষ কুলে দিল॥
মহারাজ বল্ল বৈদ্য সংস্কার কালে।
বলে পাঠাইলা ধৈরে নিতে রোষকুলে॥
শ্রীরাজ নগর হতে কাচাদিয়া যেতে।
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল জল প্রণালীতে॥
অসংখ্য ব্রাহ্মণ জলে বসিলা তর্পনে।
সাহসী না হল কেহ ব্রাহ্মণ লঙ্ঘনে॥
ব্রাহ্মণ ঘটক বিনে ব্রাহ্মণ আলয়।
কখনও অন্য গৃহ দান নাহি লয়॥
কিন্তু এ রোষের অর্থে করিলা সম্মান।
রোষ অর্থ গ্রহণে না ভাবে অপমান॥
কালক্রমে কীর্ত্তিনাশা,
এমন সমাজ বাসা,
স্বকুক্ষিত বিলয় করিল।
দিয়ে সর্ব্বকুলে স্থান,
করিতে ভুমি প্রদান,
যোগ্য লোক কাচাদিয়া ছিল॥
কিন্তু হেন রাজমান,
করি কালে প্রত্যাখ্যান,
আগমন কামারখাড়ায়।
অগ্নিমূর্ত্ত কারিতার,
কথা কি বলিব আর,
কেহ বা বিলাত চলে যায়॥
গলে দিব্য যজ্ঞ সূত্র,
দিব্য কান্তি সুপবিত্র,
ললাটে লেপিত সুচন্দন।
জ্ঞানে মুখ জ্যোতির্ম্ময়,
দেখিতে ভকতি হয়,
পদধূলি লয় কত জন।
মুখে শান্তি বিরাজিত,
লঘু ইচ্ছা বিবর্জ্জিত
গুরু ভাব সদা প্রতিভাতি।
মুখে সদা হরি নাম
বিরহিত অন্য কাম
দিব্য জ্যোতি ঋষির মূরতি।
এ হেন ব্রাহ্মণ কত
সদা হয়ে সম্মিলিত
দিব্য জ্ঞান আশীর্ব্বাদ দানে।
উজ্জ্বল করিতে দেশ
সদা দানে উপদেশ
স্বর্গ পথ দেখাত যতনে।
ত্যজি সে সুন্দর দেশ
ত্যজি স্বদেশের বেশ
একেবারে ত্যজিয়ে মমতা
কোন প্রাণে লোক যায়,
বুঝিতে না পারি তায়
কালের কিনা আছে ক্ষমতা।
রাজ তুল্য প্রাপ্ত মান,
করি অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান

অনায়াসে কেহ ছেড়ে যায়।
কেহ নিজ বুদ্ধি গুণে,
আত্মমেল আত্মস্থানে
নব কীর্ত্তি রাজত্ব যোগায়।
আশা কুল ধনী হলে,
গেলে ভিন্ন জাতি মেলে
পিতৃনাম লোপ কিনা হয়।
দেশে নাম নাহি থাকে,
বিদেশে কি চিনে তাকে
নাম চিহ্ন সকলি বিলয়।
দেশে উচ্চ পদ পেলে,
কি বিজ্ঞ ভূস্বামী হলে
প্রভূত সম্মান কিনা হয়।
বিনা লাভে অনাহার,
নামে হলে ব্যারিষ্টার
নাহি কি জঞ্জাল তাহা হয়।
উমাপতি কুলরত্ন,
উদয় বিজয়রত্ন
ভারতের রাজধানী মাঝে।
কহে কুলাচার্য্যগণ,
কুলহিতাকাঙ্ক্ষী মন
যেন নাহি আত্ম দেশ তাজে।
সদা আত্ম ইচ্ছাধীনে,
ধন মান ধর্ম্মার্জ্জনে
জাতি বৃদ্ধি এমন সম্পদ।
কেন করি পরিহার,
দুর্ব্বহ জীবনভার
দাসত্ব শৃঙ্খল গড়ে পদ।

নিলে যেই ব্যবসায়,
মানে রাজা পাত্তপায়
উপযুক্ত বৈদ্য বিচক্ষণ।
সবিশেষ আশা ভিন্ন,
যেন করে, হীনগণ।
স্ববৃত্তি না করে বিবর্জ্জন।
ভিষক জগত্তচন্দ্র,
অব্যর্থ সন্ধান মন্ত্র
যেন নাম লোপ নাহি হয়।
বিজয় জগত পুত্র,
পবিত্র কুল সুদৌহিত্র
দেশ খ্যাতি চিরস্থির রয়।
বংশ লিপি ছলে বংশগতিআলোচনে।
ক্ষমিবেন সাধুগণ ন্যায্যান্যায্যজ্ঞানে॥
রাঢ়ে রোষ বংশ সদা সর্ব্বোচ্চ সম্মান।
বিমাতার কোপে বঙ্গে হারাইলা মান॥
টিচলির এক শাখা এখনো কুলীন।
ক্রিয়া দোষে অন্য শাখা হল কুলহীন॥
নারসিংহ, দিবাকর উচলি আনিলা।
পতনে ও সর্ব্বকুল আদরে রহিলা॥
পাবনা জিলা রাজসাহি বাসৈরা পুটিয়ায়
রহিয়াছে রোষ শুনি কোথা হৈতে যায়
বাজুতে কেদ্‌বা আর বাসালিয়া গ্রাম।
ঘটক কবিন্দ্র বলে বুরুন বংশ ধাম!
ইদিলপুর অন্তর্গত লক্ষ্মীদিয়া গ্রামে।
গণসেন নিবসতি হল কালক্রমে॥
সমাজে ইদিলপুর দাদপুর গ্রাম।
জমিদার যোগে হল হিঙ্গুকুল ধাম॥

গোত্র ও প্রবর সংখ্যা।

১। আঙ্গিরস + আঙ্গিরস, বশিষ্ট, বার্হস্পত্য — — — ৩

২। অনাবৃকাথ্য + গার্গ, গোতম, বশিষ্ঠ, — — — ৩

৩। ঘৃতকৌশিক + কুশিক, কৌশিক ঘৃতকৌশিক — — ৩

৪। ঘৃতকৌশিক + কুশিক, কৌশিক ঘৃতকৌশিক, বন্ধুল — ৪

৫। বাৎস্য + ঔর্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ — — ৫

৬। সাবর্ণ + ইহার ঔর্ব্যাদি পঞ্চ প্রবর — — — ৫

৭। মৌদগল্য + ইহার ঔর্ব্যাদি পঞ্চ প্রবর — — — ৫

৮। সৌপায়ন + ইহার ঔর্ব্যাদি পঞ্চ প্রবর — — — ৫

৯। কৌশিক + কৌশিক, অত্রি, জমদগ্ন্য — — — ৩

১০। বৃদ্ধি + কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য — — ৩

১১। জামদগ্ন্য + জমদগ্ন্য, ঔর্ব্য, বশিষ্ঠ, — — ৩

১২। কাশ্যপ + কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব — — ৩

১৩। কুশিক + কুশিক, কৌশিক বিশ্বামিত্র — — ৩

১৪। কৌণ্ডিল্য + কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য, — — ৩

১৫। গর্গ + গার্গ, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য ৩

১৬। অব্য + অব্য, বলি, সারস্বত, ৩

১৭। জৈমিনি, + জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি — — ৩

১৮। আশম্যান + আশম্যান শাকায়ন, শাকটায়ন — — ৩

১৯। বাসুকি + অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি — — ৩

২০। রোহিত + ভার্গব, নীললোহিত রোহিত — — ৩

২১। শাণ্ডিল্য, + শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল — — ৩

২২। কাণ্ব + কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল ৩

২৩। কাঞ্চন + অশ্বথ, দেবল, দেবরাজ — — ৩

২৪। আত্রেয় + আত্রেয়, শাতাতপ সাংখ্য — — ৩

২৫। অত্রি + অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ — — ৩

২৬। কৃষ্ণাত্রেয় + কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় আবাস — — ৩

২৭। কাত্যায়ন + অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ ৩

২৮। পরাশর + পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ ৩

২৯। বশিষ্ঠ + বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি ৩

৩০। সাঙ্কৃতি + অব্যাহ, আত্রাত্রি সাঙ্কৃতি — — ৩

৩১। বৈয়াঘ্র+সাঙ্কৃতি — ১
৩২। বৈয়াঘ্রপদ্য+সাঙ্কৃতি ১
৩৩। শক্তি+শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ ৩
৩৪। শুনক+শুনক, শৌনক গৃৎস্যমদ — — ৩
৩৫। বিশ্বামিত্র+বিশ্বামিত্র মরীচি কৌশিক — — ৩
৩৬। অগস্ত্য+অগস্ত্য, দধিচি জৈমিনি — — ৩
৩৭। কাণ্ডায়ন+কাণ্ডায়ন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, আজমীঢ় — ৪
৩৮। সৌকালিন+সৌকালিন আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব ৫
৩৯। ভরদ্বাজ+ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য — — ৩
৪০। গৌতম+গৌতম, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য নৈধ্রুব — — ৪
৪১। গোতম+গোতম, বশিষ্ঠ বার্হস্পত্য — — ৩
৪২। বিষ্ণু+বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব ৩
৪৩। ধন্বন্তরি+ধন্বন্তরি, অপ্সার আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব ৫
৪৫। বৃহস্পতি+বৃহস্পতি, কপিল পার্থিব — — ৩
৪৬। কাঞ্চনকণ্ঠ+কাঞ্চনকণ্ঠ, অশ্বথ দেবল — — ৩
৪৭। বৈশ্বানর+ঔর্ব্য চ্যবণ ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নবৎ — ৫

৪৮। আদ্য। ৪৯। শালঙ্কায়ন।
৫০। আদিত্য। ৫১। মার্কণ্ডেয়।
৫২। ধ্রুব। ৫৩। অগ্নিবেশ্য
৫৪। চন্দ্রঋষি। ৫৫। লোহিত।
৫৬। কশ্যপ। ৫৭। বৃদ্ধ।

এই দশ গোত্রের প্রবর নানা স্থানে নানারূপ শুনা যায় বিধায় সম্প্রতিক দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে।

মৌৎগল্য গোত্র চায়ুদাস।

মৌদ্গল্যজ চায়ুদাস ধর্ম্ম কর্ম্মেমতি।
পূন্য কর্ম্মে সদারত রাঢ়ে বঙ্গে স্থিতি॥
দিবাকর অরবিন্দ যেই কুল খ্যাতি।
পুজিয়া উচলী এনে দিলা নিবসতি॥
বৈদ্যজাতি মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ চায়ুদাস।
দেবের প্রধান যথা বাসব প্রকাশ॥
সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান।
ঋষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা নারদ সমান॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণময়।
চায়ুকুল স্পর্শে তথা কুলীনত্ব হয়॥
তাঁর তিন পুত্র হয় অতি জ্ঞানবান।
বিদ্যাবন্ত পুন্যবন্ত অত্যন্ত সম্মান॥
পুরন্দর দিবাকর আর নরদাস।
দেব দ্বিজে ভক্তি জন্য সুখ্যাতি প্রকাশ
দিবাকর বংশধর অতি খ্যাত ছিল।
দুর্ভিক্ষে যাইতে প্রাণ কুল না ছাড়িল॥

প্রাণ যায় কচু খায় কুল নাহি ছাড়ে।
কচুয়া নামেতে উঠে সর্ব্বোকুলোপরে ॥
পরে ভাবীবংশধর হীন ক্রিয়া মুলে।
অন্য শাখা হতে কিছু হীন হন কুলে ॥
পুরন্দর একপুত্র নরসিংহ দাস।
কুলকার্য্যে সদারত বঙ্গদেশে বাস ॥
নরসিংহ নামে সদা এই বংশ খ্যাত।
নৃসিংহ নামেতে উক্তি বহু সংক্ষেপতঃ ॥
চায়ুবংশে নরসিংহ কুল নাম খ্যাতি।
উচ্চকুল মধ্যে যার বিশেষ সুখ্যাতি ॥
নরসিংহের চারিপুত্র ধর্ম্মে অভিলাষ।
নারায়ণ কার্ণ রাম আর নিমদাস ॥
নরসিংহ বংশের এই হইল চারি ধারা।
তাদের বসতি ভুগিলহট্ট শোভলারা ॥
রামদাস পুন্যবান যায় বনবাস।
ঘোরাঘাটে যেয়ে নিম করে কুলনাশ ॥
পচাসিদ্ধি নিমদাস কষ্ট হেনজানি।
হীন বৈদ্যে বিয়া কৈরে হল অপমানী ॥
শ্রীবিক্রমে নিমবংশ ক্ষমতা অপার।
নবতিসংখ্যক গ্রামে ব্যাপ্ত অধিকার ॥
লরিতে ভীমের সঙ্গে ভয় নাহি করে।
উচ্চাসন লভেছিলা নবাব দরবারে ॥
ধর্ম্মাঙ্গদ আনয়ন কৈলা বিক্রমপুর।
কুলীন স্থাপনে লভে সম্মান প্রচুর ॥
কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কীর্ত্তিনাশা এলে।
নাশিলা বিক্রমপুর স্থানে ধনে জনে ॥
রাম প্রসাদ গঙ্গারাম নিধিরাম নিম।
আর যত নিম ছিল টাক্‌টিকির ডিম ॥

হরিনাথের নাম আছে কণ্ঠহারে লিখা
কষ্টবৈদ্যেরবাড়ী গেলে হত নাকি দেখা
কিন্তু বিজয়রামদাস ক্রিয়ান্বিত ঘর।
আর যত নিম দেখি সব তার পর ॥
রমাকান্ত শ্রীহরি রোষেরবাড়ীগড়াগড়ি
নিমেনিমেহয় যতকুটবাক্যেরবারাবারি
নিমদাসের একশাখা ছিল আকিয়াধল
নদীর কোপেতে গ্রাম গেল রসাতল ॥
অতঃপর বাসিরাতে কুটুম্ব সহিতে।
বাস্তব্য করেন সুখে আনন্দ মনেতে ॥
নিমবংশধর ছিল রামমনিদাস।
ভব কন্যা পরিণয়ে সম্মান প্রকাশ ॥
তার তিনপুত্র হয় তারা কান্ত জ্যেষ্ঠ।
নিশিকান্ত শশীকান্ত ক্রমেতে কনিষ্ঠ ॥
গণকন্যা তারাকান্তে করে পরিণয়।
গণকন্যা লাভে তার লক্ষ্মীর আশ্রয় ॥
তারাকান্তের তিনপুত্র অগ্রজ সুরেশ।
দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র তৃতীয় যোগেশ ॥
ধর্ম্মাঙ্গদ বংশধর সোনারঙ্গ বাসী।
শরতের কন্যা আনি হয়েছেনখুসী ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশেতে সমর্পিত হয়।
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে নিশ্চয় ॥
শ্রীবৈদ্য বল্লভবংশ করে কন্যা দান।
নিজদেশে করিয়াছে সম্মান প্রধান ॥
ঘটকের আশীর্ব্বাদে চিরসুখী হবে।
কুললক্ষ্মী মান্য জন্য সম্মান বাড়িবে ॥
নারায়ণ বংশধর দুইটী সন্ততি।
কনিষ্ঠ ঈশান আর জ্যেষ্ঠ প্রজাপতি ॥

প্রজাপতি বংশধর তিন সদাশয়।
অরবিন্দ জয় আর বিষ্ণু মহাশয়॥
অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ জয় কুল হারা।
ভাগ্য গুণে বিষ্ণুপদে কুলে জলেতারা॥
রাজাহরিনাথ রায় বিষ্ণু কুল মণি।
দেব দোষে দোষী হয় কিঞ্চিৎন্যূনগণি
নাগকন্যা পতিজন্য জয়কুল হীন।
অদৃষ্টে লিখিত বলি ভাবেতে বিহীন॥
কুলশ্রেষ্ঠ অরবিন্দ সর্ব্ব গুণবান।
দৈত্যারি শ্রীবৎস মুরারি তিন সন্তান॥
নৃসিংহ বংশের সিংহরূপ দামোদর।
সেনহাটী কূল শ্রেষ্ঠ অতীব প্রখর।
তিন ভ্রাতা কুলশ্রেষ্ঠ বৈদ্যের প্রধান।
ধর্ম্ম কার্য্যে সদারত অতিগুণবান॥
সম্মান ভাবেতে কার্ণ রামদাস রয়॥
তেঘেরাতে ঈশানদাস হীন প্রভ হয়।
কার্ণদাস বঙ্গেকরে সর্ব্বত্র ভ্রমন।
যথাকুল তথাকার্ণ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
নারায়ণ কুলের বাড়া কার্ণ আধা পায়।
নিম্ন কুল হতে বিধি চলিত প্রথায়॥
নিশা দীপে অন্ধকার যথা দূর হয়।
কার্ণের দর্শনে তথা কুল বৃদ্ধি হয়॥
কার্ণপুত্র রবিদাস মহাজ্ঞানবান।
রবিপুত্র চারিজন অত্যন্ত সম্মান॥
বাসুদেব কেশব প্রভাকর লক্ষ্মীপতি।
রবিবংশধরের ছিল অত্যন্ত সুখ্যাতি।
কেশবাদি তিনভ্রাতা উত্তর দেশেগত।
জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব কুলশ্রেষ্ঠ খ্যাত॥

তার তিন পুত্র হয় অগ্রজ বামন।
উমাপতি সোমদাস বংশের শোভন॥
উমাপতিদাস হয় কার্ণ বংশধর।
তারপুত্র জনার্দ্দন জ্যেষ্ঠ চণ্ডীবর॥
কুলশাস্ত্র বিশারদ চীণ্ডবরদাস।
ঘটক বিশারদ আখ্যা ভুবনে প্রকাশ॥
তারপুত্র বলভদ্র সুললিত বাণী।
বিদ্যাধর তারপুত্র বিখ্যাত সম্মানী॥
তারপুত্র অনিরুদ্ধ ধর্ম্ম কার্য্যে মতি।
তারবংশধর হয় চারিটী সন্ততি॥
কৃষ্ণানন্দ নরহরি তৃতীয় গোবিন্দ।
চতুর্থ চন্দ্রশেখর কহিছে আনন্দ॥
পুন্যবন্ত নরহরি খ্যাত চরাচর।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞাতজন্য প্রশংসা বিস্তর॥
পূর্ব্বকালে বৈদ্যকুলে নরহরি দাস।
ধর্ম্মজ্ঞ কুলজ্ঞ বিজ্ঞ ঘোষণা প্রকাশ॥
সুধীর পণ্ডিত তিনি খ্যাত চূড়ামণি।
ঘটক বিশারদআখ্যা বিখ্যাত সম্মানি॥
তার পুত্র শিবদাস প্রথম তনয়।
দ্বিতীয় পুত্রের নাম সূর্য্যদাস হয়॥
কনিষ্ঠ মধুসূদন স্নেহের সন্ততি।
তিনপুত্র সহ সুখে করেন বসতি॥
তিন ভ্রাতা, বিদ্যাবন্ত কেহ কমনয়।
বৈদ্যকুল তত্ত্বে তারা জ্ঞানী অতিশয়॥
কুল শাস্ত্র ব্যাপ্তি জন্য বিখ্যাত ভুবন।
বৈদ্যজাতি মধ্যে তারা সুপ্রতিষ্ঠ হন॥
শশী সুনীর্ম্মল কুল উমাপতি ছিল।
কুল তারতম্যে ভাব নির্ণয় লিখিল॥

কালে রাগা বসে কিছু [illegible] পাইলা।
বেন্দার বাসুদেব কুল শ্রেষ্ঠ কুল হলা॥
স্থানদোষ তারবংশে হল পরিহার।
সাতাশ সমাজ মধ্যে সর্ব্বস্থান তার॥
উমাপতি পুত্র হল খ্যাত চণ্ডীবর।
ঘটক তাহার বংশ বেন্দামূল ঘর॥
ঘটকের বংশ হবে স্থান দোষ হীন।
বিষ্ণু ভিন্ন প্রতিশ্রুত সমস্ত কুলীন॥
নিশাদীপে অন্ধকার যথাদূর হয়।
ঘটক দর্শনে কুল জ্যোতিঃ উদয়॥
ঘটকে বিক্রমবাস তুল্য আদি স্থান।
কাহারো বিক্রমে নহে হেনস্থানমান॥
বেন্দার ঘটক বংশ বিক্রম হইতে।
তুল্য কুল সমুচিত সে মান পাইতে॥
বিক্রমপুর বাসস্থান ঘটকের হয়।
অবশ্যই সেই মান প্রাপ্তবা নিশ্চয়॥
বেন্দার শিবের বংশ প্রতিষ্ঠিত অতি।
বেন্দা বাসুদেব কুল শ্রেষ্ঠ ভাবেস্থিতি॥
মধুসূদন বংশধর জ্ঞানী দুই জন।
রামকান্ত রঘুরাম কুল সুশোভন॥
বিষ্ণু বংশে হরিনাথ বৈদ্য কুলরাজ।
চন্দন মঞ্চের চেষ্টা কৈলা মহারাজ॥
সর্ব্বস্থান কুলীনের করিলা আহ্বান
সাব ছিল মঞ্চোপরে লক্ষ্যে উচ্চস্থান॥
সকল কুলীন তাহে সমবেত হৈলা।
ঘটক বিশারদ রামকান্ত জিজ্ঞাসিলা॥
সর্ব্বকুল জ্ঞানসিন্ধু কহ মহাশয়।
হীন কিম্বা বিষ্ণু কুল কিসে উচ্চ হয়।
সংখ্যাচ্চ স্থান যোগ্য বিষ্ণু কিসে হয়।
কিরূপে হইবে তার মঞ্চে আরোহণ॥
কুলাচার্য্য সুধীক রামকান্ত কয়।
কুল বীর্য্য সমুচিত [illegible]
সাধুবাদে সত্য যদি জিজ্ঞাসিত হয়।
কুলাচার্য্য না করিবে সত্য বিপর্য্যয়॥
কিন্তু বংশ মান খর্ব্ব হবে বিপরীত।
হইতে হইবে মম দেশ বিবর্জ্জিত॥
অন্য সাক্ষাশ্রয়ে কুল লই যেতে হবে।
কুলাচার্য্যশক্তি বঙ্গদেশে না রবে॥
সংপ্রতিক জন্য মম অন্যত্র গমন।
সকলে যাজ্ঞিক হয়ে কর আয়োজন॥
কুলাচার্য্য স্থানদোষ কেহ না ধরিবে।
সর্ব্বকুল সভাস্থলে আদর হইবে॥
হেন প্রতিজ্ঞায় কর প্রতি শ্রুতিদান।
যাহা সমুচিত হয় করিব বিধান॥
তথাস্তু বলিয়া সর্ব্ব কুল ধর গণ।
ঘটক নিকটে কৈলা প্রতিজ্ঞা বন্ধন॥
ঘটক কহিলা কার্য্য কেহ না যাইবে।
গমনে নিশ্চয় তথা অপমান হবে॥
পরে সভাদিনে রামকান্ত বিচক্ষণ।
হর পুরোহিত সহ করিলা গমন॥
রাজা জিজ্ঞাসিলা কুলীন্ আসিল কয়ঘর।
সন্ধানে ঘটক তবে করিলা উত্তর॥
এতক্ কুলীন মাত্র হৈলা আড়াইঘর॥
আপনি আমি ও দেব মামা অদ্ধঘর।
তবে রাজা অন্তঃপুরে মাতৃ স্থানেগেলা
এই অবসর কালে ঘটক পলাইলা॥

পরিবার সহ কৈলা নৌকাআরোহণ।
কুলীনগণের সহ হৈল দরশন॥
স্বদেশের হর বৃত্তি পুরহিতে দিলা।
কুলীন গণের স্থানে বিদায় লইলা॥
বলিলা যে দেশে সতো বাজদণ্ড হবে।
সে দেশে স্বকুলাচার্য্য বৃত্তি না করিবে॥
অতঃপর বিক্রমপুরে করিলা গমন।
করিলা চৌধুরী কুল আশ্রয় গ্রহণ॥
চৌধুরী দৌহিত্রী রামবংশের দুহিতা।
নিজ পুত্র কৃষ্ণরামে হল সমর্পিতা॥
রাজপালার রাম ছিল বহু কীর্ত্তিবান।
সপ্তগ্রাম জামতাকে করিলেন দান॥
সূর্য্য পুত্র অভিরাম কুলের ভূষণ।
করিলা চৌধুরীবংশে কন্যা সমর্পন॥
বিদগ্রাম সন্নিধানে গ্রাম এক পাইলা।
কৃষ্ণ রামসহ তথা বাস নিরূপিলা॥
পরেকৃষ্ণ রাম জন্য ভূমি সংরক্ষণ।
করিলা নিকট গ্রাম বনুর গমন।
কার্ণবংশ শিবদাস প্রতিষ্ঠিত অতি।
বেন্দা শিবদাস কুল শ্রেষ্ঠ ভাবে স্থিতি।
বিক্রমে আসিয়া পরে করেছে বসতি।
চন্দ্রসম রহিয়াছে তার কুলে জ্যোতি।
তার পুত্র চারিজন অতি গুণবান।
অগ্রজ রামবল্লভ সম্মানে প্রধান॥
দ্বিতীয়েতে রামকৃষ্ণ অতিগুণধর।
তৃতীয়েতে কালীচরণ তুল্য কুল ধর॥
চতুর্থ রামগোপাল জ্ঞানের সাগর।
[তৃতীয় চতুর্থ ভ্রাতা বেন্দা গ্রামে ঘর॥

কুলের [illegible] করে নিরন্তর।
বিদিত সকল লোকে আছে নিরন্তর॥
রামবল্লভের চারি তনয় ভুবনে।
জ্যেষ্ঠ হরিনারায়ণ জনম্ সুলক্ষণে॥
দ্বিতীয়েতে রাম রাম পুণ্যের শরীর।
তৃতীয়েতে অনন্তরাম পণ্ডিত সুধীর॥
রাম রাম বংশধর তিন মহাশয়।
অগ্রজ মাধবরাম খ্যাত পরিচয়॥
নবাব দরবারে রাজবল্লভ সন্নিধানে।
শ্রীমাধব রাম গেলা কর্ম্ম অন্বেষণে॥
সুলিপি নিপুণ শ্রীমাধব রাম ছিলা।
জমিদারি মধ্যে রাজবল্লভ কর্ম্ম দিলা॥
ভোগজন্য যথোচিত ভূমি দিলা দান।
জ্ঞাতিকুল সন্নিধানে বিদগ্রাম স্থান॥
ঘটক বংশজ বলি করি সমাদর।
নিজ বাসস্থান দিলা বিক্রমপুরেশ্বর॥
ঢাকলে আমিরাবাদ তহশীল স্থান।
কার্য্যগুণে আজীবন বৃত্তি দিলাদান॥
বলভদ্র বংশ কন্যা পুত্রে সমর্পিলা।
সে অবধি বিক্রমপুরে বসতি স্থাপিলা
মাধব সদৃশ জ্ঞানী হরি নারায়ণ।
কুল শাস্ত্রে বিশারদ পিতৃ সুলক্ষণ॥
বিক্রমপুর টঙ্গিবাড়ী কাশীর সন্তান।
হরিনারায়ণে করে ভূমি কন্যা দান॥
তার তিন পুত্র হয় অতি ক্রিয়াবান।
টঙ্গিবাড়ী গ্রামে হয় আদি বাসস্থান॥
কেহ যোগীপাড়া বাসী কেহ বিদগ্রাম।
মধ্যপাড়া পালঙ্গাদি করে বাস ধাম॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্কর কুলীন রামধন।
রামশঙ্করের হয় পুত্র দশ জন।
তৃতীয় প্রাণকৃষ্ণ দাস মহামতি।
চতুর্থেতে শিবচন্দ্র বিদ্যা বস্তু অতি॥
নবমে শ্যামসুন্দর খ্যাত চরাচরে।
গুরুভক্ত তার তুল্য নাহিক সংসারে॥
সর্ব্বশেষে শম্ভুনাথ দশম কুমার।
দশত্র ত কুল বলি খ্যাত সুপচার॥
ঘটক শ্যামসুন্দর ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি।
তারপুত্র ভগবান স্নেহের সন্ততি॥
তার সপ্ত পুত্র মধ্যে ছিল চন্দ্রমণি।
কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ ভুবনে বাখানি।
ভক্তিতে করেন সদা সন্ধ্যা পূজা কাম
বারশত চৌরাশী সনে যান স্বর্গধাম॥
ফাল্গুণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে।
স্বর্গপুরে যান তিনি রজনী কালেতে॥
তাহার হইল পুত্র আনন্দচন্দ্র দাস।
বারশত বারায় স'ন জন্ম পৌষ মাস॥
ঢাকা জেলা মধ্যগত মুন্সীগঞ্জ থানা।
দক্ষিণেতে কীর্ত্তিনাশা পূরবে মেঘনা॥
সমুদ্র সদৃশ নদী আছে দুই ধারে।
অট্টালিকা দীর্ঘি পুরী সব গ্রাম করে॥
ফাঁড়িথানা রাজাবাড়ী বহুলোকে জানে
বিদগ্রাম ভুঁগ্রাম তার সন্নিধানে॥
বিক্রমপুর মধ্যে হয় এই দুই গ্রাম।
ঘটক আনন্দচন্দ্র করে স্বীয় কাম॥
ঘটক বংশেও বহু বিদগ্রাম ধাম।
ভুঁগ্রামে জন্মস্থান শ্রীআনন্দ নাম॥

সিংহরাশি মঙ্গলবার জন্ম হয় জানি।
আদিবংশের নাম যেন মৃত্যু কালে শুনি
আদিবংশ নাম শুনে পুণ্যের সঞ্চয়।
আদিবংশ সদগতি হইবে নিশ্চয়॥
এখন হইল বটে আসন্ন সময়।
শেষ কালে দৃষ্টিহীন কুল প্রতি হয়॥
মরিবার কাল হৈল নাহি কিছু বাকি
লিখিতে অশক্ত বলি সব হবে ফাঁকি॥
মরিবার কালে পাখা উঠিল যেমন।
আমার ঘটনা বটে হইল তেমন॥
অতএব গুরুপদে এই ভিক্ষা চাই।
অন্তকালে নিত্যধাম অধিকার পাই॥
তেরশত সাত সনের পূর্ণ ভাদ্রমাস।
আনন্দ করিল লোকেভাবের প্রকাশ
বিদগাঁও সুপ্রসিদ্ধ ঘটকের নামে।
ঘটকের তিন ধারা বহে বিদগ্রামে॥
পিতৃব্য মহেশচন্দ্র ঘটক চূড়ামণি।
তাদৃশ কুলজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নাহি হেন জানি॥
কুলাবলী নামগ্রন্থ করিয়া রচনা।
জগতে রেখেছে তার প্রশংসা ঘোষণা॥
ঘটক ব্রজমোহন তাঁর আত্মজ পুত্র।
মম জ্যেষ্ঠ তাত ভ্রাতা অন্তর পবিত্র॥
জীর্ণ শীর্ণ কুলবলী তার হস্তে দেখি।
নষ্টাংশ দৃষ্টি ভিন্ন তার ভাব লিখি॥
কুলশাস্ত্র বিশারদ শ্রীব্রজমোহন।
তাহা হৈতে গ্রন্থ ভাব করিনু গ্রহণ॥
মম ছোট ভ্রাতৃ বলি আদরের ধন।
কুলশাস্ত্রে আছে তার অনুক্ষণ মন॥

ধন্য ওরে নন্দরাম পাইয়াছ দিন
বুঝায় হাতে কন্যা দিয়ে হৈয়েছ কুলীন
ভুবৈরবে কন্যা দিয়ে কুল গেলে যায়।
কুলীনশশ্ব জ্যেষ্ঠাক কাশী দাসাবধি ॥
তরাইকের কাকদাস আছে এক ঘর।
কুলীন বাতাসে তার বিশুদ্ধ অন্তর ॥
কেশুরা মারে কাকদাস হীন ভাব হয়
জানি দেশে কাকদাস তদ্বংশ রয় ॥

কায়ুগুপ্ত।

কাশ্যপ গোত্রজ কায়ু মান্য অতিশয়।
সিদ্ধ বিদ্যার অঙ্গ পুত্র কেহ আদিকর
তারচারি পুত্র মধ্যে বনমালী জ্যেষ্ঠ।
নারায়ণ মুরারি ক্রমে অনন্ত কনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠসন্তানগণ নাপাই তাদেগে।
কোথাথেকে কোথা যায় নাহিএকদেশে
বনমালীর চারি পুত্র অতিসদাশয়।
অগ্রজ কার্পটি গুপ্ত বঙ্গে খ্যাত হয় ॥
মধ্যম মাধব নানা দেশ গত।
ইহাদের বংশধর নহে পরিচিত ॥
কার্পটি গুপ্তের পুত্র তিন মহাশয়।
মদন লোকনাথ নীলাম্বর ক্রমে হয় ॥
দণ্ডপানী দণ্ডাঘাতেলোকনাথহীনকুল
বিড়ালের আচরকান্দরেনীলাম্বরনির্মূল
মদনের এক পুত্র জগন্নাথ হয়।
জগন্নাথের দুই পুত্র কণ্ঠহার কয় ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাকর খ্যাত বঙ্গ ভূমে।
কনিষ্ঠ সন্তান আছে হীন সম্ভ্রমে ॥
সুধাকর দুইপুত্র সুধানন্দ জ্যেষ্ঠ।
কুলশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ॥
অড়াগ নামেতে গুপ্ত চন্দ্র প্রভাকর।
শিঙ্গর নামেতে গ্রাম বাসস্থান হয় ॥
বীরগুপ্তনামে অন্য ত্রিপুরেতে বাস।
কোথায় রয়েছে বঙ্গে নাহি সুপ্রকাশ ॥
সেনাহাটী ইটনায় কায়ু আছে কতঘর
ডাকড়া তাজপুর গেলা মদন সুধাকর ॥
ভেঁউচীগ্রামে মদনের অন্য বংশধর।
কণ্ঠহারে নানাস্থানে সুত নীলাম্বর ॥
বনভদ্রী ফতেয়াবাদ পৈতাজ্যা অপর।
কায়ুগুপ্ত বংশধর আছে কতঘর ॥
ইটনা মগর হইতে কেহ২ আসে।
ন্যূন ভাব বহুকায়ু আছে ভাটিদেশে ॥
মাইজপাড়া খড়রকাটী সিঙ্গা আদি স্থানে
গলিয়াখেলসা কোটা আছেগালটীসনে
বেলঘরিয়ামালীপাতিরাজসাহাপাবনায়
কাউগুপ্ত নিবসতি আছে শুনাযায় ॥
পাতং বানারী বেজগাও মধ্যপাড়া।
জানাবেনকোথা হৈতেআসিলেন তারা
সেনহাটী সৎকুল কায়ু আসে অপসার
ইটনা হইতে কেহআসেকামারখাড়ায়

ত্রিপুরগুপ্ত।

কাশ্যপগোত্রজ গুপ্ত স্পর্শা মহামতি।
তারএক পুত্রহয় ত্রিপুর নামে খ্যাতি ॥
ত্রিপুরের এক পুত্র নাম দামোদর।
তার তিন পুত্র হয় অতি গুণধর ॥

বিশ্বম্ভর পুত্র ছিল সর্ব্বনিষ্ঠ অতি।
স্বদেশেতে বারাহীদেবী সেবে করেছিতি
জুলুয়াতে রাজ্য ভোগ করিয়া মনন॥
কায়স্থ জাতির সঙ্গে করে সংমিলন।
সেনতা ব্রাহ্মণ বৈদ্য করিয়া স্থাপন॥
সুদেশেতে বাস্তব্য করে পুত্র বংশগণ।
নবাবের কর্ম্মচারী আরো পরে আসে।
সুবক দেখিয়া বৈদ্য আসে মিষ্ট ভাষে
বহু বৈদ্য বাসস্থান হয় বিক্রমপুর।
যাবরে বিবিধ গ্রাম খ্যাত কোত্রমপুর॥
শক্তিগোত্র শক্তিধর সর্ব্বজ্ঞ বিদিত।
পঞ্চম পর্য্যায়ে তার মাধব কথিত॥
বাসুদেব নামে তার পর্য্যন্ত একাদশে।
ইতা পাশাইহতে নাকি জুলুয়াতে আসে
শ্রীপুর ও কাকনপুরে করিয়া তালুক
বাসুদেব বংশধর করিতেছে ভোগ॥
বাসুদেব প্রপৌত্র জ্যেষ্ঠ রাম রাম।
সোদর কনিষ্ঠ তার রাম গোবিন্দ নাম
রাম রাম বংশধর শ্রীগুরু প্রসাদ।
রাম গোবিন্দেতে হয় শ্রীদেবী প্রসাদ॥
গুরু প্রসাদের পুত্র চারি সহোদর॥
রামগঞ্জ ষ্টেসনে শ্রীপুরেতে ঘর।
অগ্রজ চন্দ্রকুমার দ্বিতীয় রজনী।
চতুর্থ রাজকুমার তৃতীয় কামিনী॥
চারিভ্রাতা একান্নেতে সাধুশীল অতি।
নিজদেশে অনুজসহ সম্ভাবে স্থিতি॥
সুকীর্ত্তি সুনামে তারা নিজ দেশে আছে
স্বদেশে অন্তেরসহ শান্তিতে চলেছে॥

বিস্তৃত সম্পত্তি কত করিয়া অর্জন।
মাধবের বংশধর প্রতিষ্ঠিত হন॥
পঞ্চবিংশ পর্য্যায়েতে সুধীর মহেশ।
তার সম কালীমোহন গৌরব বিশেষ॥
দেবী প্রসাদের পুত্র এক গুণাধার।
হরিশ্চন্দ্র নাম তার স্বদেশে প্রচার॥
রামগঞ্জ ষ্টেসনে বাস কাকনপুর।
নিজদেশে কুলমানে গৌরব প্রচুর।
মাধবসিং ধন্বন্তরি শক্তি কতিপয়।
বংশাবলী না পাইয়ে না হৈল নিশ্চয়
সুপটু নিপুণ কার্য্যে বিদিত তারিণী।
বাজাপ্তি পদ্রেসঙ্গে কার্য্যে হলামানী
ত্রিপুরঅন্ত দুর্গাদাস খ্যাত পরিচয়।
রামকুমার নামে তার হইল তনয়।
তার দুই পুত্র হয় স্বদেশে প্রকাশ॥
অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র দ্বিতীয় কৈলাস॥
তহাদের পুত্রভ্রাত শ্রীমধুসূদন।
সুকার্য্যেতে ব্যাপ্ত গুপ্ত বংশধরগণ।
কাকনপুর গ্রামে বাস সর্ব্বজনে জ্ঞাত।
কুলক্রিয়া জন্য আছে স্বদেশে বিখ্যাত
চড়িমাধবের বংশ সহ কুলীনেতে।
পরিণয়ে কার্য্য করে নিজ সমাজেতে॥

বাতিসাগ্রামে উচলি।

ত্রিপুরাধিপতি আসে উচলী বংশধর।
চৌদ্দগ্রাম ষ্টেসনে বাতিসা গ্রামেশ্বর॥
নোয়াখালী জিলা মধ্যে ফেণীর অধীন
উচলীর বংশধর আসে ক্রমাধীন।

বহুবংশ।

ঘোরাপাড়ার রাম আর সুচন্দের নিম
আদিস্থান রাঢ়দেশে নাহি পাই চিন ॥
চোগলখানির কাকদাস সুচন্দ্রেরনিম
সেয়া জোশা নাহি পাই ডাকেগন্দে চিন
বিয়া দোষে গরি সেনের গেল কুলমান
মধ্য পাড়ার ধন্বন্তরি কাকের সমান ॥
মধ্য পাড়ার ধন্বন্তরি করনীর বর।
কার্ত্তিকপুরের মঙ্গলানন্দ এই কষের পর
রামচন্দ্র পাই দাস প্রতিষ্ঠিত অতি ॥
বিক্রমপুরে মধুরাম রায় সমাজপতি।
নেত্রাবর্ত্তিবক্যনাইবলাইনেলতলিরনাগী
কেগুনাসারবুধাইসুধাইপিচাশ তেনগণি
অষ্ট পূর্ব্বা বম্বো জ্যেষ্ঠা গয়ি বিযা করি।
কুল মেল ছাড়া হবে পথে গড়াগড়ি ॥
আটের ভিতরে গাড়া নাহিয়েতে রাও
আঠা পোড়া টেইট্টাশুদ্ধা শিযালের ছাও
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটে সেনহাটী বৈশালা
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জ্বলা
লক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে পোড়াগাছা ঘর।
আর যত শিয়াল দেখি সকলি গিধর ॥
বলভদ্র রাম নিম মাধব উচলী।
মহীপতি মুকুন্দ ঘোষ বংশ উজ্জ্বল বলি ॥
বিদ্যাধর মুরারি ঘোষের সন্তান।
সিদ্ধের মধ্যে নহে সাধ্যের প্রধান ॥
রাম বলভদ্র ঘোষ আর যে উচলী।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আটঘর ইহাদের বলি ॥
আর যত আটঘর ইহাদের পর।
হংস মধ্যে বক যথা করে ধরফর ॥
রামসেন চূড়ামণি, রাঢ়ে বঙ্গে জয়ধ্বনি
পঞ্চালিদ্ধি নিমদাস, ক্রিয়া দোষে কুলনাশ
বলভদ্র মূর্ত্তিমন্ত, বিক্রমপুরে ভাগ্যবন্ত।
মাধবের নিরঞ্জয়, রাজদোষে কুলক্ষয় ॥
উচলী আর মহীপতি, ক্রিয়াদোষে নিম্নগতি
গণের কুলে দিয়ে ছাই, মুকুন্দের কুল নাই
ঘোষ বংশে ধুরন্ধর, মুরারি আর বিদ্যাধর
কষ্ট গুপ্ত কায় হবেন চর্ব্বি হবেন ঘি।
আচীন শক্তি, প্রভাকর বাকি রৈল কি
তুলসীঘেটে কুটুম্ব হলেন্ কুলীন্ শিরোমণি
সেরপুরী সম্বন্ধী হয়ে মুখে জয়ধ্বনি ॥
বেডানন্দর ক্রিয়া কৈরে সভায় সুশোভন
শুদ্ধ সাধ্য বৈদ্য সঙ্গে তর্ক উত্থাপন ॥
কুলাকি নাহয় মুখে জয় লতায় গলায় তক
কতই হবেন কুলসুন্দর বুদ্ধি হৈলে সক
শক্তি মাত্রে ধর্ম্মাঙ্গদ বিনাক মাত্রে রাম
ঘোটে গায় ছাল নাই কুম্ভার ব্যাগা ন্যাজ
পঞ্চ হবেন অরবিন্দ শুনে লজ্জা অতি
তাহলে আর কাজ কি থাকে পুটক সমাজপতি

নূতন ডাকের।

পণপত্রবিধি।

সপ্তম পুরুষ জ্ঞাতি বরের দেখিয়া।
জ্ঞাতির দৌহিত্রী কিনা নির্ণয়ে জানিয়া
স্মৃতিমতে শুদ্ধ কিনা জানিবে বিচারি।
এমন পাত্রীর সহ সম্বন্ধ স্থির করি ॥

পাত্রী পিতৃ গোত্র ভিন্ন তালমতে জানি
তবে সে সম্বন্ধ স্থির হইবে বাছনি ॥
পাত্র পাত্রী দুই পক্ষ হইলে মিলন ।
লেনা দেনা স্থির জন্য ঘটক কথন ॥
দুই পক্ষ কুল তত্ত্ব বিচার করিয়া ।
সম্বন্ধের দোষ গুণ স্থানাদি দেখিয়া ॥
নিরপক্ষ ভাবে যদি ঘটকেতে কয় ।
সুসম্বন্ধ বুঝিয়া পণপত্র লিখতে হয় ।

পণবিধি ।

বার তঙ্কা হয় বটে এক কন্যা পণ ।
এক কন্যা পন হয় সমানে লিখন ?
তিন কন্যা পণ আছে উর্দ্ধ সংখ্যা বিধি
ইহাই নিয়ম বটে বহু কালাবধি ।
সিদ্ধ সাধ্য পণেরবিধিনাহি ধরা গাথা
সোণা রূপা ভাবভাব বুঝে কবে কথা ।
পুত্র কন্যা উপলক্ষে করিয়া মনন ।
ধনের আকাঙ্ক্ষা করে অতি মূঢ়জন ॥
কুল পণ ভিন্ন যদি অর্থ লোভ হয় ।
মাংস বিক্রি ফল তার জন্মিবে নিশ্চয় ॥
কুলপণ কুলবিধি নিয়মে লইবে ।
ততোধিক অর্থ লাভে বিক্রিফল হবে ॥
পুত্র কন্যা দায়ী করে অর্থের গ্রহণ ।
হাড়ি ডোম তুল্য যথা চামার নন্দন ॥

ব্যবহার বিধি ।

পণের দশমভাগ হয় ব্যবহার ।
ঘটক করেন ইহা করিয়া বিচার ॥
সিদ্ধ সাধ্য ব্যবহার নাহি নিরূপন ।
কুলের সন্তোষ মতে দিবে সর্ব্বক্ষণ ॥

দক্ষিণা বিধি ও কুলভার ।

বরের দক্ষিণা শাস্ত্রে আদি রজত সোনা
সাধ্য হৈলে দিবে তাহা অসাধ্যেতে মানা
অমৃত দক্ষিণাদিবে শাস্ত্রে আছে বিধি ।
দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে নিরবধি ॥
কন্যা দান মহাদান সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
কন্যাদান তুল্যফল কিছুতেই নয় ॥
কন্যাদানে বর সদা বিষ্ণু তুল্য হন ।
তাহাকে সন্তোষ রাখা ঘটক বচন ।
এইত কারণে বর দক্ষিণাধিকারী ।
এক তঙ্কা ন্যূন সংখ্যা নিয়ম তাহারি ॥
উর্দ্ধ সংখ্যা যাহা দিবেতাতে নাহিদোষ
কুল অনুসারে সদা করিবেক তোষ ॥
দক্ষিণা ত্রিবিধরূপ পূর্ব্ব নিরূপণ
বরের দক্ষিণা দিবে কন্যা পক্ষগণ ।
দানের দক্ষিণা দিবে দান দাতাজন ॥
তাহার লভ্যের ভাগী পুরোহিতগণ ।
গোত্রান্ত দক্ষিণা দিবে বর পক্ষ হৈতে
তাহার লভ্যের ভাগ পাবে পুরোহিতে
দানের দক্ষিণাসংখ্যা নাহি নিরূপণ ।
স্বেচ্ছাতে দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের কথন ॥
কুলিন কন্যা গোত্রান্তরেদ্বিগুণ দক্ষিণা
স্থানেরমাহাত্ম্য আর দ্বিগুণ যোজনা ॥
কুলীন প্রসিদ্ধস্থানে পাইবে সম্মান ।
অকুলীন স্থান হৈলে নাহি হেন মান

উত্তা পত্তা পড়া বৈদ্যের কুল।
যদি থাকে আদি মূল ॥
ভূইহিত্রিপুর বিনাক চাউ।
শিয়াল পন্থ গবি কাউ ॥
যাজ প্রতিষ্ঠিত সদা এই অষ্টকুল।
স্থান ক্রিয়া ভাবে রক্ষা বৃদ্ধি বা নির্মূল
শক্তিধর শ্রীবৎসাদি, খ্যাত ভূহিনামে।
বিনাক্‌বিমল,নরসিংহচাউ,খ্যাতবঙ্গভূমে
মহোজ্জ্বল সদা এই তিন কুলে রয়।
আদি হতে সমশ্রেণী সদা পরিচয় ॥
ক্রিয়া ভেদে আছে কিছু ইতর বিশেষ
কুলকল সমতুল শুনি সবিশেষ ॥
ধারা প্রকরণ আদি নাম অতঃপরে।
গৃহীত হইল ক্রমে পঞ্জী অনুসারে ॥
কিন্তু পঞ্জী পূর্ব্বে যারা স্থানান্তরে গেল
কিম্বা পঞ্জী সুপচার যথায় না হল ॥
পূর্ব্ব বংশনাম তথা রহিল প্রচার।
বংশ লিপি অনির্ণয়ে মানে পরিহার ॥
নরসিং বিনাক্‌ ভূহিনামে পরিচয়।
আদি হতে বাস যেবেবংশ খ্যাতিবয় ॥
যে বংশের ধারা লিপি পঞ্জীতে না হল
একবংশ নামে খ্যাতি সর্ব্বত্র রহিল ॥
তথাপিও ভাব ভেদে কোন২ স্থানে।
বিশেষ বংশের নাম হয় দোষ গুণে ॥
সাধজাবাজী পশুপতি শিয়ালের কুলে
ভুইটী বিশেষ নাম হল ভাটী স্থলে ॥
আঠাপোড়া টেইট্টা গুজা আদিনাম ভেদ
শিয়ালেতে নানা স্থানে ছিলেক প্রভেদ
মহাব্রত চিন্তামণি ভাটীদেশে শুনি।
লিখিব কুলের তত্ত্ব সন্ধানেতে জানি ॥
জগদীশ গুপ্ত নাম আছে ভাটীদেশে।
খ্যাত নাম কুলতত্ত্ব লিখাযাবে শেষে ॥
গুপ্তবংশেনানা নাম আছেনানা স্থানে।
আদজামিয়া বৈবেপোড়া প্রবাদ গঠনে
বিদেশী বাপনি নাম বহুয়াদি আর।
ভাবভেদে নানা স্থানেরয়েছে প্রচার ॥
কোনকোন বংশপুন বর্জ্জিতাদিযোগে
ভিন্ননাম ধারী হয়ে রহিল বিয়োগে ॥
কিন্তু ধারা নাম যার পঞ্জীতে না রয়।
মূলবংশ নাম তার লোপ নাহি হয় ॥
এইরূপে বহুবংশ নানা স্থানে গত।
আদিবংশ নামে সদা আছে পরিচিত ॥
বিপক্ষ কল্পনা মূলে কারো পরিহার।
মূল ভাল বংশ কিন্তু নাম হল আর ॥
নরসিং বিনাক্‌ ভূহিআছে নানা স্থলে
অন্য বিনায়ক আছে রবিসেন কুলে।
বাঠধি ক্রিয়ায় দোষে হারাইলা কুল।
বিভিন্ন হলেও সদা এক আদি মূল ॥
বিনাক্‌ নামেতে বংশ কোটালীপাড়ায়
বাহুরকাটীখৈলসাকোঠা রুনসীবাসণ্ডায়
কোন বিনায়কএর আছে কোন স্থানে
লিখিত হইবে পরে ক্রমশঃ সন্ধানে ॥
বিনাক নামেতে বংশ বিক্রমপুরে বাস
আছে কোনকোনবংশ লিপিতেপ্রকাশ
নরসিং দাসের বাস কোটালী পাড়ায়
মাহিলাড়া চন্দ্রশ্রী নলচিরা নিটনায় ॥

বাসুণ্ডা খলিসাকোটা রণমতী আর ।
বেলদাপান দিঘিকাটী বহুধা বিস্তার ॥
বিনাকৃ নরসিং দুহি হীন কাট আদি
পরস্পর নাকি প্রায় তুল্য নিরবধি ॥
অল্প বৈদ্য মেলেযারা পূর্ব্বে এসেছিল
ব্যবসাদি হেতু মূলে স্বতঃ স্থান নিল ॥
বংশ তেজ অনুসারে ফল স্থান ভাব ।
মুখ্য মেল সন্নিকটে কুলের অভাব ॥
বর্ত্তমানে সমানীত কুলীন যাহারা ।
কুলোচিত সম্মান লভিলেন তারা ॥
কুলীন সংশ্রবে পুন মৌলিকেরকুল
কুল মেল মধ্যে মান লভিলা বিপুল ॥
হীনক্রিয়ে বহুক্রিয়ে যে করে সমান ।
মুর্খ সে কুলীন শীঘ্র চ্যুত হয় মান ॥
বিদ্যাধন মান জন্ত সুতেজ শাসন ।
বিহীনে বিরুদ্ধ স্রোতে নিত্য আক্রমণ
কুলীন কুটুম্ব পুষ্ট যে মৌলিক নয় ॥
প্রতি যোগী মেলে তার কুল খর্ব্বহয়
দুহি কুলে প্রভাকর বিনাকৃ বিকর্ত্তন ।
নরসিংহে অরবিন্দ অতি সুশোভন ॥
সেনহাটী গ্রামে শ্রেষ্ঠ অরবিন্দ স্থান ।
পাণ্টীকুই গোত্রযোগে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ।
হিমুহান পরগ্রাম খুকৈতা বিকর্ত্তন ।
আদি হতে অষ্ট কুল পাণ্টীঘর হন ॥
অরবিন্দবিকর্ত্তনে প্রভাকরআর লক্ষণে
আদিত্য আর বিষ্ণুপদে কন্দর্পধর্ম্ম জনে
পীতাম্বর অষ্টকুল তুল্য নাহি ছিলা ।
বিষ্ণু সহযোগে নাকি উত্থিত হইল ॥

পতিত উত্থানে হলো এত কলকান্দ ।
বাখানি সময়ে তারে অতি মতি মান ।
নিজ বলে নিজ বৃদ্ধি অনেকের হয় ।
কুলসহ বৃদ্ধি লাভ অতি গুণোদয় ॥
উঠা পড়া বৈদ্যের কুল যেই কথা ছিল
শুদ্ধ পীতাম্বর তার আদর্শ স্থাপিল ॥
স্বপর্য্যায়ে বহু ক্রিয়া যিনি এই মেলে
সংসিদ্ধ কুলের মধ্যেবাখানিসে কুলে
কিন্তু হেন ক্রিয়া আছেকভু না করিবে
এক ক্রিয়া দোষে সব গুণ হারাইবে ॥
পালটী যোগেরহিয়াছে প্রকৃতি না হত
অনিন্দিত নিম্নক্রিয় প্রসিদ্ধ সে খ্যাত
রীতি মত ক্রিয়া পণ নিত্যদিতে হয় ।
মহোজ্জল ভাব কুলে কিসেতার রয় ॥
নিম্ন ক্রিয়া জন্য পণ ক্রিয়া পণ ধরে ।
কুল ভেদে অন্ত পণ ত্রি কন্যারহারে ॥
স্বপর্য্যায়ে বহু ক্রিয়া মধ্য কুলে স্থান ।
বিসিদ্ধ কুলের মধ্যে তাহার সম্মান ॥
পাণ্টীযোগে আছে নহে প্রকৃতিবর্জ্জিত
প্রায় ক্রিয়াপণদাতা নিম্ন ক্রিয়ান্বিত ॥
বহুকাল এইভাব যে করে পোষণ ।
বিসিদ্ধ হইতে হয় সংসিদ্ধ লক্ষণ ॥
সুসিদ্ধ হইতে যারা মহোন্নত হয় ।
সংসিদ্ধ কুলজ শ্রেষ্ঠ গণ্য পরিচয় ॥
সুসিদ্ধসিদ্ধাদি স্থির নিম্ন কুল হয় ॥
সুদীর্ঘ বিরামাভাবে বংশজে নির্ণয় ॥
বহুকাল সাধ্য যোগেসাধ্য পালটীকুল ।
পরেনিজ মেলছেড়ে উর্দ্ধে না উঠিল ॥

কুলজ্ঞ স্যাখ্যের শ্রেষ্ঠ হেম অষ্টকুল।
প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় গণো হল দৃঢ় মূল।
বিক্রমে কুলীন মধ্যে যে যত নূতন।
ক্রিয়াভার দৃষ্টে যদি সমুজ্জল হন॥
প্রাচীন তুল্যতঃ জ্যোতি কিঞ্চিৎ অধিক
কিন্তু মূল প্রকৃতিতে না হল অধিক॥
উচ্চ মধ্য নিম্ন কুল বিক্রমেতে যত।
ভাব তারতম্য তার লিখিব বা কত॥
বৈদ্যবল্লভের ফোটা নিমের কপালে।
উজ্জল স্বর্ণ কুণ্ডল রামকর্ণ মূলে॥
গণ গঙ্গমতিভারে বোষ মহামতি।
কবি কণ্ঠ ভূষণে উজ্জল মহীপতি॥
আর যে যে কুল ক্রমে বিক্রমেআসিল
কন্যানিতে নিত্য যায়ে তুল্যভাবেনিল
সেই কুল সঙ্গেতার পালটী ভাবহয়।
প্রকৃতিতে বহুগুণে উর্দ্ধ গতি হয়॥
ঘটক কাণের বংশ রামের কুণ্ডল।
স্থানদোষ কৌন সর্ব্ব স্থানে সমুজ্জল॥
নিশাদীপ তুল্য সদাআঁধারের জ্যোতি
ভাবনির্ণয়েতে হল ভাবের সঙ্গতি॥
যাহা কিছু লিখিলাম ভাব গ্রন্থ ভাবে
ক্ষমিবেন বিজ্ঞজন স্লাঘ্য নাহি ভেবে
কার্ণে সুপণ্ডিত শিব মহোজ্জল ছিল
বিক্রমে আসিয়া কেন ভাবান্তর হল॥
কুল ভাব অন্য ব্যস্ত নাহি ছিল কুল।
তাই বুঝি ভাব হানী হয়ে উচ্চ মূল॥
তথাপি ও শ্রেষ্ঠ ভাব রাঘবাদি হতে।
বড়দাস ছোট দাস হাতার ভোগেতে

শিবদাস বেক্টীয়ানামে বিক্রমেতেখ্যাত
শিবদাস পণ্ডিত ছিল। অতিক্রিয়ান্বিত
ত্রিপুরাদি কারো ২ স্থির নিম্ন কুল।
নয়াদি কেহবা কালে হারাইলা মূল॥
যাহা কিছু লিখিলাম স্থান ভাব মূলে।
শোধিবেন সাধুজন যদি থাকি ভুলে॥
রাঢ় দেশে সেমহট্ট নাহি ধরেকুলে।
বঙ্গে মহোজ্জল কুল যশোহরাঞ্চলে॥
পন্থ দাস নয় নামে সদা পরিচিত।
আর চারি মূল নামেআছেঅবস্থিত॥
বংশ ধারাভেদে যার ভাবভেদ নাই।
সবিশেষ নাম ভেদ দেখিতে না পাই
গুপ্তবংশে কাউ গুপ্ত ত্রিপুরাদি আর
বংশ ভাব ভেদ নাহি বিশেষ বিস্তার
ত্রিপুরেতে মহীপতি অর্থগুপ্ত আর।
এই দুই নাম ভেদ হয়েছে প্রচার॥
ধারা ভেদে যাহাদের বহু ভাব ভেদ।
ধারা ভেদে আছে বহু নামের প্রভেদ

দাস বৈদ্য মৌৎগুল্যগোত্র।

১। চাউদাস তস্য তিনপুত্র ২।
পুরন্দর, দিবাকর, নরদাস উক্ত ২নং
পুরন্দর তস্য পুত্র ৩নং নরসিংহ
তস্য চারিপুত্র ৪নং নারায়ন, কার্ণ,
রাম, মিমদাস উক্ত ৪নং নারায়ণ তস্য
দুই পুত্র ৫নং প্রজাপতি ও ঈশান
উক্ত ৫নং প্রজাপতির তিন পুত্র ৬নং
অরবিন্দ, জয়দাস, বিষ্ণুদাস।

উক্ত ৪নং কার্ণদাস তস্য পুত্র।
৫নং রবিদাস তস্য চারিপুত্র। ৬নং বাসুদেব, কেশব, প্রভাকর লক্ষীপতি উক্ত ৬নং বাসুদেব তস্য তিনপুত্র ৭নং বামন, উমাপতি, সোমদাস উক্ত ৭নং উমাপতির দুই পুত্র। ৮নং চণ্ডীবরদাস ঘটক বিশারদ ও জনাৰ্দন উক্ত ৮নং চণ্ডীবরদাস তস্যাপুত্র।
৯নং বলভদ্র তস্যাপুত্র ১০নং বিদ্যাধর তস্যাপুত্র ১১নং অনিরুদ্ধ তস্য চারি পুত্র ১২নং কৃষ্ণানন্দ, নরহরি, গোবিন্দ চন্দ্রশেখর, উক্ত ১২নং নরহরি তস্য তিনপুত্র ১৩নং শিবদাস ও সূর্য্যদাস ও মধুসুধনদাস।
উক্ত ১৩নং শিবদাস তস্য চারিপুত্র ১৪নং রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ ও কালী চরণ ও রামগোপাল উক্ত ১৪নং রামবল্লভ তস্য চারিপুত্র ১৫নং হরি নারায়ণ ও রামরাম ও অনন্তরাম ও রুদ্ররাম উক্ত ১৫নং হরিনারায়ণের তিনপুত্র ১৬নং রামশঙ্কর ও রামমোহন ও রামধন উক্ত ১৬নং রামশঙ্কর তস্য ১০ পুত্র ১৭নং রামকিঙ্কর ও কীর্ত্তিচন্দ্র ও প্রাণকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র ও রামগতি ও রাঘবেন্দ্র ও গোপীচন্দ্র ও রামসুন্দর শ্যামসুন্দর ও শম্ভুনাথ তস্য দুইপুত্র ১৮নং ভৈরবচন্দ্র ও জয়চন্দ্র তস্য তিন পুত্র ১৯নং গিরীশচন্দ্র সরস্বতীপূটী ও মহিমচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র উক্ত মহিম চন্দ্রের দুইপুত্র ২০নং শ্রীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র উক্ত ২০নং শ্রীশচন্দ্রের পুত্র ২১নং দীনেশচন্দ্র সাং টঙ্গীবাড়ী।
উক্ত ১৯নং গিরীশচন্দ্র তস্যপুত্র ২০নং সতীশচন্দ্র উক্ত ১৮নং ভৈরবচন্দ্র তস্য পুত্র ১৯নং কালীচরণ তস্যাপুত্র ২০নং গুরুচরণ সাং টঙ্গীবাড়ী।
উক্ত ১৭নং শ্যামসুন্দর তস্যপুত্র ১৮নং ভগবানচন্দ্র তস্যাপুত্র ১৯নং চন্দ্রমণি ও চন্দ্রহরি উক্ত ১৯নং চন্দ্রমণি তস্য পুত্র ২০নং শ্রীআনন্দচন্দ্রদাস ঘটক অত ডাকৈর অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ প্রকাশক সাং বিদগ্রাম।
উক্ত ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্যাপুত্র ১৮নং জগন্নাথ তস্যাপুত্র ১৯নং ভৈরবচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ২০নং কালীপ্রসন্ন ও গুরুপ্রসন্ন উক্ত ২০নং কালীপ্রসন্ন তস্য দুইপুত্র ২১নং তারাপ্রসন্ন ও হর্ষনাথ সাং পালং।
১৭নং শিবচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৮নং কমললোচন ও রামকানাই উক্ত ১৮নং কমললোচনের দুইপুত্র ১৯নং নবচন্দ্র ও অপ্রত্যয়।
উক্ত ১৬নং রামধন তস্য তিনপুত্র ১৭নং কমলাকান্ত ও রাধা মাধব ও নীলমণি উক্ত ১৭নং কমলাকান্তের পুত্র ১৮নং গুরুপ্রসাদ তস্যাপুত্র ১৯নং

চন্দ্রকান্ত তস্যপুত্র ২০ নং কালীপ্রসন্ন উক্ত ১৭নং রাধামাধব তস্যপুত্র ১৮নং পদ্মলোচন তস্য চারিপুত্র ১৯নং নবীন চন্দ্র ও স্ফটিকচন্দ্র ও কালীমোহন ও গঙ্গাপ্রসাদ সাং সোণারঙ্গ।

১৫নং রামরাম তস্য তিনপুত্র ১৬নং মাধবরাম ও কৃষ্ণরাম ও দুর্গারাম উক্ত ১৬নং মাধবরাম তস্য তিনপুত্র ১৭নং জগন্নাথ ও গঙ্গাধর ও মৃত্যুঞ্জয় উক্ত ১৭নং গঙ্গাধর তস্যচারিপুত্র ১৮নং রাম সুন্দর ও রামরূপ ও তিলকচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র ৮নং রামরূপ তস্য চারি পুত্র ১৯নং বৃন্দাবন ও রামকান্ত ও অভয়চন্দ্র ও কমলাকান্ত উক্ত ১৯নং রামকান্তের দুই পুত্র ২০নং নবকুমার ও কৃষ্ণকুমার তস্যপুত্র অবনীমোহন সাং বিদগ্রাম।

উক্ত ১৯নং বৃন্দাবন তস্যপুত্র ২০নং রামকুমার তস্য দুইপুত্র ২১নং দুর্গা মোহন ও চন্দ্রমোহন উক্ত ২১নং দুর্গামোহন তস্যপুত্র আনন্দমোহন সাং কালীঘাট।

উক্ত ১৭নং মৃত্যুঞ্জয় তস্য তিন পুত্র ১৮নং হৃদয়কৃষ্ণ ও রামনিধি ও চণ্ডী-চরণ উক্ত ১৮নং রামনিধি তস্য তিন পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্র কবিশেখর বৈদ্য কুলাবলীরচক ও কাশীনাথ ও শম্ভুনাথ তস্য দুইপুত্র ২০নং রেবতীমোহন ও সুরেন্দ্রমোহন উক্ত ২০নং রেবতীমো-হন তস্য পুত্র ২১নং অমলেন্দু উক্ত কাশীনাথ তস্য তিনপুত্র ২০নং ব্রজ-মোহন ও রাজমোহন ও বগলামোহন উক্ত ২০নং রাজমোহনের পুত্র ২১নং কুমোদ বিহারী উক্ত ১৯নং মহেশ-চন্দ্র তস্য পুত্র হরিমোহন তস্য তিন পুত্র ২১নং বিপিন বিহারী ও কুঞ্জবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী সা বিদগ্রাম।

১৫নং অনন্তরাম তস্য দুইপুত্র ১৬নং ষষ্ঠিরাম ও বিনোদরাম উক্ত ষষ্টিরামের তিন পুত্র ১৭নং উদয় নারায়ণ ও ধন-ঞ্জয় ও সুবলচন্দ্র উক্ত উদয়নারায়ণের চার-পুত্র ১৮ং কৃষ্ণনারায়ণ ও ধর্ম্মনারায়ণ ও হরচন্দ্র ও চন্দ্রমোহন ও কাশীচন্দ্র ও রামনিধি তস্য তিনপুত্র ১৯নং রাধা নাথ ও কাশীনাথ ও কৃপানাথ উক্ত কাশীচন্দ্রের পুত্র ১৯নং গোবিন্দচন্দ্র উক্ত কৃষ্ণনারায়ণ তস্য দুইপুত্র ১৯নং জগবন্ধু ও দীনবন্ধু ১৭নং ধনঞ্জয়ের দুইপুত্র ১৮নং বিশ্বনাথ ও পঞ্চানন উক্ত বিশ্বনাথের পুত্র ১৯নং শ্রীনাথ তস্যপুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র।

১৪নং রামকৃষ্ণ তস্য দুই পুত্র ১৫নং জয়রাম ও রাধাবল্লভ উক্ত জয়রামের পুত্র ১৬নং রামসন্তোষ তস্য তিনপুত্র ১৭নং হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র ও রাম-

কানাই তস্যপুত্র ১৮নং জগৎচন্দ্রদাস মুন্সেফ সাং পালং।

উক্ত ১৭নং ঈশানচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৮নং উমাচরণ ও শ্যামাচরণ উক্ত হরচন্দ্রেরপুত্র ১৮নং মদনমোহন তস্য পুত্র ১৯নং কামিনীরঞ্জন তস্যপুত্র ২০নং তারাপ্রসন্ন সাং পালং॥

১৪নং কালীচরণ তস্য তিনপুত্র ১৫নং শ্যামাচরণ ও রামচরণ ও আত্মারাম উক্ত শ্যামাচরণের পুত্র ১৬নং রাম কিঙ্কর তস্য চারিপুত্র ১৭নং নিমচাঁদ ও প্রাণকৃষ্ণ ও বঙ্গচন্দ্র ও কেবলকৃষ্ণ উক্ত নিমচাঁদের পাঁচপুত্র ১৮নং মদন মোহন ও গোপীচন্দ্র ও রাজমোহন ও রাধামোহন ও উদয়চন্দ্র উক্ত মদন মোহনের দুইপুত্র ১৯নং অভয়চরণ ও কামিনী চরণ তস্য দুই পুত্র ২০নং ভগবতীচরণ ও পার্ব্বতীচরণ উক্ত অভয়চরণের পুত্র ২০নং মুক্তাচরণ সাং বেন্দা।

১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্য দুই পুত্র ১৮নং গোপালকৃষ্ণ ও অনুকুলচন্দ্র উক্ত গোপালকৃষ্ণের দুইপুত্র ১৯নং রাজ-কিশোর ও হরকিশোর তস্য দুইপুত্র ২০নং দীনবন্ধু ও জগবন্ধু সাং বেন্দা।

১৪নং রামগোপাল তস্য দুইপুত্র ১৫নং রামহরি ও শুকদেব উক্ত রামহরির চারি পুত্র ১৬নং আনন্দিরাম ও রাম সুন্দর ও রামরত্ন ও কীর্ত্তিনারায়ণ উক্ত রামসুন্দরের দুইপুত্র ১৭নং লোক নাথ ও নবচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৮নং নীলকমল ও রামকমল উক্ত লোক নাথের পুত্র ১৮নং হরচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং কালীকমল ও চন্দ্রকমল ও শশী কমল ও কৃষ্ণকমল ও মদনকমল তস্যপুত্র ২০নং প্রফুল্লকমল উক্ত শশীকমল তস্য পুত্র ২০নং হরিপদ উক্ত চন্দ্রকমল তস্যপুত্র ২০নং বসন্তকমল ১৯নং কালী কমল তস্য দুইপুত্র ২০নং শ্রীশ কমল ও শরৎকমল সাং বেন্দা।

১৩নং সূর্য্যদাস তস্য তিনপুত্র ১৪নং রমাকান্ত ওরফে অভিরাম ও রঘুদেব বিশ্বেশ্বর১৪নং রমাকান্ত তস্য পাঁচপুত্র ১৫নং নন্দরাম ও রূপরাম ও রুদ্র নারায়ণ ও মানিকচাঁদ ও গঙ্গানারায়ণ ১৫নং নন্দরাম তস্য দুইপুত্র ১৬নং চন্দ্রনারায়ণ ও রামধন ওরফে রাম যোগী তস্যপুত্র ১৭নং রামমণি তস্য পুত্র ১৮নং রামনাথ তস্য দুইপুত্র ১৯নং রামকমল ও হরকমল সাং বিক্র-গ্রাম।

১৬নং চন্দ্রনারায়ণ তস্যপুত্র ১৭নং রামরাজা তস্যপুত্র ১৮নং বঙ্গচন্দ্র তস্য ছয়পুত্র ১৯নং কালীপ্রসন্ন ও দুর্গা প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন ও গুরুপ্রসন্ন ও শ্যামাপ্রসন্ন ও হরপ্রসন্ন সাং বিক্র-

গ্রাম। ১৫নং রূপরাম তস্য চারি পুত্র ১৬নং জয়নারায়ণ ও গঙ্গাধর ও রাধাকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ১৬নং গঙ্গাধর তস্য তিনপুত্র ১৭নং কেবলরাম ও নীলমণি ও শিবেশ্বর তস্য চারিপুত্র ১৮নং দীনবন্ধু ও আনন্দচন্দ্র কবীন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র ও দুর্গাচরণ তস্য তিনপুত্র ১৯নং কেদারেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও ভুবনেশ্বর ১৮নং আনন্দচন্দ্র তস্যদুই পুত্র ১৯নং কামাখ্যাচরণ ও অনন্ত কুমার সাং বিদগ্রাম।

১৭নং কেবলরাম তস্য দুই পুত্র ১৮নং চন্দ্রকান্ত ও উমাকান্ত তস্য দুই পুত্র ১৯নং সারদাকান্ত ও নিবারণ উক্ত সারদাকান্তের পুত্র অবনীকান্ত।

১৬নং জয়নারায়ণ তস্য তিনপুত্র কনিষ্ঠ ১৭নং কৃষ্ণনাথ তস্যতিনপুত্র মধ্যম ১৮নং চন্দ্রনাথ তস্যপুত্র ১৯নং দ্বারকানাথ দাস ঘটক কবীন্দ্র তস্য দুইপুত্র ২০নং মহেন্দ্রচন্দ্র ও পঞ্চানন সাং বিদগ্রাম।

১৫নং রুদ্রনারায়ণ ওরফে রামনর সিংহ তস্য দুই পুত্র ১৬নংরাজনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ উক্ত রাজনারায়ণের দুইপুত্র ১৭নং কালীশঙ্কর ও রামলোচন তস্যপুত্র ১৮নং নবকিশোর কবীন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং যোগেশচন্দ্র তস্যপুত্র ২০নংঅনাথবন্ধু সাং বিদগ্রাম

১৭নং কালীশঙ্কর তস্য পুত্র ১৮নং পূর্ণচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং নারায়ণ চন্দ্র দাস ঘটক বিশারদ ও গিরীশচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ও ঈশান চন্দ্র তস্য পুত্র ২০ নং মনমোহন উক্ত হরিশ্চন্দ্রের তিনপুত্র ২০ নং হেমচন্দ্র ও বিরেন্দ্র চন্দ্র ১৯নং কৈলাস চন্দ্রের পুত্র ২০নং উপেন্দ্রচন্দ্র ১৯নং গিরীশচন্দ্র তস্যপুত্র ২০ নং মহেন্দ্র-চন্দ্র ১৯নংনারায়ণচন্দ্র তস্য তিন পুত্র ২০ নং করুনাকান্ত ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ও যতীন্দ্রচন্দ্র সাং বিদগ্রাম।

১৫নং মানিক চান্দ তস্য দুইপুত্র ১৬নং মৃত্যুঞ্জয় ও ব্রজনাথ ১৬নং মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র ১৭নং কুলমণি তস্যপুত্র ১৮নং গোলোকচন্দ্র তস্য তিনপুত্র ১৯নং মহিমা চন্দ্র ও জ্ঞানচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র ঢাকা জজ কোর্ট উকিল তস্যপুত্র ২০নং উমেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উক্ত মহিমচন্দ্রের পুত্র ২০নং যোগেন্দ্রচন্দ্র সাং বিদগ্রাম।

১৩নং মধুসূধন তস্য দুইপুত্র ১৪নং রামকান্তদাস ঘটক বিশারদ ও রঘুরাম তস্যপুত্র ১৫নং কৃষ্ণজীবন তস্য কনিষ্ঠ পুত্র ১৬নং রাজবল্লভ তস্য তিনপুত্র ১৭নং মাণিকচান্দ ও লক্ষ্মীকান্ত ও শ্রীকান্ত তস্য দুইপুত্র ১৮নং রাম গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্র তস্য দুইপুত্র

১৬নং জগচন্দ্র ও নবনীচন্দ্র ১৭নং মানিকচান্দ তস্যপুত্র ১৮নং তালকচন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং রামকৃষ্ণ তস্য পুত্র ২০নং দিনবন্ধু তস্যপুত্র ২১নং প্রসন্ন কুমার সাং বরাইল।

১৪নং রামকান্ত তস্যপুত্র ১৫নং কৃষ্ণ-রাম তস্য ছয়পুত্র ১৬নং ধনিরাম ও রামদাস ও শ্যামদাস ও মণিরাম ও বিজয়রাম ও মুক্তারাম তস্যপুত্র ১৭নং নীলকণ্ঠ তস্যপুত্র ১৮নং পীতাম্বর তস্যদুইপুত্র কনিষ্ঠ ১৯নং মদন তস্য তিনপুত্র ২০নং বিশ্বেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও তারকেশ্বর সাং সোনার রঙ্গ।

১৬নং বিজয়রাম তস্য পুত্র ১৭নং গঙ্গাপ্রসাদ তস্যপুত্র ১৮নং রামলোচন তস্য দুইপুত্র ১৯নং গৌরমোহন ও চকাদ্রস্ত তস্যপুত্র ২০নং রজনীকান্ত।

১৬নং শ্যামদাস তস্য চারিপুত্র তৃতীয় ১৭নং জয়গোবিন্দ তস্যপুত্র ১৮নং রামদুলাল তস্যপুত্র ১৯নং দুর্গাদাস তস্য ছয়পুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র ও হরি মোহন ও প্যারিমোহন ও ভুবণ ও শিশি ও রমনী সাং বরাইল।

১৬নং রামদাস তস্য চারিপুত্র ১৭নং বৈদ্যনাথ তস্যপুত্র দত্তক ১৮নং কাশীনাথ তস্য দুইপুত্র ১৯নং কৃষ্ণ নাথ ও জগদ্বন্ধু তস্যপুত্র ২০নং মহিমাচন্দ্র তস্যপুত্র ২১নং হেমেন্দ্রচন্দ্র উক্ত কৃষ্ণনাথ তস্য দুই পুত্র ২০নং রমুমণি ও পদ্মলোচন তস্যপুত্র নবীন চন্দ্রসাং বিদগ্রাম।

১৬নং ধনিরাম তস্য দুইপুত্র ১৭নং রামরত্ন ও রামগতি উক্ত রামরত্ন তস্য পাঁচপুত্র ১৮নং রামজয় ও হরিনাথ ও কালীকিঙ্কর ও রমানাথ ও বিশ্বনাথ উক্ত রমানাথের পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্র সাং বরাইল।

১৮নং কালীকিঙ্কর তস্য দুই পুত্র ১৯নং ভৈরবচন্দ্র ও কৃষ্ণমণি তস্যপুত্র ২০নং কালীপ্রসন্ন তস্য তিনপুত্র ২১নং উমেশ ও ফটিক ও উপেন্দ্র সাং নয়না। ১৯নং ভৈরবচন্দ্র তস্য চারি পুত্র ২০নং গুরুনাথ ও হরনাথ ও আদিনাথ ও কামিনীনাথ উক্ত গুরুনাথের পুত্র ২১নং রুহিনী ও রজনী ও রমনী উক্ত হরনাথের পুত্র ২১নং অবনী সাং বরাইল।

১৮নং হরিনাথ তস্যপুত্র ১৯নং কৃষ্ণনাথ তস্য পুত্র ২০নং নিত্যানন্দ সাং তথা।

১৮নং রামজয় তস্য দুইপুত্র ১৯নং কাশীনাথ ও চন্দ্রমোহন তস্যপুত্র ২০নং দুর্গাকুমার উক্ত কাশীনাথের পুত্র ২০নং রামকৃষ্ণ তস্যপুত্র ২১নং অখিল সাং বরাইল।

১২নং গোবিন্দ তস্য পুত্র ১৩নং মহেশ ও গনেশ ওরফে গগন তস্য দুইপুত্র

১৪নং রামনাথ ও রামদেব তস্যপুত্র ১৫নং রামকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৬নং রামদুর্লভ তস্যপুত্র ১৭নং রাধাকান্ত তস্য পুত্র ১৮নং পীতাম্বর তস্যপুত্র ১৯নং কালীমোহন সাং বিদগ্রাম।

১৪নং রামনাথ তস্য পুত্র ১৫নং রাজারাম ও বীরনারায়ণ তস্য চারি পুত্র ১৬নং রামরাম ও রত্নেশ্বর ও কাশীশ্বর ও ঘনেশ্যাম তস্য তিন পুত্র ১৭নং গোকুলচন্দ্র ও ভবানী প্রসাদ ও রামলোচন তস্য দুইপুত্র ১৮নং গৌরসুন্দর ও কালাচান্দ তস্য দুইপুত্র ১৯নং বিষ্ণুচন্দ্র ও রামচন্দ্র উক্ত বিষ্ণুচন্দ্রের দুইপুত্র ২০নং অমৃতলাল ও মতিলাল ১৭নং ভবানী প্রসাদ তস্যপুত্র ১৮নং নবকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৯নং তারিণীচরণ সাং কোটালী পাড়া।

১৭নং গোকুলচন্দ্র তস্যপুত্র ১৮নং জগমোহন তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং গোলোকচন্দ্র ও আলোকচন্দ্র ও রামসেবক ও রামদয়াল ও কালীকিঙ্কর ১৬নং রামরাম তস্য চারি পুত্র ১৭নং চন্দ্রনারায়ন ও শিবনারায়ণ ও বেণী মাধব ও নীলমাধব তস্য পুত্র ১৮নং গৌরচন্দ্র ওরফে গোরাচান্দ তস্য তিন পুত্র ১৯নং কাশীচন্দ্র ও প্যারীমোহন ও রামদয়াল তস্যপুত্র ২০নং বরদাচরণ উক্ত প্যারিমোহনের পুত্র ২০নং অক্ষয় কুমার উক্ত কাশীচন্দ্রের পুত্র ২০নং জাহ্নবীচরণ ১৭নং বেণী মাধব তস্য পুত্র ১৮নং ভৈরবচন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং তারিণীচরণ তস্যপুত্র ২০নং মতিলাল ১৭নং চন্দ্রনারায়ণ তস্য পুত্র ১৮নং রঘুনাথ তস্যপুত্র ১৯নং চন্দ্রকিশোর সাং কীর্ত্তিপাসা।

১৩নং মহেশ্বর তস্য পুত্র ১৪নং রামপ্রসাদ ওরফে জয়দেব তস্যপুত্র ১৫নং জাদবেন্দ্র তস্যপুত্র ১৬নং নীলকণ্ঠ তস্যপুত্র ১৭নং সদাশিব তস্য পুত্র ১৮নং গুরুচরণ ও কালীনাথ তস্যপুত্র ১৯নং প্রিয়নাথ উক্ত গুরুচরণের পুত্র ১৯নং কৈলাসচন্দ্র ও গঙ্গাচরণ ও শ্যামাচরণ।

বুয়িসেন ধন্বন্তরি গোত্র।

১নং বুয়িসেন তস্য দুইপুত্র ২নং পশুপতি ও কোকসেন উক্ত পশুপতি তস্য পুত্র ৩নং শূরবর তস্য তিন পুত্র ৪নং মহেশ্বর ও বনমালী ও পুষ্পকেতু উক্ত মহেশ্বরের দুইপুত্র ৫নং কৃষ্ণানন্দ ও জগদানন্দ উক্ত কৃষ্ণানন্দের দুইপুত্র ৬নং শিবানন্দ ও ভবানন্দ শিবানন্দের চারিপুত্র ৭নং কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ অনন্তরাম ও গৌরীনাথ উক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন তস্য সাত পুত্র ৮নং রামকৃষ্ণ

ও রামগোপাল ও রামনারায়ণ ও রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও রতিরাম ও রামজীবন উক্ত রামেশ্বর তস্য পুত্র ৯নং ভবানীচরণ তস্য দুইপুত্র ১০নং রাজবল্লভ ও রামবল্লভ উক্ত রাজবল্লবের দুই পুত্র ১১নং মণিরাম ও ঘনশ্যাম তস্য দুইপুত্র ১২নং জীবনকৃষ্ণ ও রামেশ্বর উক্ত জীবনকৃষ্ণের পুত্র ১৩নং শিবনাথ তস্য তিনপুত্র ১৪নং ত্রিলোচন ও মহেশচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র উক্ত ত্রিলোচনের পুত্র ১৫নং অশ্বিনী উক্ত মহেশ চন্দ্রের দুই পুত্র ১৫নং বসন্ত ও অনন্ত উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র ১৫নং শশীচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র ১৬নং করেন্দ্রডাক্তার ও মহেন্দ্র ও ধ্রুবেন্দ্র ও উপেন্দ্র ও দেবেন্দ্র সাং মধ্যপাড়া ।

৪নং বনমালী তস্য দুইপুত্র ৫নং পরমানন্দ ও গোপাল উক্ত পরমানন্দ তস্যপুত্র ৬নং পুর্ণানন্দ তস্য দুইপুত্র ৭নং গঙ্গানারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গঙ্গানারায়ণের তিনপুত্র৮নং রামজীবন রামচরণ ও কৃষ্ণচরণ উক্ত রামচরণের চারিপুত্র ৯নং রূপরাম ও নন্দরাম ও রামনাথ ও রঘুনাথ তস্য দুইপুত্র ১০নং রামশঙ্কর ও রাজকৃষ্ণ উক্ত রামশঙ্করের তিনপুত্র ১১নং রামজয় ও রামরাজা ও রামগতি তস্য চারিপুত্র ১২নং ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র তিলকচন্দ্র উক্ত শম্ভুচন্দ্রের দুইপুত্র ও এককন্যা ১৩নং মহিমচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ও কন্যা শ্রীমতি ধুনী তস্য পুত্র শ্রীকান্ত বিশারদ সাং সোণার রঙ্গ উক্ত তিলকচন্দ্র তস্য চারি পুত্র ১৩নং দুর্গাচরণ পত্নী বিরাজময়ী ও অক্ষয়কুমার পত্নী সরলা ও প্যারীমোহন ও দেবেন্দ্র কন্যা পুরী ও অন্নদা ও জ্ঞানদা উক্ত দুর্গাচরণ তস্যপুত্র ১৪নং সুরেন্দ্র সাং মধ্যপাড়া ।

ঘটক বর্ণন ।

শ্রোত্রী কুলীনাদি আর ঘটক যেখানে
প্রসিদ্ধ সমাজ তাহা গণিত ব্রাহ্মণে ॥
শ্রোত্রী তুল্য বৈদ্য কুল বিবিধ কুলীন
কুলীন ঘটক কুল বিক্রমে আসীন ॥
তাই যশোহর মেল পরে অবস্থান ।
বঙ্গেবৈদ্য বাসস্থান বিক্রমে প্রধান ॥
মানী হীনমানী ভেদ ঘটক করিল ।
ঘটকসংস্পর্শে দেশ পতিত না হল ॥
বিক্রমে ঘটক বাস আদি বিদগ্রাম ।
তথা হতে কেহ ২ যান ভিন্ন গ্রাম ॥
সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম এই ঘটকের নামে ।
ঘটকের তিন ধারা বহে সেই গ্রামে ॥
ঘটক ত্রিবেণী ক্ষেত্র গ্রাম বিদগ্রাম ।
সাধসদা কীর্ত্তিনাশা না করে নির্ণাম ॥
ঘটক বংশেতে বহু তেজ বন্ত জন ।
জন্মিলা দ্বারকানাথ করিলা বর্ণন ॥

ঘটক সন্তান বিক্রমপুর স্থান
আশ্রয় করিলা কত।
অতি বিচক্ষণ কৃতী বহু জন
বিদগ্রাম অবস্থিত॥
একের সন্তান বহুতর স্থান
ক্রমশঃ করিলা স্থিতি।
কুলজ্ঞ প্রচুর বিদগাও বলুর
টঙ্গিবাড়ী অবস্থিতি॥
রামকান্ত বর ত্যজি যশোহর
শুভক্ষণে আগমন।
করি অন্বেষণ বহু বৈদ্যগণ
করিলা কুল বন্ধন॥
পঞ্জী অনুসারে ভাবাভাব ধরে
করিলা ভাব নির্ণয়।
কৃতী কত জনে কালানু সরণে
ক্রমাগত সমুদয়॥
কুল পদ মূলে ভূমি অর্থ বলে
হলা নত সম্মানিত।
ধরি স্রোত ধারা কুলোজ্জ্বল তারা
জন্মিলা বহু পণ্ডিত॥
কৃষ্ণ রূপরাম মাণিক মাধবরাম
বড় ভুঞা কৃষ্ণ ছিলা।
ছাড়ি গেলা গ্রাম কৃতী মাধবরাম
সেই ভদ্রাসন নিলা॥
রাম রত্নেশ্বর কৃতী গঙ্গাধর
কুল বিশারদ ছিলা।
মুন্সী জগন্নাথ যেন কুলনাথ
কুলবৃত্তি বিস্তারিলা॥

জয়নারায়ণ জয়সুশোভন
বসিলা শ্রীবজ্রপুরে।
ভ্রাতৃ অনুরোধে ত্যজিয়ে বিরোধে
আসিলেন গ্রামে ফিরে॥
কবি নীল মণি কার্ণ কুল মণি
ভিষক সুবিজ্ঞ অতি।
বহু উপাৰ্জ্জন বংশের পোষণ
করিলা সুজন কৃতী॥
প্রবীণ রাম ডাক্তার মুন্সী চণ্ডীআর
গুণে উজলিলা কুল।
কুলের দুর্ভাগ্য এমনসুযোগ্য
এতিন হৈলা নিস্কুল॥
ছিলা গুণধর সুকবি শেখর
মহেশচন্দ্র সুমতি।
দারিদ্র্য ভঞ্জন গুণ অগণন
কুলজ্ঞ শীর্ষেতে স্থিতি॥
সভা বিবর্ণন গ্রন্থ সুশোভন
নবকিশোর সৃজিলা।
অতি সুবিদ্বান কবীন্দ্রআখ্যান
শ্রীনবকিশোর ছিলা॥
মুন্সী কালীকান্ত অতিগুণবন্ত
সুবর্ণ বরণ তনু।
আদর্শ বিক্রম সিংহ পরাক্রম
গোলোক ধরিত ধনু॥
শ্রীভৈরব জ্ঞানী কৃতী কৃষ্ণমণি
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বর।
সাধু শিবেশ্বর ঘটক প্রবর
বহুজন মান্যধর॥

ধর্ম্মে গুণ ধাম   রামকৃষ্ণ নাম
বিজ্ঞ কুলজ্ঞ পয়ারে ॥
নারায়ণ সুধী   কুলতত্ত্বনিধি
সবায় বাখানে যারে ॥
কুল মান দানে   উচিত বিধানে
সমাজে পূজিত সবে।
দানে মানে বলে   প্রতাপ বিশালে
বিশেষ সুখ্যাতি লভে ॥

—o—

কার্ণবংস অবতংস   কুলসর রাজহংস
কাশীনাথ তুল্য কাশীনাথ।
আত্মপরহিতেব্রতী   সুগম্ভীর মহামতি
যে·াম স্মরণে সুপ্রভাত ॥
আদর্শ চরিতযার   পুতগঙ্গা স্রোতধার
কলঙ্ক বিহীন শশধর।
সুগুরু ধীর গীম্ভর   সুন্দর মুরতিস্থির
যশঃ যার দিগদিগন্তর ॥
বিদ্যাধনকুলেশীলে   সদাসুযশলভিলে
নিয়ত-সুকৃতী মতি মান।
যারগুণ গুণ ধর.   গাইলা শ্রীগৌরবর
প্রভাকর করিলা বাখান ॥
জনহিত পরতন্ত্র   সাধিলা কত নামন্ত্র
সতত হইয়ে সুযতন।
স্বদেশ বিদেশ যার   ধরে গুরু গুণধার
যার ঋণে ঋণী বঙ্গজন ॥
যোগেশপুত্রকন্তামরে   পিতানাজানিতে-
পারে। পত্রিকা অভাবে সুসময়।
অভাবকরিতেদূর   বাসনা হইল প্রচুর
ব্যথিত হইলা সুহৃদয় ॥
বহু আবেদনকৈরে   খ্যাতপত্র প্রভাকরে
গ্রাম্যডাকে লাভ পরীক্ষার,
ঘটাইয়েঅনুষ্ঠান   সাধিলা দেশেরত্রাণ
প্রভাকরে সুযশঃ প্রচার ॥
বিক্রমে পথ স্থাপন   কন্যাপণবিনাশন
জন্ম কত করিল যতন।
গ্রামেবিদ্যালয়দান   অবশেষেঅভিধান
অষ্টাক্ষর মিলনে সৃজন ॥
করিলাঅনেকবিত্ত নানাস্থানেভূনিসঙ্ক
ভ্রাতৃগণ সহ হয়ে একমন।
পুত্রগণ গুণেগায়   রাখিতেকি পারেতায়
আলস্য কলহে বিসর্জ্জন ॥
শ্রীশম্ভু অনুজতার   প্রবীনসহায় যার
কালী পদে মতি দৃঢ়তর।
কার্ণকুল কুলমণি   কবিকুল কণ্ঠমণি
কবীন্দ্র আনন্দ গুণ ধর ॥
তেজঃ পুঞ্জ শ্রীমহিম   ভূদান্ত দমনেভীম
দেশ পরিব্যপ্ত যশোধর ॥
সবলদক্ষিণ পাণি   দীপ্তকুলোর্জ্জলমণি
বিখ্যাত উকীল শ্রীঈশ্বর।
সুঘটক জয়চন্দ্র   পুত্র শ্রীগিরীশচন্দ্র
কৃত বিদ্য ডিপুটী সুধীর।
করিলেনকুলোন্নতি   কুলকার্য্যেসদামতি
বরদার পদে মতি স্থির ॥
স্মরি তাহাদের পথ   সুযশঃ পদসম্পদ
লভিতে বাসিত সদাচিত্ত।

ধৃতভারী বংশধর করে কুল অগ্রসর
শ্রীদ্বারিকানাথের বাঞ্ছিত ॥

চন্দন দান।

নব্যগালনব্যবাগী সৌন্দর্য্যেতেপরিপাটী
বিবাহ সভার সুশোভন।
উপহারসভ্যজনে দিবেপূর্ণস্বচন্দনে
কুলাচার্য্য দিবেন চন্দন ॥
কুলেরউচিতমান কুলাচার্য্যদিবেদান
কুলাচারে দিবে উপদেশ।
যেনসেআদর্শনিয়ে সবে সচেষ্টিতহয়ে
উচ্চকুল পথে চলে দেশ ॥
সভাভঙ্গহলেপরে মানপাত্র লয়েকরে
ঘটক করিবে অধিকার।
দ্বিগুণবিদায় তার স্থায়নীতিঅনুসার
ঘটককার্য্যের মুলাধার ॥
যজ্ঞবস্ত্র পুরোহিতে বরবস্ত্রঘটকেতে
পরদিন বিবাহান্তে পাবে।
যাতায়তব্যায়আর সিধাদি বিদায় তার
রীতিমতে ঘটক পাইবে ॥
ঘটক অবিদ্যমানে প্রবীনকুলীনগণে
মান পাত্র পাবে অধিকার।
পুরাতনকথাগুলি - ফেলেতাহাঅবহেলি
সভ্য ভব্য নব্য সুকুমার ॥
ভাযুদাসপন্থহয় ফাক্করেরা নয় কয়
ভাযুক্রিয়া কণ্ঠহারে নাই।
ফাকরেরক্রিয়াগুলি ছিলতারাহীনমানী
এখন আর দেখিতে না পাই ॥

বিষ্ণুদাসদেবেতুষ্ট শুনে হয়মনে কষ্ট
দেবায়েতে বিষ্ণু তুষ্ট হয়।
বলভদ্র বিষ্ণুভক্ত দেবেবিষ্ণুঅনুরক্ত
বিষ্ণুবন্দনার ক্লান্তি নয় ॥
হৃষ্টপুষ্ট বিষ্ণুদাস গোবনেঐশ্বর্য্যনাশ
ঘটক নিন্দার ফল তাই।
বৈদ্যকুলমহ মান্য সর্ব্বদেশেআছেগণ্য
অবশেষে ঘটক দোহাই ॥
ভবপাকিতুল্যহয় উপরীগৌরবী নয়
সত্য বস্তু বাহেবক বটে।
পবীনমঙ্গলানন্দ সংগ্রামসা রাজাসঙ্গ
মাধব অদৃষ্ট দোষ ঘটে ॥
কার্ত্তিকপুরবাসিবলি মঙ্গলানন্দকুতুহলী
তাহাতে সংগ্রাম দোষ অংশে।
অতিশয়বিদ্যাবন্ত দাসমধ্যে সত্যবন্ত
কুলজন্য আছেন বিমর্শে ॥

রাজা সংগ্রাম সাহা।

সংগ্রামসামহারাজা মহারাষ্ট্রেমহিভুজা
শালঙ্কান গোত্রোদ্ভব শুনি।
ফরিদপুর মধ্যেযার ছিলজমিদারীতার
বহুদেশে ছিলেম সম্মানী ॥
বঙ্গদেশীবৈদ্যগণে অতিযত্নেসসম্মানে
বিনয়ে করিল নিবেদন।
সংগ্রামসারাজাবলে হামবৈদ্যদ্বিজকুলে
বিপ্রপদে কহিনু বচন ॥
ব্রাহ্মণেরনিম্নশ্রেণী সর্ব্বজাতিউর্দ্ধশ্রেণী
বৈদ্য আমি শুন পরিচয়।

কুলাদিবিনাধাবলি ভোগিবপাপেরডাল
ধর্ম্ম সাক্ষী প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥
রাজার জামাতাহবে চিরসুখেদিনযাবে
মাধবের মনেতে প্রত্যাশা।
স্থানীয়কুলীনসনে সমারোহনিমন্ত্রণে
সম্মতিতে দিলেন ভরসা ॥
প্রবীন সংসর্গহবে তারকুলযশযাবে
অবশ্য লইব কন্যা দান।
তাহাতেমাধবনংশ কুলহলঅতিধ্বংশ
সর্ব্বদেশে হৈল হীন মান ॥
মাধবেররাজদোষ স্বগোত্রেতে অসন্তোষ
মাধবের কুল হৈল ক্ষয়।
আত্মীয়বান্ধবছাড়ি হৈয়েনানাদেশান্তরি
মনেতে দুঃখিত ভাব রয় ॥
শালকায়নঅপ্সার নৈধ্রুবাঙ্গিরসআর
বার্হস্পত্য সহ পঞ্চ প্রবর।
সংগ্রামসাপরিচয় সংক্ষেপেতেলিখাহয়
সর্ব্ব জন হইবে গোচর ॥

পরিণয় সূত্র ও মেল বিচার।

রাজ পথে কত শত লোক হেটেযায়।
সভাদরবারে কত নিত্য আসে যায় ॥
সুবেশ সুকেশ আর ভাগ্যশ্রী যাহার।
লোক দৃষ্টি আকর্ষণে প্রণাম তাহার ॥
কেবা কোন্ বংশ ধর কে করে তালাস
তবে কেন এত লিখি বংশের বিন্যাস ॥
নিজ বংশ নানা গুণে চিরোজ্জল থাকে
সকলেই মনে মনে এবাসনা রাখে ॥
কি উপায়ে হেনলক্ষ্য চির স্থির রয়।
আন্দোলনে করে সর্ব্ব কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বংশ গতি মূলদেশে প্রকৃতিই মূল।
তার সঙ্গে আর সব চেষ্টা অনুকূল ॥
বিচক্ষণ জন পুত্র মুর্খ মেলে যায়।
অতীব মুর্খের পুত্র জগত জাগায় ॥
রূপবল মতি বুদ্ধি বতী যেই নারী।
গুণ যোগ যুক্ত সন্তান তাহারি ॥
আম গাছে কভু নাহি নাহি ফলেজাম
মিঠাগাছে মিঠা চুকাগাছে চুকাআম ॥
তবে কিনা পিতামাতা উভয়ের ভাগে
তুল্য রূপ ভাগ নাহি সন্তানেতে জাগে
তথাপিও নিবে সদা গুণান্বিতা নারী।
রূপ গুণ নহে জানি মেল অনুসারি ॥
তবু সদা গুণান্বিতা করিবে গ্রহণ।
রূপ গুণ নাহি করে মেলাদি স্মরণ ॥
কিন্তু গুণান্বিতা যদি কুচরিতা কয়।
গঙ্গোদকে মলযোগে নাহি ফলোদয় ॥
নিচ মেলে গুণীকুল আছে বহুতর।
উচ্চ মেলে বহু কুল গুণে লঘুতর ॥
নিচ মেলে আছে বহু সুচরিত্র জন।
উচ্চ মেল কভু হয় কলঙ্ক ভাজন ॥
সংসর্গ সর্ব্বদা করে প্রকৃতিকে নাশ।
প্রকৃতি হৈতেও হয় সুমেল বিনাশ ॥
তবু অন্বেষিবে গুণ সুমেল সীমায়।
অবিতর্কে কেহ যেন কুমেলে না যায় ॥
সুনিজ মেলেতে ক্রিয়া সংসর্গ যাহার।
লজ্জা শাসনাদি যোগে সুমেল তাহার ॥